শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী-বিজয়

প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লীলামৃত

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

কবিশেখর-প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর, ৬ গোবিন্দ ৪৬৬ শ্রীগৌরাব্দ

২১ মাঘ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ
হইতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম
শ্রমণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ৪নং ফরডাইস লেনস্থিত
"শিল্পাশ্রম প্রেসে" শ্রীদিগম্বর
দেবনাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপোদ্ঘাত

শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী হইতে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণী কৃষ্ণাচতুর্থী পর্য্যন্ত ৬২ বৎসর ১০ মাস কাল প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ আচার্য্যভাস্কররূপে স্বীয় বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ প্রচারদ্বারা শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ-বর্ণিত অন্যাভি-লাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" শ্লোকোক্ত উত্তমা ভক্তির দেদীপ্যমানা প্রদর্শনী সমগ্র বিশ্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবিলাসভূমি শ্রীপুরুষোত্তমধামে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-মহিমা প্রচারদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্রবাণীর ও "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" গৌরবাণীর সার্থকতা প্রদর্শন

করিয়াছেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ। ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং আচারপরায়ণতার সহিত ভক্তি সদাচার প্রচার—এই কার্য্যচতুষ্টয়ও শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যলীলায় দেদীপ্যমান। ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণব যে কোনও কুলে আবির্ভূত হউন এবং যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত থাকুন তিনি জগদ্বরেণ্য— সর্ব্ববর্ণ ও সকল আশ্রমের পূজ্য, এই সাত্বত-শাস্ত্রবাণীর বাস্তব আদর্শ প্রদর্শন ক'রিয়া তিনি দৈব-বর্ণাশ্রমসঙ্ঘ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে কোটী টাকার মধ্যে যেমন এক টাকা নিশ্চয়ই আছে, সেই প্রকার বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণের গুণ স্বতঃই বিরাজিত। অবর কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিয়া জনসাধারণ অজ্ঞতাক্রমে যে ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছিলেন শ্রীল প্রভুপাদের ঐ প্রচারে তাঁহারা সেই দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবিধি প্রচলন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃতে কায়মনো-বাক্যে হরিভজন করিবার যে ভাগবতী শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত রহিয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গজদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অমল চরিত্র ও

শিক্ষামৃত জগতে যতই প্রচারিত হইবে, বিশ্বের ততই কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় সতীর্থ রায় সাহেব শ্রীপাদ ব্রহ্মদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী কবিশেখর মহোদয় সুললিত পয়ারে শ্রীল প্রভুপাদের লীলামৃত রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই সন্নিবেশিত শ্লোকসমূহ রচনা করিয়াছেন। ঐ শ্লোকসমূহের অনুবাদ এবং অন্যান্য পাদটীকাসমূহ তিনিই লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাঠকগণের পক্ষে সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৫৪ গৌরাব্দের ৪ নারায়ণ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষ হওয়ায় এবং ভক্তমণ্ডলী এই গ্রন্থের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করায় ৪৬৬ শ্রীগৌরাব্দের শ্রীব্যাসপূজাবাসরে বর্দ্ধিত আকারে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থকার শুধু রচনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, পূর্ব্ব দুই সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণের মুদ্রণানুকূল্যও তিনি করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচারের নিমিত্ত

লেখনী ও অর্থের সাহায্যে যে সেবা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক। অবসর গ্রহণান্তে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় সর্ব্ব সময়ে নিযুক্ত থাকিয়া বৈষ্ণবসাহিত্য ভাণ্ডারের ঔজ্জ্বল্য সংরক্ষণে ব্রতী থাকিবেন, এই আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।**

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
প্রথম পরিচ্ছেদ		
মঙ্গলাচরণ ও আদিলীলার সূত্র	...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		
মধ্যলীলার সূত্র	...	১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		
অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন	...	৩৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রসঙ্গ	...	৫৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ	...	৭৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ		
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশাধ্যায়	...	৯৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ		
সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-প্রকাশাধ্যায়	...	১১০
অষ্টম পরিচ্ছেদ		
শ্রীভক্তিরঞ্জন-প্রসঙ্গাধ্যায়	...	১৩২
নবম পরিচ্ছেদ		
মঠ প্রবেশাধ্যায়	...	১৪১
দশম পরিচ্ছেদ		
শ্রীশ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ-প্রসঙ্গাধ্যায়	...	১৫৩

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী-বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মঙ্গলাচরণ ও আদিলীলার সূত্র

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥" ১ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীযুতপদকমল, শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণববৃন্দকে প্রণাম করি; অগ্রজ শ্রীসনাতনপ্রভুসমেত, গণসহ শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিসহিত এবং শ্রীজীবপ্রভুসমন্বিত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে প্রণাম করি; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও আর আর পরিকরসমেত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে প্রণাম করি; এবং শ্রীললিতা-বিশাখাদিসখীগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥ ২ ॥

"নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥"৩ ॥

যাঁহার কৃপা বাক্‌শক্তিরহিত ব্যক্তিকে বাগ্মী করিয়া তুলিতে পারে ও চলচ্ছক্তিহীন খঞ্জকেও পর্ব্বত পার করাইতে পারে, সেই দীনতারণ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম, অষ্টাদশাক্ষরাত্মক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনপ্রদ ইষ্টমন্ত্র, শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ, রূপ ও সনাতন, পুরীশ্রেষ্ঠা মথুরা, গোষ্ঠবাটী (শ্রীবৃন্দাবনধাম), রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধিকামাধবের সেবাপ্রাপ্তির আশা—যাঁহার বিপুল কৃপাযোগে লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণে আমি প্রণত হইতেছি ॥ ৩ ॥

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবরায় তে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥

শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্যশ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥ ৪॥

কৃষ্ণপ্রিয়তমমধ্যে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে জগদ্বিশ্রুত শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকে প্রণাম করি। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার প্রিয়জন, কৃপা-বারিধি, কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকে প্রণাম করি। মধুর উজ্জ্বলরসের প্রেমধনে ধনী, শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে আচরিত ভক্তির পরিবেশক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তির বিশেষ আশ্রয়স্থল হে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ, তোমাকে প্রণাম করি। হে প্রভুপাদ, তুমি মূর্ত্তি-পরিগ্রহকারী সাক্ষাৎ গৌরবাণী, তুমি দীনের ত্রাণকর্ত্তা, রূপানুগভক্তির বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত রূপ যে অন্ধকার, তাহা তুমি হরণ কর, তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪॥

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্" ॥৫।

জয় জয় প্রভু মোর শ্রীল সরস্বতী,
জয় কৃপা-পারাবার অগতির গতি।
জয় শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের অবতার,
জয় কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হিয়া যাঁর।
শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-দয়িতের প্রেষ্ঠ,
জয় জয় মূর্ত্তিমদ্-গৌরবাণী শ্রেষ্ঠ।
সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দাতা প্রভু জয় জয়,
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহ আশ্রয়।
অপসিদ্ধান্তের ধ্বান্তহারী রূপানুগ,
মাধুর্য্য উজ্জ্বল যাঁর প্রেমাঢ্য স্বরূপ।
বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ আর সব ভোগ্য,
নরতনু হয় তাঁর ভজনের যোগ্য।

---

* শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট (যে কৃষ্ণপ্রেমপ্রচার তাহা) যিনি পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন, সাক্ষাৎ সেই শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু কবে আমাকে নিজচরণসমীপে স্থান দান করিবেন ॥ ৫ ॥

সে ভজন একমাত্র যাঁর উপদেশ ,
যে না করে বোধহীন আত্মঘাতী শেষ।
আপন শক্তির পরে আস্থা না করিহ,
আকরে আশ্রয় লহ শিখাইল যিঁহ,
ভগবানে সাক্ষাৎকার শ্রীনাম-গ্রহণ,
যিনি শিখাইলা দুই হয় এক সম,
যে শিখায় গুরু নহে তোষামোদকারী,
আত্মসংশোধন কর পরনিন্দা ছাড়ি'
যেইখানে হরিকথা কৃষ্ণ সেইখানে,
একমাত্র শ্রেয় যিঁহ প্রেয় করি মানে,
প্রেয়েরে শ্রেয়ের স্থান না দেন কখন,
আচরি' প্রচার করে যেই মহাজন,
জয় জয় সেই মহাভাগবতবর,
জয় জয় গৌড়ীয়ের আচার্য্যভাস্কর।
পরম নির্ম্মল যাঁর মহান্ত স্বভাব,
'উৎকলে পুরুষোত্তমে' যাঁর আবির্ভাব,
ত্রিষষ্টি বৎসর করি' প্রপঞ্চে বিলাস,
অশেষে বিশেষে পূর্ণ করি' অভিলাষ,
অনুভব করি' শেষ হ'ল প্রয়োজন,
বাণীহট্টে (১) লীলা তিঁহ করিলা গোপন।

(১) কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

যে লীলার আদি নাম বিমলাপ্রসাদ (১),
সেই প্রভু গৌড়ীয়ারে করো আশীর্ব্বাদ।
বারশত আশি সন, অপরাহ্ণ গতে
শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে
পুরী 'নারায়ণ ছাতা' যাহার নিকট
শ্রীল ভক্তিবিনোদের গৃহেতে প্রকট,
ভগবতী-দেবী-গর্ভে শিশু অনুপম
উপবীত সহ জন্ম, স্বভাব ব্রাহ্মণ।
ছয় মাস বয়সেতে যাঁহারে দেখিতে
আসেন শ্রীজগন্নাথ চড়িয়া রথেতে,
রথারূঢ়-গৃহ-পাশে রহে দিনত্রয়
চৌদিক করিল মহাসঙ্কীর্ত্তনময়।
আকুলি ব্যাকুলি শিশু রহি মাতৃক্রোড়ে
জগন্নাথ দেবে যাই আলিঙ্গন করে।

---

(১) বিমলাপ্রসাদ—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের নিকট যে সকল শক্তিমন্দির আছে, বিমলাদেবীর মন্দির তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহারই নামানুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্দির হইতে অনতিদূরে তদীয় বাসভবনে আবির্ভূত নবকুমারের নাম 'বিমলা-প্রসাদ' রাখেন।

আপনি প্রসাদি মালা করেন গ্রহণ
জয় সেই নিত্যানন্দাভিন্ন মহাজন।
ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহ আলো করি'
পুরুষোত্তমেতে রহেন দশ মাস ধরি'।
পরে মাতৃসঙ্গে করি' শিবিকারোহণ (১)
স্থলপথে বঙ্গদেশে উপনীত হন।
তবে উপনীত হ'লে পঞ্চম বৎসরে
শ্রীরামপুরেতে যান পাঠাভ্যাস তরে।
অধ্যয়ন করে যবে পঞ্চম শ্রেণীতে
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু তাঁরে বিধিমতে
তুলসী মালিকা আনি করিলা প্রদান
শ্রীনৃসিংহ মন্ত্ররাজ আর হরিনাম।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত করাইলা পাঠ
প্রভু অতি অপরূপ দেখাইলা নাট।
লিখন-প্রণালী নব করিয়া প্রচার
'বাইকাণ্টো' 'বিকৃন্তি' নাম দিলেন তাহার।
রামবাগানের গৃহ শ্রীভক্তিভবন
শ্রীকূর্ম্ম উঠেন ভিত্তি করিতে খনন।

(১) 'শিবিকারোহণ'—তখন পুরী যাইবার রেলপথ আরম্ভ হয় নাই।

ঠাকুর শিখান তাঁরে পূজা ও অর্চ্চন,
শিশুরূপী প্রভু শিখেন করিয়া যতন।
গ্রহণ করেন তিলকাদি সদাচার
সেই প্রভু গৌড়ীয়ারে করো অঙ্গীকার।
ভাল নাহি লাগে জড় বিদ্যা অধ্যয়ন
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু করেন শ্রবণ।
জ্যোতিষ গণিত শিখেন অত্যল্প সময়
বড় বড় পণ্ডিতেরা মানয়ে বিস্ময়।
মহাভাগবত গুরুবর্গ অতঃপরে
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী অভিহিত করে।
সপ্তদশ বর্ষ তাঁর হ'লে বয়ঃক্রম
'অগাষ্ট এসেম্বলী' সভা করিলা স্থাপন।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তার যত সভ্যগণ
চির কৌমার্য্যের ব্রত করিলা গ্রহণ।
বিবাহ করিয়া তবে সবে ছাড়ি' গেলা,
একাকী আমার প্রভু নৈষ্ঠিক রহিলা।
সেই সে প্রভুর কথা শুদ্ধভক্তিসার
অভক্ত উষ্ট্রের তাহে নহে অধিকার।
আমার কি সাধ্য তাহা করিতে বর্ণন
পাপমতি দুরাচার মূর্খ অভাজন।

তবে যে বলিতে চাহি বৈষ্ণব-আজ্ঞায়
যাঁহারা আমারে কৃপা করে অমায়ায়।
কৃষ্ণলীলা রসসার বিতরিল ব্যাস
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস (১)।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২) কহে সবিস্তার
আরো কত জনে কহে সংখ্যা নাহি তার।
প্রভুর যতেক লীলা কহনে না যায়
সহস্র বদনে শেষ পার নাহি পায়।
সেই সব কথা তবু বর্ণিবারে ব্যাস
যথাকালে করিবেন আত্ম-পরকাশ।
সেই আশে আমি রাখি সূত্র মাত্র করি'
সাধ্য নাই তবু সাধ কহি সবিস্তরি'।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, হয় মূকও বাচাল
যাঁহার কৃপায় (৩) ভাই, কে হেন দয়াল ?
তিঁহ যদি কৃপা করি' আপনে বলায়।
তবে ভক্তজন তায় শু'নে সুখ পায়।

---

(১) 'বৃন্দাবনদাস'—শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা
(২) 'কৃষ্ণদাস'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা।
(৩) ২য় পৃষ্ঠায় 'মূকং করোতি বাচালং' শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ বর্ষ তাঁর হ'লে বয়ঃক্রম
সংস্কৃত কলেজে পাঠ বেদ-অধ্যয়ন।
পৃথ্বীধর শর্ম্মা সঙ্গে হ'ল মত ভেদ
জড়বিদ্যাভ্যাসে তবে ঘটে পূর্ণচ্ছেদ।
হরিভজনের তরে যাঁহার জীবন
সে কেন পড়িবে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ?
অনুস্বার বিসর্গ কি অচিৎ সাহিত্য
ভক্তিপন্থী সে সবে কি মাগিবে পাণ্ডিত্য?
তবে চতুষ্পাঠী (১) তিঁহ স্থাপন করিলা,
গণিত জ্যোতিষ আদি অধ্যাপন কৈলা।
খ্যাতিমান্ হৈল তাঁর বহু কৃতী ছাত্র
অধ্যয়ন করি' মিছা জড় বিদ্যা মাত্র।
ভক্তিধন না চাহিয়া কি যে হারাইল
আপন কপাল দোষে তাহা না বুঝিল।
সেইরূপ অভাগিয়া আছে বহুজন
আমিহ তেমনি বিদ্যা করিনু বাঞ্ছন।
দেবতাবাঞ্ছিত ধন মহামূল্যবান্
আপন কপাল দোষে না হইল জ্ঞান।

---

(১) 'চতুষ্পাঠী'—'সারস্বত চতুষ্পাঠী'।

প্রদীপের নিম্নে যৈছে অন্ধকার রয়
তাঁহার নিকটে রহি' সকল সময়,
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশে করি' অবহেলা
কপালের দোষে বহু মূর্খ রহি' গেলা।
কিছুকাল করি' তিঁহ অধ্যাপন-লীলা
জ্যোতিষের গ্রন্থ বহু প্রকাশ করিলা।
'জ্যোতির্ব্বিদ্', 'বৃহস্পতি' করে সম্পাদন,
ত্রিপুরায় কার্য্য পিছে করেন গ্রহণ।
'রাজরত্নাকর' রচি রাজবংশাবলী
ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ত্যজে কর্ম্মস্থলী।
ইতঃপূর্ব্বে একবার তীর্থযাত্রা করে
শ্রীভক্তিবিনোদসঙ্গে প্রয়াগ নগরে।
পথে কাশী দেখিলেন ফিরিতে গয়ায়,
তীর্থযাত্রী বেশ ধরি' প্রভু মোর যায়।
চাতুর্ম্মাস্য (১) ব্রত পালে বৈষ্ণববিধানে,
হবিষ্যান্ন করে তিঁহ স্বহস্তে রন্ধনে।

---

(১) 'চাতুর্ম্মাস্য'—শ্রীশয়ন একাদশী হইতে শ্রীউত্থান একাদশী পর্য্যন্ত অথবা শ্রাবণের পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি হইতে কার্ত্তিকের পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চারিমাসব্যাপী ব্রত।

ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন করেন ভোজন,
উপাধান পরিত্যাগ, মৃত্তিকা শয়ন।
শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ যথা সরস্বতী-তট
স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ হইলে প্রকট,
আমার দয়াল প্রভু সেই খানে যান
শ্রীল গৌরকিশোরের দরশন পান।
গোস্বামী পরমহংস তিঁহ ভাগবত,
আমার প্রভুর মর্ম্ম জানে ভালমত।
দুই জনে হেরি হ'ল দোঁহার হরষ
অন্তরঙ্গে করে পান ভক্তিসুধারস।
এ অবধি বলা যায় তাঁর আদি লীলা
শ্রীচৈতন্য যেন বিদ্যাবিলাস করিলা।
চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল এই লীলা করে
সন্ন্যাস করিলা আর বিংশ বর্ষ পরে।
আর ঊনবিংশ পরে লীলা-সংগোপন
মধ্য অন্ত করি' হয় যাহার গণন।
এই তিন লীলা যাঁর সেই সরস্বতী,
অহৈতুকী কৃপা প্রভু রাখ মোর প্রতি।
তোমার অদ্ভুত লীলা বর্ণিবারে আশ,
আমারে করিয়া লও তুয়া দাস-দাস।

সরস্বতীভক্ত সব করহ প্রসাদ,
সিদ্ধান্তবিরোধ-রূপ না ঘটে প্রমাদ।
এইখানে হ'ল শেষ মঙ্গলাচরণ,
শ্রীশ্রীসরস্বতী জয় বল ভক্তগণ॥

ইতি "শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়-গ্রন্থে" 'মঙ্গলাচরণ' ও
আদিলীলা-সূত্রাত্মক প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্য-লীলার সূত্র

"মায়াবাদিকুসিদ্ধান্তধ্বান্তরাশিনিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁবিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো **ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী** মহোদয়ঃ॥" ১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নাম প্রেম দিয়া যিঁহ বিশ্ব কৈলা ধন্য।
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর মূরতি যাঁহার
শ্রীশচীনন্দন জয় অবতার সার।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মায়াবাদিগণের অপসিদ্ধান্তরূপ যে তমোরাশি, তাহার নিরাসক; বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসহযোগে নিজ অন্তর (চিত্ত)-রূপ পদ্মের বিকাশক, শ্রীগৌরকীর্ত্তনে মত্ত পরমহংসদেব, প্রচার ও আচার কার্য্যে নিরন্তর সমুৎসুক, এবং একমাত্র শুদ্ধ হরিভক্তগণেরই বোধগম্য চরিত্র॥ ১॥

শ্রীস্বরূপ-দামোদর সে প্রভুর গণ
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, রূপ, সনাতন।
জীব, রঘুনাথ, কবি কৃষ্ণদাস আর
সেবাপর নরোত্তম প্রিয়বর যাঁ'র।
জয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়,
বলদেব জগন্নাথ প্রভু জয় জয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ জয় শ্রীগৌরকিশোর(১),
জয় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।
লুপ্ততীর্থোদ্ধার, শুদ্ধবাণী-পরচার
দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্থাপিত যাঁহার।
ভক্তিগ্রন্থ পরচার মঠাদি-স্থাপন
যে করিলা জয় সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন।
জয় জয় যত তাঁর ভক্ত-পরিজন
পারিষদ বলি' হয় যাঁদের গণন।
আদিলীলা-সূত্র-কথা কহিল প্রভুর
মধ্যলীলা-সূত্র এবে শুন সুমধুর।
যদিহ আমার প্রভু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন(২),
জীবের উদ্ধারে ধরা করে বিচরণ,

---

(১) এ কয় পংক্তিতে গুরুপরম্পরা প্রদত্ত হইল।
(২) "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আদি)"

তথাপি গোস্বামী গৌরকিশোরের স্থানে
ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন আপনে।

মায়া-কবলিত জীব করিতে উদ্ধার
ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিতে জগতে বিহার।

অপ্রাকৃত দেহে নাহি জড়মায়াগন্ধ
অপ্রাকৃত গুরু শিষ্য দোঁহার সম্বন্ধ।

ধর্ম্মের ঘটিলে গ্লানি ধরণীমাঝার (১)
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যৈছে করে অবতার,

আপনে প্রপঞ্চে কভু করে বিচরণ
লীলায় করেন প্রেমরস আস্বাদন।

সেই মত কভু কভু তাঁর প্রেষ্ঠজন
শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মতত্ত্ব করিতে স্থাপন

স্বেচ্ছায় যে কোন দেহ করে অঙ্গীকার
সে দেহে কদাপি নহে মায়া-অধিকার।

অপ্রাকৃত দেহ শুদ্ধ চিদানন্দময়
জড় চক্ষে জড় সম প্রতিভাত হয়।

কর্ম্মী জ্ঞানী জীব রহি' অজ্ঞানান্ধকারে
কাঠের মাটির যৈছে শ্রীমূর্ত্তি বিচারে।

দেহের অন্তরে আত্মা করে অবস্থিতি
জড় চক্ষে কভু তার না হয় প্রতীতি।

---

(১) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'— (গী: ৪।৭।৮)

জড় চক্ষে দেখে শুধু চক্ষু নাক কাণ
কর্ণে নাহি হয় আপ্ত বাক্যের সন্ধান।
নাসিকাতে নাহি পায় কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ
জড় মিষ্ট কটু রসে জিহ্বার সম্বন্ধ।
প্রসাদান্নে সাধারণ অন্ন আদি মানে,
ত্বকে স্পর্শ অনুভূতি অতি সাধারণে।
শ্রীরাধারমণ হস্তে সেবিত না হয়,
ভকত জনের পায়ে মস্তক না নোয়।
সেই সব বহির্ম্মুখ জনের লাগিয়া
আত্মনিবেদন দাস্য ফিরেন মাগিয়া।
কর্ণপথে শ্রৌতবাণী করিয়া প্রবেশ
সংসার-বাসনা যবে করেন বিনাশ,
তবে বদ্ধজীব করে আত্মনিবেদন
দৃঢ় নিষ্ঠা করি ভজে শ্রীগুরুচরণ।
কৃপা করি' দেন প্রভু সেবা-অধিকার
তবে তত্ত্বজ্ঞানী হয় সেবক তাঁহার,
ভক্তি লভ্য যার ফলে ছুটে কর্ম্মপাশ
হইলে স্বরূপ-জ্ঞান ঘুচে যমফাঁস।
সেই সব তত্ত্ব জীবে শিক্ষাদান তরে
'আত্মনিবেদন'-লীলা আপনে আচরে।

তবে পুরী গেলা নিজ আবির্ভাবস্থলী,
যতেক সজ্জন আ'সে হ'য়ে কুতূহলী।
মনোহর সর্ব্ব অঙ্গ উন্নত শরীর
অনুপম রূপ তাঁর বাক্যেতে সুস্থির।
মহাপুরুষের যত দেখি সব গুণে
আমার প্রভুর মুখে হরিকথা শুনে।
শ্রীগৌরকিশোরপ্রিয় ঠাকুর তখন
অভিলাষ করিলেন মঠ সংস্থাপন।
তবে জগবন্ধু পট্টনায়ক আসিয়া
'সাতাসন' মঠ পক্ষে কহিলা হাসিয়া,
শ্রীগিরিধারি আসন তার সেবাভার
আপনি করুন প্রভো তাহা অঙ্গীকার।
প্রভু সেই সেবা তবে করিলা গ্রহণ
স্বর্গদ্বারে ভক্তিকুঠী পরে আরম্ভণ।
'কাশীমবাজার' খ্যাত আছে সর্ব্বদেশে
দান-ধর্ম্মশীল মহারাজা যেথা বৈসে।
আত্মীয়-বিরহ-দুঃখে হ'য়ে ম্রিয়মাণ
সে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তেঁহ পুরী যান।
কাতর অন্তরে করে বস্ত্রগৃহে বাস
হরিকথা শুনিবারে করে অভিলাষ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস
বাবাজী মহারাজ

শ্রীবিনোদ-সরস্বতী দুঁহো কৃপা করি'
কৃষ্ণ উপদেশ করেন বহুদিন ধরি'।
সেই কালে উড়িষ্যায় ছড়াগানকারী
দল নিয়া করে বাস এক বেষধারী।
প্রভু কহিলেন তারে, না করিহ রোষ
স্বকল্পিত ছড়াগানে রসাভাস দোষ।
শ্রীভক্তিবিনোদ জগন্নাথ প্রভুদ্বয়
পূর্ব্বেহ কহিল, কেনে না হয় প্রত্যয় ?
অমায়ায় করে সত্য উপদেশ দান,
আপন মঙ্গল চাহি ছাড় ছড়াগান।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিতরিত শুদ্ধভক্তপ্রাণ
মহামন্ত্র সভে ভাই কর সঙ্কীর্ত্তন।
আপন কল্পিত ছড়া কভু না গাহিবে,
ইচ্ছা মত আচরণ কভু না করিবে।
যেই মত আছে সাধু-শাস্ত্র-ব্যবহার
তাহার ব্যত্যয় হ'লে কহে ব্যভিচার।
যেমতি অসতী হয় স্বামী যে না মানে
সতী-নারী পতি বিনা অন্য নাহি জানে।
সেইরূপ ভক্তি যেই করিবে যাজন
শাস্ত্রের আদেশ সদা করিবে পালন।

স্বকল্পিত ছড়াগান অতি অশাস্ত্রীয়
অশাস্ত্রীয় সর্ব্বকার্য্য হয় নিন্দনীয়।
শুনিয়া প্রভুর মুখে হেন স্পষ্টবাক্
সেই বেষধারী বহু করিলেন রাগ।
ঔষধে কি করে তা'র যা'র মহারোগ
রোগ নাশ নাহি হয় সদা ক্লেশ ভোগ
অজ্ঞান জনেরে কভু মায়া নাহি ছাড়ে,
ভূত যেন চাপি রহে সিন্দবাদঘাড়ে (১)।
ক্রোধপরবশ হ'য়ে ঘটায় প্রমাদ
প্রভুপাদপদ্মে করে নানা অপরাধ।
প্রভু প্রহ্লাদের সম সহে নির্য্যাতন
দুর্ম্মুখের বাক্যে বধিরতা প্রদর্শন।
শ্রীভক্তিবিনোদ বলেন প্রভুরে ডাকিয়া
"নির্জ্জনে ভজন কর মায়াপুরে গিয়া।"
রামানুজ (২) যৈছে তিরুনারায়ণপুরে

---

(১) 'সিন্দবাদ'—আরব্য-উপন্যাস বর্ণিত বহুবার সামুদ্রিক অভিযানকারী বণিক। ইঁহার স্কন্ধে বৃদ্ধবেশী দৈত্য চাপিয়া আর নামিতে চায় নাই।

(২) 'রামানুজ'—বৈষ্ণবাচার্য্য। ইনি শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব প্রচার করেন।

তৈছে সরস্বতী আসি' রহেন মায়াপুরে।
নবদ্বীপমণ্ডলেতে যবে তিঁহ রয়
শ্রীল বংশীদাস সাথে ঘটে পরিচয়।
ছড়াগানকারী বেশধারী অতঃপরে
আপনার ভ্রম বুঝি' আইসে মায়াপুরে।
কুলিয়া ও কালনার আরো বহুজন
সঙ্গে নিয়া করিলেন নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীল ভক্তিবিনোদেরে কহিলা আপনি
নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন তিনি।
পরিক্রমা করিবেন নিয়ে দলবল
তবু সেই বাক্য বাক্য রহিল কেবল।
দেহত্যাগ হইল তাঁর সেইত বৎসরে
সাধিতে নারিলা তাহা যা ছিল অন্তরে।
যেই কালে পুরীধামে ছিলেন ঠাকুর
শাস্ত্রের বিচার তিঁহ করিলা প্রচুর।
গোবর্দ্ধনমঠাধীশ নামে তীর্থস্বামী
দুই জনে শাস্ত্রালাপ হৈত দিন যামী।
সমাধিমঠের রামানুজদাসদ্বয়
বাসুদেব দামোদর ঐছে পরিচয়।
জমায়েৎ সম্প্রদায় পাপরিয়া মঠে

জগন্নাথ দাস ছিল অধিকারী বটে।
এমার মঠের আর শ্রীরঘুনন্দন
সবে আসি' করে সাধুশাস্ত্র আলাপন।
আইসে ওঁকার জপি বৃদ্ধ তাপস
রাধাকান্তমঠাধীশ নরোত্তম দাস।
গঙ্গামাতা নামে মঠ সেবক তাহার
পূজারী বিহারীদাস পরিচয় যার।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীমিশ্র সদাশিব
শাস্ত্র আলোচনা করে নাশিতে অশিব।
প্রভুর সবার সাথে ঘটে পরিচয়
সর্ব্বকাল হ'য়ে উঠে হরিকথাময়।
হরি-আলোচনা ছাড়া আন কার্য্য নাই
আন কার্য্য পরিত্যাগ করিলা গোঁসাই।
শ্রীল রামানুজাচার্য্য সম্প্রদায় তাঁর
তাঁর গ্রন্থ (১) এই দেশে না ছিল প্রচার।
সে সম্বন্ধে বহু বহু গবেষণা করি'
সজ্জনের সম্মুখেতে রাখিলেন ধরি'।
তামিল মালয়ালম তেলেগু কানাড়ী
দক্ষিণাপথের মুখ্য এই ভাষা চারি।

১। 'গ্রন্থ'—শ্রীভাষ্য।

মাধ্ব রামানুজীয়ার যত গ্রন্থ আছে
এক এক করি' সব বিচারিলা পাছে।
পণ্ডিত সুন্দরেশ্বর শ্রৌতী মহাশয়
এক মহাসেবা তিঁহ করিল নিশ্চয়।
সংগ্রহ করিয়া যত গ্রন্থ আনি' দিলা
দুই জনে মিলি' তার পাঠ উদ্ধারিলা।
শ্রীনাথ মুনির অতি অদ্ভুত চরিত্র
অন্যান্য সাধুর যত অপরূপ চিত্র।
শ্রীযামুনাচার্য্য আদি করিলা সাক্ষাতে
'সজ্জনতোষণী' (১) নামে পত্রিকার পাতে।
সজ্জনে আনন্দ দিতে 'সজ্জনতোষণী'
পরিপুষ্ট করে দেহ প্রভুর লেখনী।
তবে কতদিনে প্রভু মনঃস্থ করিলা
প্রকাশ করিবে তাঁর আর এক লীলা।
রাজেন্দ্রচন্দ্রশাস্ত্রী রায় বাহাদুর
জ্যোতিষে গণিতে তাঁর আগ্রহ প্রচুর।

---

(১) 'সজ্জনতোষণী' - শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা, তাঁহার অপ্রকটের পর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তাঁহার মধ্যস্থতায় তাঁহার ভবনে
জ্যোতিষের আলোচনা হয় প্রস্তাবনে।
জ্যোতিষে পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী হয়
সমগ্র ভারতে কেহ সমকক্ষ নয়।
প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এক প্রিয় ছাত্র তাঁর
সংস্কৃত কলেজে ল'ন অধ্যাপনা ভার
পৃথিবী বিখ্যাত কোন মনীষী তাঁহার
গণিতে জ্যোতিষে শুনি ঐছে অধিকার,
শিখিতে জ্যোতিষ উচ্চ করিলেন ধার্য্য,
পণ্ডিত করেন তার আচার্য্যের কার্য্য।
প্রভুর বিরুদ্ধে রাখি' দুষ্ট অভিসন্ধি
ঐ পণ্ডিতেরে আনি করে প্রতিদ্বন্দ্বী।
শিষ্যগণ সঙ্গে নিয়া সে পণ্ডিত আইসে,
একাকী যায়েন প্রভু রাজেন্দ্র আবাসে।
সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি করি সিদ্ধান্ত করণ
জ্যোতিষের প্রামাণিক যত গ্রন্থগণ,
প্রভু আলোচনা সব করিলা প্রচুর,
সমস্ত বিরাজ করে কণ্ঠেতে প্রভুর।
বর্ষপ্রবেশে অয়নাংশ সম্বন্ধ
নির্ব্বাচিত হয় তবে বিচার প্রবন্ধ।

তবে দুজনের সেথা হয় সাক্ষাৎকার
শিশুখেলা সম প্রভু করেন বিচার।
দেখিয়া বিস্ময় মানে যত সভাজন,
তথাপি পণ্ডিত বহু করে আস্ফালন।
অধ্যাপক পণ্ডিতের প্রাচীন বয়স,
সকলে সম্মান করে দেশজোড়া যশ।
তবে প্রভু কহিলেন মৃদুমন্দ হাসি'
জ্যোতিষে তোমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র বাসি।
এত বলি' অঙ্ক সব করিয়া সংস্থান।
প্রতিপাদ্য বিষয়ের করিলা প্রমাণ।
সাপক্ষে করিলা যত প্রমাণ উদ্ধার
দেখিয়া সভার লোক মানে চমৎকার।
ঐছে পরাজিত হ'য়ে পণ্ডিত তখন
সভামধ্যে করে বিষ্ঠা মূত্র বিসর্জ্জন।
যৈছে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য দয়াময়
হেলায় খেলায় করে দিগ্বিজয়ী জয়।
আপনারে মানে অদ্বিতীয় শক্তিধর
হেলায় পরাস্ত তারে করে প্রভুবর।
আমার প্রভুর কান্তি দেবতা-নিন্দিত
ন্যগ্রোধমণ্ডল দেহ অতি সুগঠিত।

দেব-মাঝে ইন্দ্র সম বিরাজে সভায়
পণ্ডিত সে সভা হইতে পলায় লজ্জায়।
তবে কতদিনে প্রভু করেন মননে
সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ তীর্থ পর্য্যটনে।
পরবর্ষে পুরী যাই' বহির্গত হ'ন
দক্ষিণাপথের তীর্থ করিতে ভ্রমণ।
সিংহাচল, রাজমান্দ্রী, পেরেম্‌বেদুর,
ত্রিপতি, কাঞ্জিভেরাম গেলেন ঠাকুর।
কুম্ভকোনম্ মাদুরা আর শ্রীরঙ্গম
আর যত তীর্থস্থান করিলা দর্শন।
মহাপ্রভু যৈছে পরিব্রাজকের বেশে
তীর্থ তীর্থী করি' প্রভু ফিরে দেশে দেশে।
রামানুজ সম্প্রদায়ী পেরেম্‌বেদুরে
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এক মিলিলা প্রভুরে।
বৈদিক সন্ন্যাস বিধি তিঁহ সব দিলা
প্রভু কতদিনে মায়াপুরেতে ফিরিলা।
শতকোটি মহামন্ত্র করিতে গ্রহণ
দশ বর্ষ ব্যাপী ব্রত কৈলা আরম্ভন।
হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে
প্রতিদিন তিন লক্ষ করেন কীর্ত্তনে।

অপতিত করে প্রভু তিন লক্ষ নাম
দশ বর্ষ দিনে ব্রত হয় উদ্‌যাপন।
প্রভুর প্রথম শিষ্য রোহিণীকুমার
সেই কালে করিলেন কৃপালাভ তাঁর।
শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর-ভবনে
ভজন-ভবন এক করেন নির্ম্মাণে।
রাধাকুণ্ডতট সেই করেন বিচার
রাধা-কৃষ্ণ নিত্য যেথা করেন বিহার।
তোতার কথিত(১) যেই তের সম্প্রদায়
সেই কালে আপনারা বৈষ্ণব বলায়।
ভজন আনন্দী যত শুদ্ধ ভক্তগণ
আপনার মনে করে নির্জ্জন ভজন।
নাহি চায় আপনারে করিতে প্রকাশ
বৈষ্ণববিদ্বেষিগণে পরম উল্লাস।

---

(১) 'তোতার কথিত' – আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই। সহজিয়া সখীভেকী স্মার্ত্ত জাত গোঁসাই॥ অতিবাড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে এতের'র সঙ্গ নাহি করি॥'—এই বলিয়া নবদ্বীপ সহরের অধিবাসী শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী উপ-সম্প্রদায়সমূহ নিরাস করিয়াছিলেন।

উহাদের কেহ কেহ স্মার্ত্ত নাম ধরে
আচার্য্য-সন্তান কারো উপাধি বাহা'রে,
একত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম করে আক্রমণ
বৈষ্ণবের নামে করে নাসিকা কুঞ্চন।
যতেক আচার্য্যগণে বিশেষ আক্রোশ
বৈষ্ণব নিন্দিয়া বড় লভে পরিতোষ।
পাষণ্ড কপালপোড়া এরা অভাজন
কোন জন্মে অপরাধ না হ'বে খণ্ডন।
শ্রীভক্তিবিনোদ রোগ-লীলায় তখন
শয্যাশায়ী রহি করেন দিবস যাপন।
প্রভু তবে তাঁর মনোঽভীষ্ট অনুসারে
বৈষ্ণবমহিমা কিছু যায়েন প্রচারে।
মেদিনীপুরেতে হয় 'বালিঘাই' গ্রাম
সেই গ্রামে হয় এক সভা অনুষ্ঠান।
সভাপতি সুপণ্ডিত বহুশাস্ত্রদর্শী
বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী যশস্বী।
বৃন্দাবনবাসী মধুসূদন গোস্বামী
সার্ব্বভৌম বলি' যা'র পরিচয় জানি;
তাঁর অনুরোধে প্রভু "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"
তারতম্য বিচারিয়া দেখান বৈভব।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ করিয়া খণ্ডন
বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রভু করিলা স্থাপন।
ব্রাহ্মণের জন্ম লাভ বহু পুণ্য ফলে
বৈষ্ণব হয়েন শুধু সুকৃতির বলে।
বৈষ্ণব হইতে নারে না হই' ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাহি হয় সর্ব্বজন।
তবে নবদ্বীপে প্রভু বড় আখড়ায়
গৌরমন্ত্রসম্বন্ধীয় মহতী সভায়,
অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত বেদতত্ত্বসার
শ্রীচৈতন্যোপনিষদ প্রামাণ্য সবার,
ঐছে আরো বহু বহু শাস্ত্রের প্রমাণে
গৌরমন্ত্র-নিত্যত্বের করিলা স্থাপনে।
কাশীমবাজারে এক সম্মিলনী হয়
আমন্ত্রিত হ'য়ে প্রভু করেন বিজয়।
লোকরঞ্জনের চেষ্টা করে সর্ব্বজন
নিরপেক্ষ ভক্তিতত্ত্ব না করি' কীর্ত্তন।
দেখিয়া প্রভুর মনে দুঃখ হৈল ভারি
ক্রমে ক্রমে উপবাসী রহে দিন চারি।

তথাপি না দেখি' কিছু সুফল তাহার
ফিরেন শ্রীমায়াপুরে বাণী অবতার (১)।
পরে ভক্তগণসঙ্গে যা'ন যাজিগ্রাম
কাটোয়া শ্রীখণ্ড আদি গৌরপ্রিয়স্থান।
চাখন্দি আঁকাইহাট দাঁইহাট আর
করেন ঝামটপুরে কীর্ত্তন প্রচার।
গৌরপারিষদ-লীলাস্থান পর্য্যটন
শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব পুনঃ প্রবর্ত্তন।
'ভাগবতযন্ত্রালয়' স্থাপন তৎপরে
চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশের তরে।
অনুভাষ্য করে তার সহজ সুন্দর
টীকার সহিত গীতা প্রকাশ তৎপর।
গৌরকৃষ্ণোদয় আদি হরিগৌরলীলা
দুষ্প্রাপ্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিলা।
তেরশ একুশ সাল আষাঢ় নবম
শ্রীভক্তিবিনোদ করেন লীলা সম্বরণ।

---

(১) 'বাণী অবতার'—সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুপাদরূপে অবতীর্ণ।

ভাগবতযন্ত্র তবে আনি' মায়াপুরে
শ্রীব্রজপত্তনে প্রভু সংস্থাপন করে।
পরবর্ষে অনুভাষ্য সমাপ্ত হইল
সংখ্যা নাহি আরো কত গ্রন্থ প্রকাশিল।
সজ্জনতোষণী নিজে করে সম্পাদন
ভাগবতযন্ত্র কৃষ্ণনগরে স্থাপন।
উত্থান একাদশী পর বর্ষেতে আসিলা
শ্রীগৌরকিশোর (১) করেন অপ্রকটলীলা।
সংস্কারদীপিকা (২) যৈছে করিলা বিধান
শ্রীপ্রভু করেন তাঁর সমাধি প্রদান।
আর কিছু দিন যায় গ্রন্থাদি-প্রকাশে
সন্ন্যাস করিতে প্রভু তবে মনে বাসে।
তেরশ চব্বিশ সালে গৌরজন্মদিনে
বৈদিক বিচারে করেন সন্ন্যাসগ্রহণে।

---

(১)'গৌরকিশোর'—পরমহংসকুলচূড়ামণি বিরক্ত বিবিক্তানন্দী বাবাজী মহারাজ, সিদ্ধমহাপুরুষ। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিরোভাব খৃষ্টাব্দ ১৯১৫।

(২)'সংস্কার দীপিকা'—ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্গোপালভট্টগোস্বামি-প্রণীত সন্ন্যাসিগণের পালনার্থ স্মৃতিবিধানগ্রন্থ।

বিশ্বব্যাপী প্রচারের সেই পূর্ব্বাভাস
শ্রীচৈতন্যমঠ বিশ্বে করিলা প্রকাশ।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সহ আচার্য্য-ভবনে (১)
শ্রীরাধাগোবিন্দসেবা করেন স্থাপনে।
মধ্যলীলা-সূত্র হেথা হৈল সম্বরণ
শ্রীশ্রীসরস্বতী জয় বল ভক্তগণ।

ইতি 'শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়' গ্রন্থে মধ্যলীলাসূত্রাত্মক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'আচার্য্যভবন'—শ্রীশ্রীনিমাঞি এর মাতৃষ্বস্পতি শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন। এখানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণলীলা নাটকাভিনয় করায় ইহার নাম ব্রজপত্তন হইয়াছিল। এখন এই স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ত্য-লীলার সূত্র বর্ণন

"পাষণ্ডদলন-প্রেমদান-কার্য্যদ্বয়ব্রতী।
শ্রীনিত্যানন্দনির্ভিন্নতন্নুরাচার্য্যকোবিদঃ॥
সদ্‌গুণকরুণাসিন্ধুঃ যঃ প্রপঞ্চেঽপ্রকাশিতঃ।
অনর্পিতচরীং ভক্তিং প্রদদৌ শ্রীমহাপ্রভোঃ॥
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুঃ স মে।
চিত্তমধিষ্ঠিতঃ সেবাসৌভাগ্যং প্রদদাতু হি॥"*

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী
জয় বৃন্দাবনধাম যত গোপনারী।

---

*যিনি পাষণ্ডদলন (হরিভক্তিবিরোধিজনগণের শাসন ও প্রেমদান, এই দুইটী কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাক্ষাৎ অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ, যিনি অশেষ শাস্ত্রপারংগত আচার্য্যবর, যিনি সদ্‌গুণাবলীর ও করুণার সমুদ্রবিশেষ-রূপে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ও তৎপূর্ব্বে অপ্রচারিত প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমার প্রভু সেই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে তচ্চরণ-সেবার সৌভাগ্য প্রদান করুন।

ললিতা বিশাখা জয় অষ্ট মুখ্যা সখী
রাধা-কৃষ্ণ-বিলাসের সেবাসুখে সুখী।
জয় রাধাকুণ্ড জয় গিরি গোবর্দ্ধন
কদম্ব তমাল তাল কেলি-কুঞ্জ-বন।
জয় নন্দগ্রাম, জয় বর্ষাণ নগর
জয় যশোমতী জয় নন্দ গোপবর।
জয় শ্রীদামাদি করি' যত সখাগণ
যাহাদের প্রীতিবদ্ধ দেবকীনন্দন।
জয় শ্রীযমুনা, জয় মোহন মুরলী
জয় শ্রীমথুরাপুরী কংসনাশস্থলী।
শ্রীব্রজপত্তন জয়, জয় মায়াপুর।
যাঁহা আবির্ভাব হয় শ্রীমহাপ্রভুর।
নিত্যানন্দাদ্বৈত জয় জয় শ্রীনিবাস
জয় গদাধর পঞ্চতত্ত্ব পরকাশ (১)।
জয় মহাযোগপীঠ (২) নিম্ববৃক্ষতল।
জয় গঙ্গা সরস্বতী গৌরকুণ্ডজল।

---

(১) 'পঞ্চতত্ত্ব পরকাশ'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবাস অঙ্গনে এক সভায় সমবেতভাবে প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

(২) 'মহাযোগপীঠ'—শ্রীগৌরজন্মভিটায় নিম্ববৃক্ষতল, যেখানে তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয় শচী ঈশমাতা জয় জগন্নাথ
শ্রীশচীনন্দন জয় বিষ্ণুপ্রিয়া সাথ।
যতেক গোস্বামী জয় মহান্ত সকল
জয় সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীগৌর-সম্বল।
জয় গৌর-বাণী-মূর্ত্তি শ্রীল সরস্বতী
স্বয়ম্ভূর মত যিঁহ সর্ব্ব কালে যতি (১)।
নিস্তার করিতে যত ভোগমত্ত জন
আপনে সন্ন্যাসিবেষ করিলা গ্রহণ।
জয় তাঁর প্রেষ্ঠ (২), জয় সেবকসকল
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী (৩) যাঁরা চরিত্র নির্ম্মল।

---

(১) 'সর্ব্বকালে যতি'—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অবস্থায় সন্ন্যাসলীলার আবিষ্কারক।

(২) 'তাঁর প্রেষ্ঠ'—তাঁহার প্রিয়তম সেবক। ইঁহার নাম গৃহস্থাশ্রমে ছিল শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন আচার্য্যত্রিক, সকলের নিকট ইনি "কুঞ্জদা" বলিয়া পরিচিত। এখন সন্ন্যাস লইয়া তিনি 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ-ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ' এই নামে খ্যাত।

(৩) 'ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী'—প্রাচীন বৈদিক সন্ন্যাসীর অনুসরণে যাঁহারা কায়, মন ও বাক্যবেগদমনের স্মারক তিনটী দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বর্ণনা আছে।

বানপ্রস্থ গৃহস্থ কি শুদ্ধ ব্রহ্মচারী
জয় জয় জয় শুদ্ধ-ভক্তি অধিকারী।
জয় চতুঃষষ্টি তাঁর শুদ্ধ ভক্তিমঠ
হরি-সেবা-প্রতিষ্ঠান জগতে প্রকট।
জয় জয় কীর্ত্তনাঙ্গ চারি মুদ্রাযন্ত্র
গৌর-বাণী-প্রচারের বৃহৎ মৃদঙ্গ (১)।
'সজ্জনতোষণী' জয় 'গৌড়ীয়' 'কীর্ত্তন'
'ভাগবত' 'পরমার্থী' গৌড়ীয়া-জীবন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গণে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তদনুসরণে তাঁহার গণে এই সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

(১) 'বৃহৎমৃদঙ্গ'—মৃদঙ্গ (খোল)-সহযোগে যেমন হরি-কীর্ত্তন মুখে ভগবন্নামরূপগুণলীলা অল্পাকারে প্রচার করা যায়, মুদ্রাযন্ত্ররূপ 'বৃহৎমৃদঙ্গ' যোগে টীকাসহ গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রণয়ন এবং সাময়িক পত্র প্রকাশমুখে বিপুলভাবে ঐ সকল প্রচারের সুযোগ হয়। শ্রীশ্রী-প্রভুপাদ কলিকাতায় 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', কৃষ্ণ-নগরে 'শ্রীভাগবত প্রেস', শ্রীমায়াপুরে 'নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' ও কটকে 'পরমার্থী প্রেস' স্থাপন করিয়া হরিকথা প্রচারের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন।

জয় গৌরবার্ত্তাবহ 'নদীয়া-প্রকাশ'
যার সঙ্গ সজ্জনেরা সদা করে আশ।
তবে শ্রীল সরস্বতী সন্ন্যাসীর বেষে
হরিকথা প্রচারিয়া ফিরেন দেশে দেশে।
দৌলতপুরে যান কৃষ্ণনগর হ'তে
সাউরী ও কূয়ামারা যান পুরী-পথে।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখি' রেমুণায়
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু বালেশ্বর যায়।
বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত পথেতে চলিলা
'শিক্ষাষ্টক' ব্যাখ্যা করি' তাহা বুঝাইলা।
গৌরশ্যাম আদি করি' যতেক সজ্জন
প্রভুরে করেন সবে মহাভিনন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র কটকবাসী হয়
তার প্রার্থনায় প্রভু তথায় বৈসয়।
দিন কয় হরিকথা করিয়া প্রচার
পুরী অভিমুখে যান বাণী-অবতার।
'ভক্তিকুঠী' স্বর্গদ্বারে করি' অবস্থান
প্রতি দিন পরিক্রমা শ্রীপুরুষোত্তম।
সবিশেষ নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বিচারণ
করিলেন প্রতীপের জিহ্বা স্তম্ভন।

শ্রীমন্দিরে বসি' করেন স্তবাদি রচন
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ মানসে স্থাপন।
পরে যাহা প্রকাশ হইল মন্দারেতে,
'কানাইরনাটশালা' বৃন্দাবন-পথে।
যাজপুর, কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচলে আর
কভূর, মঙ্গলগিরি মঙ্গল আধার।
ধন্য ছত্রভোগ গ্রাম এই অষ্টস্থানে
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ করিলা স্থাপনে।
পরে কলিকাতা ফিরি' গৌরপ্রেষ্ঠ জন
স্থাপন করেন ভক্তিবিনোদ-আসন।
যশোহর খুলনায় করিয়া প্রচার
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা পুনর্ব্বার,
ভক্তিবিনোদ-আসনেতে করেন প্রকট
অভক্ত পাষণ্ডদলে গণিল সঙ্কট।
'স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' গোদ্রুমেতে পরে
শ্রীভক্তিবিনোদ-অর্চ্চা প্রকাশিত করে।
সেইত বর্ষেতে ভক্তিবিনোদ-আসনে
মাসব্যাপী মহোৎসব করেন প্রবর্ত্তনে।
তবে পূর্ব্ববঙ্গে প্রভু করেন বিজয়
সেই বর্ষে সভা এক হয় কুমিল্লায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সম্পাদক
শুদ্ধ বিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্থক্য যে সব,
শুদ্ধ বৈষ্ণবের যৈছে হবে ব্যবহার
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা করেন প্রচার।
সেই বর্ষে ভগবতী মাতা ঠাকুরাণী
বিনোদ-বিরহ ষষ্ঠবর্ষ পূর্ণ জানি',
অপ্রকটতিথিপূজা করি' সমাপন
চিদানন্দময়-নিত্যধাম-প্রাপ্ত হন।
তবে মাসদ্বয়ে ভক্তিবিনোদ-আসনে
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসহ করেন স্থাপনে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ অর্চ্চা সর্ব্বচিত্তহর,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বে প্রকাশ তৎপর।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হয় শুদ্ধ সজ্জারাম
ইষ্টগোষ্ঠী করি' ভক্তে যথায় বিশ্রাম।
পরে 'মঞ্জুষা' সে সার্ব্বভৌম বিশ্বকোষ
সঙ্কলন করেন যাহে বৈষ্ণবে সন্তোষ।
শ্রীল ভক্তিবিনোদের ইচ্ছা অনুসারে
পূর্ব্বে পুরীধামে কিছু সঙ্কলন করে।
শ্রীযুত শিশির ঘোষ—অনুরোধে তাঁ'র—
সম্পূর্ণ করিতে মনে করেন বিচার।

দক্ষিণ ভারত আর শ্রীপুরুষোত্তম
গৌড়মণ্ডলেতে স্বয়ং করেন পর্য্যটন।
খণ্ডদ্বয় সঙ্কলন সমাপন ক'রে
কাশীমবাজারে যান আনুকূল্য তরে।
আপনি করিতে পারেন অসাধ্য সাধন
পরগৃহে যেতে কিছু নাহি প্রয়োজন।
তবুহ বৈষ্ণব যৈছে পরগৃহে যায়
গৃহব্রত মনে করে ভিক্ষার আশায়।
অজ্ঞাত সুকৃতি কিছু না হ'লে সঞ্চার
আর কোন্ পুণ্যে জীব হইবে উদ্ধার।
কর্ম্মার্জ্জিত ফল পুণ্যে স্বর্গলাভ হয়
পুণ্যফলে কোন কালে ভক্তি লভ্য নয়।
গৃহে গৃহে সুকৃতির করিয়া সংস্থান
আনুকূল্য চাহি চাহি প্রভু মোর যান।
মহারাজা আনুকূল্য করিলে স্বীকার
প্রভু বাহিরিলা কিছু করিতে প্রচার।
গৌরপারিষদ স্থানে যান নিষ্ঠা করি'
সৈদাবাদ, নোয়াল্লিশপাড়া ও খেতরি।
ঐছে আছে যত যত ভক্তলীলাস্থান
সর্ব্বত্র আনিলা মহা হরিকথা বান;

সেই বানে ভাসাইলা সর্ব্বগ্রাম দেশ
কুটীরে ধনীর সৌধে করিল প্রবেশ।
সেই ভক্তি-বান সর্ব্ব-চিত্ত-সিক্ত-কারী
বিষয় ছাড়িয়া কত আইসে গৃহ ছাড়ি'।
ভুবনপাবনপদে লয়েত আশ্রয়
এই মত যেথা প্রভু করেন বিজয়।
ভক্তির বৈভব বিশ্বে করিতে প্রকাশ
এক সেবকেরে তবে দিলেন সন্ন্যাস।
কৃপাময় প্রভু তারে প্রসন্ন হইলা
তীর্থস্বামী করি নাম তাহার থুইলা
গৌরজন্মোৎসব আইসে কতদিনে আর
নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ পরচার।
দ্বাদশ-তরঙ্গ 'ভক্তিরত্নাকরে' কয়
গঙ্গার পশ্চিম-পূর্ব্ব-তীরে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়,
শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ-চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।
অন্তর্দ্বীপ মধ্যস্থলে ধাম মায়াপুর
পদ্মকোষ সম যার বর্ণনা প্রচুর।

চারিপাশে অষ্টদ্বীপ যৈছে অষ্টদল
নবদ্বীপ যৈছে পূর্ণ প্রফুল্ল কমল।
গৌরজন্মভিটা যাঁহা মহাযোগপীঠ
যেই স্থান দরশনে ভক্তজনে প্রীত।
আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র সেই স্থান হ'তে
পরিক্রমা আরম্ভন হ'ল বিধিমতে।
শ্রীগৌরপঞ্চমী তিথি গোবিন্দ শ্রীধর (১)
অধিবাস-কীর্ত্তনেতে হইলা তৎপর।
চতুর্দ্দিক হ'তে যোগ দিলা ভক্তসব
শ্রীচৈতন্যমঠে হয় মহামহোৎসব।
পরস্পরে দেখি' সর্ব্ব জনে হর্ষ হৈল
রামানুজ-আবির্ভাব-তিথি রক্ষা কৈল।
প্রাতঃকালে বাহিরায় মহাসংকীর্ত্তন
লোকের সঙ্ঘট্ট কত না যায় কথন।
কেহ নাচে কেহ গায় সবার উল্লাস
অবৈষ্ণব জন সবে গণিলেক ত্রাস।
কত যে মৃদঙ্গ বাজে সংখ্যা নাহি তার
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।

---

(১) গোবিন্দ শ্রীধর—ফাল্গুনী শুক্লা পঞ্চমী।

পত পত শত শত উড়য়ে নিশান
গিরিধারী অগ্রে করি' পরিক্রমা যান।
যোগপীঠে মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব হেরি'
মহাসঙ্কীর্ত্তন করে শ্রীমন্দির ঘিরি'।।
অদ্বৈতভবনে যান শ্রীবাস-অঙ্গন
খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলি' যাহার বর্ণন।
উত্তরে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন
যাঁহা শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীব্রজপত্তন।
মহাপ্রভু করে যথা নাটকাভিনয়
প্রৌঢ়মায়া, ক্ষেত্রপাল-বৃদ্ধশিবালয়।
যাঁহা শ্রীমন্দির রম্য ঊনত্রিশ চূড়
শ্রীগৌরবিনোদপ্রাণ বিগ্রহ সুন্দর
গর্ভমন্দিরের চারি পার্শ্বে কক্ষ চারি
আচার্য্যগণের অর্চ্চা রাখিলা বিচারি'।
স্ব-সেব্যবিগ্রহ সহ চারি আচার্য্যের
তখন প্রকাশ লোকে না হৈল সবের।
প্রভু বিস্তারিয়া সব করিলা বর্ণনে
শুনি' হরষিত হৈল সর্ব্ব ভক্তগণে।
তবে নিজ ঘাটে গেলা মাধা'য়ের ঘাট
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বারকোণা ঘাট।

পঞ্চশিবালয় স্থান করিলা ভ্রমণ
কীর্ত্তন-বিশ্রাম-স্থান শ্রীধরঅঙ্গন।
শতছিদ্র লৌহপাত্রে করি' জলপান
শ্রীগৌর বাড়ান যেথা ভক্তের সম্মান।
কাজির সমাধি গেলা বামনপুকুরে
মহাপ্রভু মামা বলি ডাকিলা যাহারে।
চারিশত বৎসরের অতি পুরাতন
গোলোক চম্পক বৃক্ষ যেথা বিদ্যমান।
মুরারি গুপ্তের গৃহ পরিক্রমা করি'
শ্রীচৈতন্যমঠে সবে আসিলেন ফিরি'।
শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরদিন
মহাসঙ্কীর্ত্তন সহ করে প্রদক্ষিণ।
শ্রীপার্ব্বতী দেবী হেথা গৌরপদধূলি
অতি যত্ন করি নিলা সীমন্তেতে তুলি'।
শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হইল তাহার
কাল-ধর্ম্মে সিমুলিয়া এবে পরচার।
পরে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য হয়,
চলিত ভাষায় গাদিগাছা যারে কয়।
বসয়ে সুরভি গাভী তথা দ্রুমতল
যেথা ভক্তিবিনোদের ভজনের স্থল।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ গোদ্রুম প্রচার
পরিক্রমা করে পরে সুবর্ণবিহার।
যেথায় বসিত পূর্ব্বে বুদ্ধিমন্ত খান (১)
পরে শ্রীনৃসিংহপল্লী দে-পাড়ায় যান।
মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা চতুর্থ দিবস
সপ্তর্ষি শ্রীগৌরে যথা করিলেন বশ।
মধ্যাহ্ন সময়ে শতসূর্য্যপ্রভাসম
পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌর দিলেন দর্শন।
যাহা হইতে এ দ্বীপের মধ্যদ্বীপ নাম
মাঝদিয়া বলি আজো আছে বিদ্যমান।
পঞ্চম দিনেতে যান সহর কুলিয়া
উচ্চ সংকীর্ত্তন ফিরে বুলিয়া বুলিয়া।
পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ যার নাম
অপরাধভঞ্জনের পাট বিদ্যমান।

---

(১) 'বুদ্ধিমন্তখান'—ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত, অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্ব জন্মে সত্যযুগে সুবর্ণবিহারে রাজা সুবর্ণসেন নামে রাজত্ব করিতেন। দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে ইনি গৌরভক্ত হন। তখন দৈববাণী হয় যে, তিনি শ্রীগৌরের পার্ষদরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন।

তার পরদিনে ঋতুদ্বীপ অর্চ্চনাখ্য
যাঁহা গৌর-গদাধর যুগল আলেখ্য,
চারিশত বর্ষাধিক আছে বিদ্যমান
দ্বিজ বাণীনাথ যাহা করিলা স্থাপন।
বন্দনাখ্যজহ্নুদ্বীপ দিবস সপ্তমে
পরিক্রমা ভক্তগণ করিলেন ক্রমে।
জহ্নুর তপস্যাস্থান খ্যাত জান্নগর
হেথা যারে দেখা দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।
দাস্যাখ্য দ্বীপের যেই মোদদ্রুম নাম
অষ্টম দিবসে গেলা মামগাছি গ্রাম।
পরিক্রমা করে যথা বৃন্দাবন দাস
চৈতন্যলীলার ব্যাস করিতেন বাস।
সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপ নবম দিবসে
গৌরপূজা করে যাঁহা রুদ্র একাদশে।
সম্প্রতি গঙ্গার পূর্ব্বে হয় অবস্থিতি
যজন এ নবদ্বীপে নববিধা ভক্তি।
শ্রবণ, কীর্ত্তন আর শ্রীহরিস্মরণ,
তবে পাদসম্বাহন, অর্চ্চন, বন্দন,
ভক্তি-অঙ্গ দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—
ক্ষেত্র পরিক্রমা করে সর্ব্বভক্তগণ।

পরে মায়াপুরে ফিরি আ'সে ভক্তসব
গৌরজন্মদিনে হয় মহামহোৎসব।
উৎসবান্তে গৃহস্থেরা কেহ গৃহে গেলা
কেহ বানপ্রস্থ লই' তথাই রহিলা।
যার যা আছিল দোষ সব হৈল গুণে
প্রভুর নিকটে সবে হরি-কথা শুনে।
প্রভুই যোগ্যতা তবে করিয়া বিচার
জনে জনে উপযুক্ত দেন সেবা-ভার।
অপরাধ ত্যজি' যত সেবাকার্য্য করে
হৃদয় নির্ম্মল হয় আর্ত্তি অনুসারে।
যৈছে কাংস্য স্বর্ণ হয় কৈলে রসায়ন
দীক্ষা-বিধানেতে বিপ্র হয় সর্ব্বজন ;
বিনীত শিষ্যেরে করেন সংস্কার প্রদান
অবিদ্যা-বিনাশ যাতে, লাভ দিব্যজ্ঞান।
অধিকারী হৈলে করে মন্ত্রার্থ নির্দ্দেশ,
ব্রহ্মচারী রহে কেহ কেহ নেয় বেষ।
সেবা-অনুসারে তবে যোগ্যতা বাড়য়,
লঘু বস্তু তাঁর কৃপা পাইলে গুরু হয়।
তবু 'তৃণাদপি ক্ষুদ্র' মানেন আপনে,
আপনি না বৈসে কভু গুরুর আসনে।

প্রভুর মাহাত্ম্য করে সর্ব্বত্র প্রচার
তবে তার সেবা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
গুরুকৃপাশক্ত্যে যেই না করি' বিশ্বাস
স্বেচ্ছাতন্ত্রে চলে তার হয় সর্বনাশ।
আপনাকে মানে গুরু হৈতে শক্তিধর
আপনে বসিতে চায় গুরুর উপর,
সে অসৎসঙ্গ ত্যাগ সর্ব্বথা করিবে
সেই মূর্খে কোনরূপ সম্মান না দিবে;
তাহার সঙ্গীর সঙ্গ করিবে বর্জ্জন
পাষণ্ডীর না করিবে মুখ দরশন।
তবে সরস্বতীকৃপা যদি লভ্য হয়,
থাকিলে সুকৃতি বহু ভক্তিফলোদয়।
আমি সে অধম মোর না হইল জ্ঞান,
কপালের দোষে শুধু হইল হস্তিস্নান।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা করি' প্রবর্ত্তন
বিশেষ প্রচারে প্রভু দিলা তবে মন।
সমস্ত ভারত তবে ভ্রমিয়া ফিরিলা,
স্থানে স্থানে মঠ আদি স্থাপন করিলা।
পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা গিয়া করিলা প্রচার,
"জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ব্যাখ্যা ত্রিংশ প্রকার।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ করিলা স্থাপন,
পরে পুরী যাই করে 'গুণ্ডিচা-মার্জ্জন'।
প্রবর্ত্তন করে সেথা নিয়ে ভক্ত সব
শ্রীভক্তিবিনোদ-অপ্রকটমহোৎসব।
আর কিছু দিনে হয় 'গৌড়ীয়' প্রচার,
ভক্তিগ্রন্থ আদি কত সংখ্যা নাহি তার।
শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা অতঃপরে,
পরবিদ্যাপীঠ আদি সংস্থাপন করে।
শ্রীচৈতন্যমঠে তবে বিগ্রহ স্থাপন,
পশ্চিম ভারত সারা করেন ভ্রমণ।
লক্ষ্ণৌ, কানপুর, জয়পুর আর
গল্‌তা, সালিমাবাদ গেলেন পুষ্কর।
আজমীর, দ্বারকা ও শ্রীসুদামাপুরী
গির্ণার পর্ব্বত গেলা প্রভাসনগরী।
অবন্তী হইয়া আইসে মথুরামণ্ডল
ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুক্ষেত্র ভ্রমিলা সকল।
শ্রীনৈমিষারণ্যে পরে করিয়া প্রচার
শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভু ফিরিলা আবার।
আপনি বা দিলা কত প্রচারক দ্বারে
বিলাইল হরিকথা-সুধা যারে তারে।

রম্য এক শ্রীমন্দির করিতে নির্ম্মাণ
গঙ্গাতীরে বাণীহট্টে ভিত্তি সংস্থাপন।
'জে বি ডি' বলিয়া যারে সর্ব্বলোকে জানে
শ্রীভক্তিরঞ্জন ভূমি দিলা সেইখানে।
শ্রেষ্ঠ্যার্য্য বলিয়া যাঁ'র বৈষ্ণব সম্মান,
সর্ব্বস্ব প্রভুরে তিঁহ করিল অর্পণ।
যথাকালে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ হইল,
শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেবা প্রকাশ করিল।
আরব্ধ হইলে শেষ শ্রীভক্তিরঞ্জন
তবে নিত্যধামে তিঁহ করিলা গমন।
য়ুরোপে প্রচার তরে স্বামী তীর্থ, বন
সচ্চিদানন্দের সহ করেন প্রেরণ।
সূর্য্য উপরাগে প্রভু কুরুক্ষেত্র গিয়া
হইলেন বিপ্রলম্ভবিভাবিত হিয়া।
মাথুর বিরহ গোপীভাবে অনুক্ষণ
শ্রীচৈতন্যবাণী তিঁহ করেন কীর্ত্তন।
পরমার্থ-তত্ত্ব লোকে করিতে জ্ঞাপন,
এক প্রদর্শনী তথা কৈলা উদ্ঘাটন;
ঐছে প্রদর্শনী সব পরে আরো হইল
গণ-বোধ্য করি' তত্ত্ব প্রচার করিল।

কানায়ের নাটশালা আদি অষ্টস্থানে
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ পরে ত স্থাপনে।
এই লীলা সূত্র সব কহনে না যায়,
করিলা কার্ত্তিকব্রত গিয়া মথুরায়।
শত শত হিয়া মাঝে ভক্তিদীপ জ্বালে
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যথাকালে।
পরবর্ষে রাধাকুণ্ডে মাসাধিক ধরি'
ফিরিলা কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করি'।
তবেত দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাবদিনে
দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ করেন স্থাপনে।
কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রকাশ হইল
কীর্ত্তন শতাহব্যাপী উৎকলে করিল।
সেই বর্ষে করিবেন লীলা সংগোপন
বালিয়াটি, দার্জ্জিলিং, বগুড়া ভ্রমণ।
শ্রীপুরুষোত্তম মাস যাপি' বৃন্দাবনে
এ' মাস-মাহাত্ম্য তবে করেন জ্ঞাপনে।
কিছু দিনে মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে
ত্রিদণ্ডী শ্রীরূপ পুরী লভিলা নির্য্যাণে।
গিরি গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক পর্ব্বতে
শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-কথিত মন্ত্রেতে।

গোবর্দ্ধনপূজা আর মাধ্বজন্মোৎসব
অনুষ্ঠান যথাবিধি করিলেন সব।
শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-দিনে
বিরহ উৎসব তিঁহ করে সম্পাদনে।
শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ কহিলা যেমন
কয়েকটি বাক্য সদা করেন উচ্চারণ।
"গোবর্দ্ধন! পূর্ণ মোর কর অভিলাষ
নিজের নিকটে কুণ্ডতটে দেহ বাস।"
তবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিলা গোঁসাই
অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন সদাই।
তবে অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কার দিনে
যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করে ভক্তগণে।
যেবা সন্নিকটে আছে, যেবা দূর দেশে,
আশীর্ব্বাদ সকলেরে করেন সবিশেষে।
ভক্তগণে হেরি প্রভু বলে বার বার
"রূপ-রঘুনাথ-বাণী করিহ প্রচার।
ভাগবতরত্নে * সবে সম্মান করিবে
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হ'তে বিরত রহিবে।

---

* 'ভাগবতরত্ন'—আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন। ইনি এখন

একত্র মিলিয়া সবে রহ এক ঠাঁই
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিনা অন্য গতি নাই।"
ভাগবতরত্নে প্রভু যাবৎ জীবনে
আদেশ করেন সর্ব্ব কার্য্য নির্ব্বাহণে।
অন্য শিষ্যগণে দিয়া যথা-যোগ্য ভার
করিলেন অপ্রকট লীলা আবিষ্কার।
গুরুবার তেরশত তেতাল্লিশ সনে
কৃষ্ণা চতুর্থীর অন্তে নিশা-শেষ-যামে।
ঐছে ন্যস্ত করি' তাঁর সকৃপ আদেশ
নিশান্তলীলায় যিহ করিলা প্রবেশ,
সেই সরস্বতী কৃপা করিয়া বাঞ্ছন
'শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়' বল ভক্তগণ।

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী-বিজয়-গ্রন্থে অন্ত্য লীলার
সূত্রনামা তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস তীর্থ নামে পরিচিত এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের সভাপতি ও আচার্য্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-প্রসঙ্গ

"নমোঽস্তু যুক্তবৈরাগ্যদৃষ্টান্তস্থাপকায় হি।
শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরায় গোস্বামিবর্য্যনামিনে॥
শ্রীরাধায়া মহাভাবযোগেনাকৃষ্টমানসঃ।
বিপ্রলম্ভরসেনায়ং মূর্ত্তসেবাসুবিগ্রহঃ॥
অচিদ্ভোগবিরক্তো হি চিদ্বিলাসে সদা রতঃ।
নিরপেক্ষঃ সুগম্ভীরঃ পার্ষদোঽয়ং হরেঃ বরঃ॥
আদর্শমীদৃশং ভক্তং সঙ্গার্থমবৃণোৎ প্রভুঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গুরুর্হি মে॥" *

---

*পরমহংসকুলাগ্রগণ্য যুক্তবৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, গোস্বামিশ্রেষ্ঠ নামে পরিচিত শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুপদে আমার প্রণাম। তিনি শ্রীরাধার মহাভাবযোগে আকৃষ্টচিত্ত ও বিপ্রলম্ভ (শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ) রসে পরিভাবিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিময় বিগ্রহ। আর তিনি অচিৎ-জড়ীয়-ভোগবিহীন বিরক্ত পুরুষ ও সর্ব্বদা চিদ্‌বিলাসমত্ত, নিরপেক্ষ, হরিকথা ব্যতীত অন্য চর্চ্চাশূন্য, সুগম্ভীর ও সদ্‌বৈষ্ণব ভগবৎপার্ষদ ভক্তপ্রবর। আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু এইরূপ আদর্শ ভক্তকে সঙ্গলাভজন্য (গুরুরূপে) বরণ করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস
বাবাজী মহারাজ

জয় শ্রীবিনোদপ্রাণ শ্রীবিনোদানন্দ
বিনোদমাধব জয় শ্রীবিনোদকান্ত।
জয় শ্রীবিনোদনাথ বিনোদকিশোর
শ্রীশ্রীগোপীগোপীনাথ রাধাদামোদর।
শ্রীবিনোদরাম জয় বিনোদরমণ
বিনোদবিনোদ জয় ভক্তপ্রাণধন।
বিনোদগোবিন্দানন্দ বিনোদবিলাস
সরস্বতীপ্রকাশিত অর্চ্চা ত্রয়োদশ।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী যথায় প্রকট
শ্রীচৈতন্য আদি করি জয় সর্ব্বমঠ।
জয় অধোক্ষজ অর্চ্চা স্বয়ং প্রকাশিত
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভুবনবিদিত।
সূত্রে সরস্বতী-লীলা করিল কীর্ত্তন
সম্পূর্ণ না কহা যায় দিগ্‌দরশন।
অহৈতুকী কৃপা যদি হয়েত তাঁহার
কোন কোন লীলা পিছে করিব বিস্তার।
গুরুর গুরু 'পরমগুরু' সংজ্ঞা তাঁর
আমার পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর।
পরম গুরুর কথা কিছু আলোচনা
সম্প্রতি করিতে মনে আছয়ে বাসনা।

যা শুনিলু প্রভুমুখে বলি কিছু তার
বৈষ্ণব-আজ্ঞায় নাহি মানি অধিকার।
আমার যোগ্যতা আমি জানি ভাল মতে
হইয়া অযোগ্য চাহি তথাপি কহিতে।
মোর শক্তি কিছু নাই তবে যাহা হয়
কিছু তার সরস্বতীকৃপা ছাড়া নয়।
আত্মশোধনের তরে এই অকিঞ্চন
থাকিলে সুকৃতি কিছু হইবে পূরণ।
ফরিদপুরেতে পদ্মাতীরে আছে গ্রাম
টেপাখোলা সন্নিকটে নামে 'বাগ যান
ন্যূনাধিক শতবর্ষ হইল বিগত
শস্য ব্যবসায়ী বৈশ্য কুলে আবির্ভূত।
যে যে কালে ইচ্ছা করে বৈষ্ণব যেথায়
যথা স্থানে আবির্ভূত হয়েন স্বেচ্ছায়।*
বিভীষণ আবির্ভূত রাক্ষসের ঘরে
মারুতিনন্দন পশুকুল ধন্য করে।
প্রহ্লাদের আবির্ভাব দৈত্যগৃহে হয়
বিদুর হয়েন এক দাসীর তনয়।

---

*যস্য তস্য কুলে জাত গুণবানেব তৈ র্গুণৈঃ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥
পদ্মপুরাণ।

তৈছে বৈশ্যকুলে আবির্ভূত বংশীদাস
ঊনত্রিংশ বর্ষ তিঁহ কৈল গৃহবাস।
দার পরিগ্রহ কৈলা শস্য-ব্যবসায়
পত্নীবিয়োগান্তে তিঁহ গৃহ ছাড়ি' যায়।
শ্রীল জগন্নাথদাস—বেষশিষ্য তাঁর
ভাগবত দাস দেন কৌপীন তাঁহার।
বেষগ্রহণান্তে নাম শ্রীগৌরকিশোর
গৌড়ীয়গণেরে তাঁর করুণা প্রচুর।
ত্রিংশ বর্ষ রহে গিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে
মধ্যে মধ্যে তীর্থ সব ভ্রমে কুতূহলে।
প্রকাশ হইলে যোগপীঠ মায়াপুর
গৌড়মণ্ডলে ফিরেন শ্রীগৌরকিশোর
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল করিয়া বিচার
ভজন-আনন্দে নবদ্বীপে বাস তাঁর।
তাঁর বৈরাগ্যের কথা কহনে না যায়
বিধি যুক্তি কভু তার সন্ধান না পায়।
গৃহস্থের গৃহ হৈতে ধামবাসিজ্ঞানে
শুষ্কদ্রব্য কিছু কিছু ভিক্ষা করি' আনে।
গঙ্গাজলে ধুই তবে ত্যক্ত ভাজন
ভগবন্নৈবেদ্য তিঁহ করেন রন্ধন।

নিক্ষিপ্ত শবের বস্ত্র ধুই' গঙ্গাজলে
পরাপেক্ষাশূন্য তাঁর ব্যবহার চলে।
তুলসীমালিকা কভু শোভে গলদেশে
কভু মালিকার মোটে না মিলে উদ্দেশে।
নির্ব্বন্ধিত সংখ্যানাম মালাহস্তে প্রভু
ছিন্নবস্ত্র গ্রন্থি দিয়া নাম করে কভু।
কভু বা কৌপীনপরা, কভু দিগম্বর
সরল শিশুর মত স্বভাব সুন্দর।
বিতৃষ্ণা বিরাগ কেন হৈত অকারণ
হইত কর্কশভাষী কঠোর কখন।
ব্যাঘ্র-চর্ম্মের টুপী শোভে শিরোদেশে
নবদ্বীপে ভ্রমে প্রভু অবধূতবেশে।
অতিপ্রীতি অপ্রীতি বা কারে নাহি করে
সম্মান করেন সবে শাস্ত্র-অনুসারে।
জলে রেখাপাত যৈছে ক্ষণস্থায়ী হয়
পাষাণে অঙ্কন তৈছে নহেত নিশ্চয়।
একায়ন পারমহংস্য ধর্ম্ম যারে কয়
নিরন্তর ভাবসেবা তাঁহার নিশ্চয়।
বৈরাগ্য-অর্থেতে মায়া সংস্পর্শ রাহিত্য
স্থূল ত্যাগ নাহি যেবা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত।

কোটিদীপে সাধ্য নাই নাশে অন্ধকার
এক সূর্য্য পারে যার আছে তাধিকার।
বিপ্রলম্ভপরাকাষ্ঠা বিভাবিত জন
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় অনুক্ষণ।
অতত্ত্বজ্ঞ জনে স্থূলত্যাগে অনুরাগ
কৃষ্ণপ্রেমা কভু তার নাহি হয় লাভ।
মর্কট বৈরাগী কহে ফল্গুত্যাগী * জনে
সাধু শাস্ত্র গুরু তাহা করেন গর্হণে।
শ্রীভক্তিবিনোদ আর শ্রীগৌরকিশোর
শুদ্ধভক্তিদাতা জয় সরস্বতীবর।
এ তিন ঠাকুর মিলি' এই বঙ্গদেশে
লুপ্ত শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব দেয়েত উদ্দেশে।
শুদ্ধভক্তিতত্ত্বধারা প্রকট না ছিল
মহাবন্যা আনি তবে দেশ ভাসাইল।
ফল্গুত্যাগে এঁসবার না ছিল আনন্দ
যৈছে শ্রীল পুণ্ডরীক যৈছে রামানন্দ।

---

*'ফল্গুত্যাগী'—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু (অন্তঃসারশূন্যং) কথ্যতে॥" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

প্রাপ্তি তরে চেষ্টা নাহি প্রাপ্যেতে আদর
অনুক্ষণ রহেন ভাব সেবায় তৎপর।
স্বানন্দসুদখকুঞ্জে শ্রীগৌরকিশোর
শ্রীল সরস্বতী হয়েন যাঁর অনুচর।
দোঁহে নিত্যসিদ্ধ, দোঁহে ভক্তিমহাজন
জীবে শিক্ষাদান তরে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।
শ্রীগৌরাকশোর অবধূতচুড়ামণি
শ্রীল সরস্বতী প্রভুভক্তিরসখনি।
শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়
সন্নিকটে যেই ঝুলি টুপি প্রাপ্ত হয়।
সেই ঝুলি টুপি আর হরিনামমালা
শ্রীগৌরকিশোর প্রভু নিজ শিষ্যে দিলা।
ঝুলিমধ্যে রহে ভাবসেবাদ্রব্য সব
ভক্তের নিকটে যাহা অপূর্ব্ব সম্পদ।
তবে গুরুশিষ্যে হই আনন্দমগন
বাহ্য ভুলি' জুড়িলেন অপূর্ব্ব কীর্ত্তন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর উদ্দেশে শ্রীল গৌরকিশোর বিরচিত—

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥

দেখা দিয়া প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনী রাধে রাধে॥
রাধে অষ্ট সখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনী রাধে রাধে॥
গোসাঞী নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
গোসাঞী একবার ডাকে কেশীঘাটে
আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে॥
গোসাঞী একবার ডাকে নিধুবনে
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে॥
গোসাঞী একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে॥
গোসাঞী একবার ডাকে কুসুমবনে
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে॥
গোসাঞী মলিন বসন দিয়ে গায়
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে॥
গোসাঞী রাধা রাধা বলে
ভেসে দুনয়নের জলে রাধে রাধে॥
গোসাঞী বৃন্দাবনে কুলি কুলি
কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি' রাধে রাধে॥

গোসাঞি ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে
জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে ॥
তারপর চারি দণ্ড শুতি থাকে
স্বপনে রাধাগোবিন্দ দেখে রাধে রাধে ॥"

শুনিয়া কীর্ত্তন সর্ব্ব জগৎ অবশ
ইচ্ছা অনিচ্ছায় পিয়ে সেই সুধারস।
তার এক বিন্দু পানে হয়েত অমর
অমর হইবে তবে সর্ব্ব চরাচর।
এত ভাবি যম আসি' রহি অগোচরে
প্রার্থনা করেন দুই হস্ত জোড় ক'রে।
কেনে নষ্ট কর প্রভু মোর অধিকার
সংসার রহিবে কিসে লীলা পরচার ?
তবে মায়া আসি' কর্ণদ্বার রুদ্ধ কৈল
অভাগ্যে সে সুধারস কর্ণে না পশিল
কতদিনে লীলা তাঁর হৈল শিরোরোগ
ঔষধ পথ্যেতে নাহি দিলা মনোযোগ।
দৃষ্টি লোপ হইয়াছে করেন অভিনয়
প্রসাদ পায়েন কভু উপবাসী রয়।
কভু লঙ্কা সহযোগে শুষ্ক তণ্ডুলে
ভোজন করেন ভিজাইয়া গঙ্গাজলে।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর রহেন মায়াপুরে
একদা প্রত্যুষে দেখেন আপন প্রভুরে।
পুছেন—"কখন তব হৈল পদার্পণ
এত রাত্রে কে করিল পথ প্রদর্শন ?"
শ্রীগৌরকিশোর হাস্য করিলা কিঞ্চিৎ
প্রভুর নিকটে সব হইল বিদিত।
আপনি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন
নদী পার করিলেন ভক্তিমহাজন।
এক বৈদ্য আসি তবে করিলা প্রকাশ
পর উপকারে করে নবদ্বীপে বাস।
ভিক্ষা করি' ঔষধাদি করে সব ক্রয়
বিনা মূল্যে ধামবাসী চিকিৎসিত হয়।
তার চিকিৎসায় সবে হয় রোগমুক্ত
আত্মবৃত্তি করে যৈছে শ্রীমুরারি গুপ্ত।
প্রভু কহেন হেন কার্য্য কভু না করিবা
নিজে রোগী কৈছে তুমি রোগ সারাইবা।
শ্রীমুরারি গুপ্ত স্থানে করহ প্রার্থনা
আত্ম পর উপকার হইবেক জানা।
কর্ম্মী জনে নাহি হয় নবদ্বীপে বাস
বিষয়ী জনের যাতে বিষয়ে উল্লাস।

আনুকূল্য না করিয়া বিষয়-চেষ্টার
হরিভজনের আনুকূল্য কর সার।
এ ব্যতীত আর যে যে হয় সেবা ধর্ম্ম
বন্ধন কারণ সব যত কামকর্ম্ম।
নবদ্বীপ ভূমি অপ্রাকৃত চিন্ময়
কর্ম্মীর কখনো সেথা বাস নাহি হয়।
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডের রত্ন করিলে প্রদান
অপ্রাকৃত নবদ্বীপে নাহি মিলে স্থান।
করিলে প্রাকৃত বুদ্ধি ধাম বাস নয়
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে সহজিয়া কয়।
নির্ম্মাণ করিতে এক ভজনকুটির
তবে আজ্ঞা যাচে এক ভক্ত সুধীর।
প্রভু কহেন ছৈ মধ্যে কোন কষ্ট নাই
মধ্যে মধ্যে কষ্ট আমি শুধু এক পাই।
কপটে আসিয়া লোক বলে কৃপা কর
তাহাদের হাত হৈতে করহ নিস্তার।
পায়খানামধ্যে মোরে দেহ বাসস্থান
বিঘ্নশূন্য দিবারাত্র করি হরিনাম।
ঘৃণা করি লোক নাহি যাবে হেন স্থানে
বৃথা কাল নাহি যাবে মনুষ্যজীবনে।

ভক্ত বলে যা বলিলে তাহা শিরোধার্য্য
তথাপি আমার ইহা নহে যোগ্য কার্য্য।
ঐছে বাসস্থান যদি সাধু সন্তে দিব
কত পাপ হবে তার অন্ত না রহিব।
প্রভু কহিলেন আমি নহি সাধু সন্ত
জটাধারী কিম্বা দেবালয়ের মহান্ত।
ভজনবিহীনে শুধু ঐ যোগ্য স্থান
যদি কৃপা থাকে মোরে দেহ তবে দান।
প্রভুর আগ্রহে শেষে করিলা স্বীকার
গোময়াদি সহযোগে করি পরিষ্কার।
সযতনে সেই স্থানে রচিলা আসন
শ্রীগৌরকিশোর তথা করেন ভজন।
ভজন-আনন্দে সেই হ'তে ছয় মাস
পূরীষ ত্যাগের স্থানে করিলেন বাস।
বাহ্যদৃষ্টে দেবালয়ে বৈসে কামী লোক
বিষ্ঠাগর্ত্তে ডুবি করে কুবিষয় ভোগ।
বেঙের পোষাক পরি' না হয় বৈষ্ণব
হরিনাম নাহি হয় ভেক কলরব।
আশ্রয়বিগ্রহ-সেবা যাঁর নিষ্কপট
যথা তিঁহ বৈসে সেই রাধাকুণ্ডতট।

বিপ্রলম্ভ-সেবাময় বৈরাগ্যেতে স্থিত
বীতস্পৃহ ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত।
মর্কট-বৈরাগ্য সদা করেন গর্হণে
আনন্দিত হন যুক্ত বৈরাগ্য * দর্শনে
যুক্ত বৈরাগ্যের নামে চলে ভোগবৃত্তি
বদ্ধজীবগণে ঐছে যত দুষ্প্রবৃত্তি।
"হরিভজনেচ্ছু স্ত্রীতে আসক্ত না হ'বে
সেবাসহায়িকা সহধর্ম্মিণী লইবে।
স্ত্রীতে অত্যাসক্তি তাহা ভোগ ছাড়া নহে।
যোষিৎসঙ্গজা অসাধুতা তারে কহে।
কদাপি তাহারে ভোগ্যা না করিবে জ্ঞান
সেবা-সহায়িকা জানি করিবে সম্মান।"
এই উপদেশ তাঁ'র করি' ধ্রুবতারা
কৃষ্ণের সংসার করে গৃহস্থ যাহারা।
আউল বাউল গণে বাবাজীর বেষে
অনাচার করি' করে দুঃসঙ্গে প্রবেশে
দেখি' দেখি' বড় তিঁহ ব্যথিত হইলা
ধুতি জামা পরি' তবে গোদ্রুমে আইলা

---

*'যুক্তবৈরাগ্য'—'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ দেখি' মানিলা বিস্ময়
অতীব দুঃখিত চিত্তে তবে তিঁহ কয়—
"মহাপ্রভুর উপদেশ হঞা বিস্মৃত
বেষ পরি' আচরণ করয়ে গর্হিত
অজিত-ইন্দ্রিয় হইয়া সাজে রামানন্দ
গৃহব্রত হইতে আরো কর্ম্ম অতি মন্দ
বাবাজীর বেষ পরি' ব্যভিচার করা
হইতে ভাল মানি আমি এ পোষাক পরা।"
ঐছে বহু লীলা করি' শ্রীগৌরকিশোর
ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন প্রচুর।
যার যৈছে অভিরুচি সুকৃতি যেমন
তারে তৈছে তোষি' করেন আত্মসংগোপন।
একান্ত কীর্ত্তনে করি' অবিদ্যা বিনাশ
শরণাগতেরে করেন আত্মপরকাশ।
বিষয়ীর কর্ণে পশে ধান্য আলু তিল
টাকা মাটি লাভ ক্ষতি সুপারী পটোল।
বৈষ্ণব সঙ্গের ভাণ করে বহুজন
বঞ্চনা করেন সাধু না হয় শ্রবণ।
হৃদয়ে গোপন অন্য অভিলাষ রয়
আনুগত্য নাহি থাকে কীর্ত্তন না হয়।

তেরশ বাইশ সাল কার্ত্তিক তিরিশে
উত্থানৈকাদশী তিথি তাতে আসি' মিশে।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা অশেষ বিশেষে
নিশাশেষে নিত্য লীলা করেন প্রবেশে।
শ্রীল সরস্বতী প্রভু আইলা কুলিয়ায়
আপনার প্রভু যথা ধরমশালায়।
ভাগীরথীর পারঘাটে সর্ব্বপ্রথম।
* 'কুঞ্জদা' প্রভুর যাই বন্দেন চরণ॥
প্রকট-লীলার এই প্রথম দর্শনে।
আপন প্রেষ্ঠেরে প্রভু প্রচারে ভুবনে॥
সর্ব্বগুহ্য তত্ত্বকথা কহান না যায়।
তাঁরে সঙ্গে লই যান ধরমশালায়॥
অনেকে আইসে বেষধারী প্রাতঃকালে
মহান্ত বলায় যারা আখড়া সকলে।
আরম্ভ বাদানুবাদ হইল ভীষণ
কোথায় সমাধি সেবা হইবে স্থাপন।
সেই সেবা পরে কার হ'বে অধিকার
ভবিষ্যতে হয় যাতে সংস্থান টাকার।

---

*'কুঞ্জদা'—অধুনা ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ।

তবে শ্রীল সরস্বতী তাহে বাধা দিল
শান্তিভঙ্গভয়ে ক্রমে পুলিশ আসিল
বাদানুবাদের পরে ভেকধারীগণ
বলেন শ্রীসরস্বতী সন্ন্যাসী নহেন।
ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসীর সমাধিসেবার
সন্ন্যাসী ব্যতীত কারো নাহি অধিকার।
তবে শ্রীল সরস্বতী বলেন তখন
"সত্য আমি করি নাই সন্ন্যাস গ্রহণ।
আমি শিষ্য তাঁর, আকুমার ব্রহ্মচারী,
* মর্কট বৈরাগী সম নহি ব্যভিচারী।
করিয়াছি বাবাজীর পাদুকা বহন
গোপনেতে নহি কদাচার পরায়ণ।
দম্ভেতে বলিতে পারি করিয়া নিশ্চিত
সদাচারী নাহি কেহ হেথা উপস্থিত।

---

* 'মর্কট বৈরাগী'—যে ব্যক্তি বিরক্ত সন্ন্যাসীর কাচ কাচিয়া অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি নানা পাপাচারে লিপ্ত থাকে ও ভোগসুখে মত্ত হয়; যেমন বানর (মর্কট) সাধুর ন্যায় নির্লিপ্ত ভাব দেখাইয়া সুবিধা পাইলেই লাম্পট্য চৌর্য্য-বৃত্তি প্রভৃতি নানা পাপাচার অবলম্বন করে, সেইরূপ।

নির্ম্মলচরিত্র ত্যক্তগৃহ কেহ থাকে
অবৈধ যোষিৎসঙ্গ হয় না যাহাকে,
কৃষ্ণাভক্ত সহ যার সঙ্গ নাহি হয়
তৈছে জনে দিতে পারে সমাধি নিশ্চয়॥"
শুনি' হেন বাণী সবে প্রমাদ গণিল
সরস্বতীপাদ পুনঃ কহিতে লাগিল,—
"বর্ষকাল, ছয় মাস কিম্বা মাস তিন,
মাসেক, অন্ততঃপক্ষে গত তিন দিন।
স্ত্রীসঙ্গ অপরাধে যার নাহিক স্পর্শন
সেই জন আসি কর সমাধি সেবন
অপরে করিলে স্পর্শ হবে সর্ব্বনাশ!"
তবে বেষধারী দলে উপজিল ত্রাস;
একে একে করিলেক পৃষ্ঠ প্রদর্শন
শেষচেষ্টা সম তবু বলে একজন
আপনি বাবাজী যবে ছিলেন প্রকট,
পুনঃ পুনঃ বলিতেন সবার নিকট,
রজে অভিষিক্ত করি টানিয়া টানিয়া
মোর দেহ নিও শ্রীধামের রাস্তা দিয়া।
প্রভু বলেন—"ঐছে বাক্যে আইসে অপরাধ
তারে গুরু কৃষ্ণে কভু না হয় প্রসাদ।

বহির্ম্মুখ দাম্ভিকতা বিনাশের তরে
দৈন্যে সাধু যাহা যাহা উচ্চারণ করে,
তাৎপর্য্য বুঝিতে নারি যত মূর্খ সব
কাকের সমান করে মিছা কলরব।
হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর
দেহ লই নৃত্য কৈলা শ্রীগৌরসুন্দর।
আমরাও করি সেই লীলানুস্মরণ
চিদানন্দ দেহ মাথে করিব বহন।"
'সংস্কারদীপিকা' যৈছে করিলা বিধান
কুলিয়ার চরে করেন সমাধি প্রদান।
পরে কিছু দিনে সেথা অপরাধ নানা
বিষয়ী জনের দ্বারে হইলে ঘটনা
যাঁহার সমাধিসেবা তাঁর ইচ্ছাক্রমে
পরম উল্লাস ভরে গঙ্গাদেবী টানে।
তবে বাবাজীর একমাত্র প্রেষ্ঠজন
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করি আনয়ন।
* শ্রীগুণমঞ্জরীস্মৃতিমুখে পুনর্ব্বার
ভক্ত সকলের স্থানে করেন প্রচার।

---

*'শ্রীগুণমঞ্জরী স্মৃতিমুখে'—শ্রীরাধিকার সখীগণের সহচরী-বৃন্দ মঞ্জরী নামে খ্যাত। গুণমঞ্জরী তাঁহাদের অন্যতম।

দিব্য মায়াপুর ধাম তাঁর প্রাণ সম
তথায় মন্দির এবে শোভে মনোরম।
সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরকিশোর
বিপ্রলম্ভরসাম্বুধ পরমহংসবর
"দৈন্য, আত্মনিবেদন, * গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসপালন॥"
আদি করি শরণাগতির ষট্ অঙ্গ,
আচরণে শিক্ষা দেন কৃষ্ণপদভৃঙ্গ।
তাঁহার যতেক লীলা অমৃত উপম
শ্রীশ্রীসরস্বতী জয় বল ভক্ত জন।

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয় গ্রন্থে শ্রীগৌরকিশোর-প্রসঙ্গ নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ব্রজলীলায় গুণমঞ্জরী। তাঁহার এই সিদ্ধনাম স্মরণ করিতে করিতে ব্রজপত্তনের (শ্রীচৈতন্য মঠ) রাধাকুণ্ডতটে তাঁহার সমাধিদানমুখে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

* 'গোপ্তৃত্বে বরণ'—পালনকর্ত্তা বলিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ—ইহা ষড়্‌বিধা শরণাগতির অন্যতম।

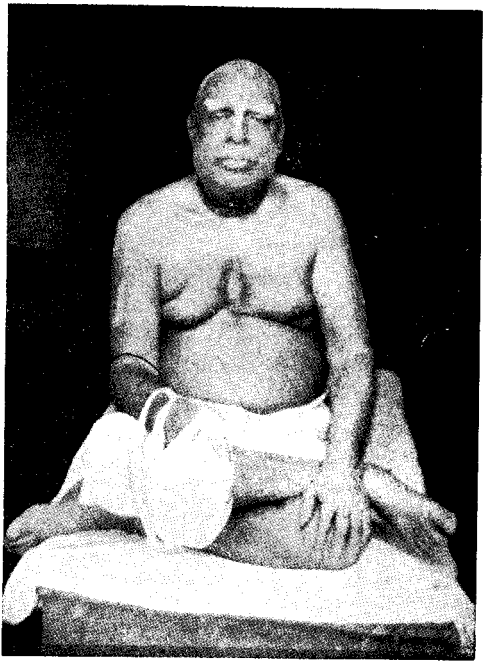

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥" ১ ॥
"ভক্তাবেব বিনোদস্য নান্যত্রাসীৎ রুচিঃ ক্বচিৎ।
যস্য ভক্তিবিনোদঃ স ঠক্কুরাখ্যো মহামতিঃ ॥ ২ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়শ্রেষ্ঠো মুকুন্দপ্রেষ্ঠ এব সঃ
যুগেঽস্মিন্ শুদ্ধভক্তের্হি ধারা যস্মাৎ প্রবাহিতা ॥ ৩ ॥
বভূবুর্বৈষ্ণবপ্রায়ে গ্লানয়ো বহবো যদা
প্রাদুরভূন্মহাপ্রাণঃ তেষাং হি ক্ষালনে ব্রতী ॥ ৪ ॥

গৌরশক্তিস্বরূপ, রূপানুগগণের শ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দ নামধারী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রণাম ॥ ১ ॥

যাঁহার একমাত্র ভক্তিতেই আনন্দ, আর অন্য কিছুতেই রুচি ছিল না, তিনিই শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরনামা মহামতি ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এইযুগে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তির ধারা প্রবাহিতা, ইনিই সেই শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণের প্রিয়তম পাত্র। বৈষ্ণবপ্রায় (বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষ) ব্যক্তিতে যখন বহু গ্লানির উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সমস্ত ক্ষালন বা পরিশোধনের ব্রত লইয়া এই মহাপ্রাণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি

বৈষ্ণবক্রবলোকানামপধর্ম্মমদর্শয়ৎ।
বৈষ্ণবমহিমানঞ্চ স্থাপিতবান্ সুধীকুলে ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্মমাহাত্ম্যমঘোষয়ন্মহাব্রতী।
বিরুদ্ধবাদিনো যেন স্তব্ধীভূতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
শতাধিকৈরপি গ্রন্থৈর্ভক্তিশাস্ত্রপ্রচারকঃ।
ষড়্গোস্বামিসমশ্চাসৌ সপ্তমশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৭ ॥
গৌরাবির্ভাবভূর্গুপ্তা তস্যাঃ পুনঃ প্রকাশকঃ।
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াসেবাপ্রাকট্যস্য বিধায়কঃ ॥ ৮ ॥

সুধীগণের মধ্যে বৈষ্ণবনামে আত্মপরিচয়প্রদানকারী জনগণের অপধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবমহিমাত্ম প্রমাণ-সহযোগে সংস্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৩—৫ ॥

এই মহাব্রতধর (অপধর্ম্মসংস্কারক বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-সংস্থাপক) বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র বিরুদ্ধবাদিগণ নিস্তব্ধ (দম্ভশূন্য) হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক তিনি ভক্তিশাস্ত্রপ্রচারক-রূপে ষড়্গোস্বামিতুল্য হইয়া সপ্তমগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌরের আবির্ভাব-ভূমি গুপ্ত হইয়াছিল ; ইনিই তাহার পুনঃপ্রকাশ করেন ও তথায় শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশ করেন ॥ ৮ ॥

নমঃ কৃপালবে ভক্তিবিনোদায় সহস্রশঃ।
কালে গ্লানিং গতো ধর্ম্মঃ শুদ্ধতাং যেন যাপিতঃ॥" ৯॥

জয় শ্রীল সরস্বতী শ্রীগৌরকিশোর
জয় জয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
শ্রীসচ্চিদানন্দ নাম জয়যুক্ত হোন
সকল বৈষ্ণব জয় পতিতপাবন।
শ্রীগৌরকিশোর-কথা আগে কিছু হৈল
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু চিত্ত পরশিল।
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী ছিল শুষ্কপ্রায়
স্রোত পুনঃ বহাইলা যিনি অমায়ায়;
উদ্ধার করিলা যেই লুপ্ত মায়াপুর,
'জৈবধর্ম্ম' আদি গ্রন্থ যাঁহার প্রচুর;
যেবা শিখাইলা শুদ্ধ গৃহস্থ-আচার,
সে ভক্তিবিনোদ করুন কল্যাণ সবার।
উল্লাস হউক কথা শুনিতে তাঁহার
চিত্তে স্ফূর্ত্তি পাক্ ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।

কালক্রমে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে যাঁহাকর্ত্তৃক উহা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কৃপাময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সহস্রবার প্রণাম করি॥ ৯॥

সরস্বতী প্রভু যাহা লিখিলা শ্রীকরে
শ্রীমুখে বর্ণিলা কিম্বা বর্ণি অতঃপরে।
বিস্তারি বর্ণিতে সব সাধ্য নাহি রয়
কিছু কিছু কহি যৈছে আত্মহিত হয়।
শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু কৃপা কর
আর কৃপা কর তাঁর সর্ব্ব অনুচর।
সেই কৃপাশক্ত্যে তবে হই শক্তিমান্
শ্রীভক্তিবিনোদকথা করি কিছু গান।
আন্দুলনিবাসী রাজা দত্ত কৃষ্ণানন্দ
যাঁহারে করেন কৃপা প্রভু নিত্যানন্দ।
মদনমোহন তাঁর সপ্তম পুরুষে
সর্ব্ব বঙ্গবাসী জন যাঁর কীর্ত্তি ঘোষে।
কাশীতে মন্দির যেই করিলা নির্ম্মাণ
প্রেতশিলা গয়াধামে রচিলা সোপান।
শ্রীচৈতন্য-স্তুতিগীতি তাহে লেখাইলা
আপন বংশের ধারা প্রদর্শন কৈলা।
খনন করয়ে বহু স্থানে জলাশয়
রামতনু যাঁর জ্যেষ্ঠ বদান্য তনয়।
অন্য পুত্র যাঁর রাজবল্লভ নামেতে
সন্ন্যাসী হইয়া বৈসে উৎকল দেশেতে।

কৃষ্ণানন্দ-বংশে জন্মি' শক্তিপূজা করে
পশুবধ নাহি করে কৌলিক আচারে।
রাজবল্লভের পুত্র নামেতে আনন্দ
শ্বশুর-আলয়ে বৈসে বিধির নির্ব্বন্ধ।
মুস্তৌফি ঈশ্বরচন্দ্র শ্বশুর তাঁহার
নদীয়া জেলায় সেই বড় জমিদার।
নবদ্বীপ মণ্ডলেতে ধন্য উলা গ্রাম
কতদিনে মারী যাহা করিল শ্মশান।
উঠিল সহর উলা প্রকোপে যাহার
'উলাউঠা' নাম বিশ্বে হইল প্রচার
সেই গ্রামে শাক্তগৃহে হই' আবির্ভূত
শ্রীভক্তিবিনোদ ধন্য করিল জগৎ।
আনন্দচন্দ্রের তিঁহ তৃতীয় তনয়
শ্রীকেদারনাথ বলি' অভিহিত হয়।
কালধর্ম্মে লুপ্তপ্রায় ভক্তি-ভাগীরথী
পিতৃকুলে মাতৃকুলে নাই হরিভক্তি।
তবু বিষয়েতে তাঁর না ছিল আহ্লাদ
তাই খ্যাতি হৈল "দত্ত কুলের প্রহ্লাদ"।
অতুল ঐশ্বর্য্য আর বহু দাস দাসী
কাটিল পৌগণ্ডাবধি স্নেহসুখে ভাসি;

স্বগ্রামে করেন নানা বিদ্যা অধ্যয়ন
শিক্ষাহেতু পরে কৃষ্ণনগরে গমন।
একাদশ বর্ষে পিতা যান পরলোক
উপজিল আসি' নানা ব্যবহার-দুঃখ।
মহামারী হইয়া উলা গ্রাম ধ্বংস হৈল
ধনী মাতামহগৃহে অভাব পশিল।
চিত্তেতে বিকাশ ক্রমে হৈল চিন্তা নানা
কখন করেন প্রেততত্ত্ব আলোচনা।
নিরীশ্বর মতবাদ শুনেন কখন
শিখেন ভেষজ কভু প্রস্তুতীকরণ।
দীনদয়াময়ী জগত্তারিণী পূজায়
মাতামহগৃহে তাঁর কভু কাল যায়।
অকালে মরিল তাঁর সহোদরগণ
স্বামি-পুত্র-শোকে মাতা বিষাদ-মগন
বয়ঃক্রম বার হৈলে তাঁহার ইচ্ছাতে
পঞ্চম বর্ষীয়া বধূ আইল গৃহেতে।
বিদ্যাভ্যাস কলিকাতা যাই অতঃপরে
দুরারোগ্য পীড়া সেথা আক্রমণ করে।
উলা ফিরি' যান তবে নিয়া সেই রোগ
অদ্ভুত হইল এক তথায় সংযোগ।

নিম্নজাতি—কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়-ভুক্ত
ফকিরের পরামর্শে হ'ন রোগমুক্ত।
নানা দেবদেবী-পূজা করেন বর্জ্জন
বুঝেন-সর্ব্বোচ্চ ভগবৎপরায়ণ।
হিন্দু কলেজেতে পরে করেন প্রবেশ
আর কিছুদিনে তাঁর হৈল শিক্ষাশেষ।
কবি-খ্যাতি বাগ্মী-খ্যাতি দুই তাঁর হয়
* দ্বিজেন্দ্র তাঁহার বন্ধু মহর্ষিতনয়।
তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম করে আলোচনা
কভু বা গির্জ্জায় তিঁহ করে আনাগোনা।
অর্থ উপার্জ্জন তরে উড়িষ্যা গমন
ভদ্রকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জনম।
কটক, মেদিনীপুর, ছাপরা, পূর্ণিয়া
নানাস্থানে কাটে দিন রাজকর্ম্ম নিয়া।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈলা হৈয়া মৃতদার
অনেক সন্ততি হৈল বাড়িল সংসার।
তবে কতদিনে গেলা দিনাজপুরেতে
আকৃষ্ট হয়েন সেথা বৈষ্ণবধর্ম্মেতে।

---

* 'দ্বিজেন্দ্র'—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ তনয় কবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা।

চৈতন্যচরিতামৃত করেন অধ্যয়ন
বিরক্ত বৈষ্ণব সহ শাস্ত্র আলোচন।
শ্রীচৈতন্যে শ্রদ্ধা তবে হইল সঞ্চার
ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্রমে জন্মিল তাঁহার।
আবাল্য বৈষ্ণবধর্ম্ম-শ্রদ্ধাবীজ রয়
শাস্ত্র আলোচনে তাহা অঙ্কুরিত হয়।
তিঁহ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন,—ঐছে দেখাইলা
ভক্ত সন্নিকটে আত্মপ্রকাশ করিলা।
নিত্য হরিজনে নাই স্বরূপ-বিস্মৃতি
ইচ্ছামত আচরণে যাজে প্রেমভক্তি।
কভু আচরেন যেন সুবিশুদ্ধ শাক্ত
সে শক্তিরে নাহি মানি জড়তত্ত্ব মাত্র।
বাহ্য দেখি নাহি চিনি মহাভাগবত
তাঁহার চরণে করে অপরাধ কত।
যবে রাজকর্ম্মে তাঁর পুরীধামে বাস
যৈছে রহে কন্থাধারী জগন্নাথদাস।
গলে বৈষ্ণবের চিহ্ন মালা নাহি রয়
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাহি সম্প্রদায়-পরিচয়,
তাই যথাযোগ্য তাঁর না করি' সম্মান
তাঁর শ্রীচরণে তবে অপরাধী হন।

শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা দেব জগন্নাথ,—
"শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাঁই মাগহ প্রসাদ।"
অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া মাগে ক্ষমাপণ
তবে অপরাধ তাঁর হইল ক্ষালন।
শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান রম্য হয়
যথায় ভজন কৈলা রামানন্দ রায়।
'ভাগবত-আলোচনা-সংসদ' স্থাপিয়া
সবে মাতাইলা তবে কৃষ্ণনাম দিয়া।
রাজকর্ম্ম অন্তে যাহা মিলে অবসর
নিয়ত রহেন কৃষ্ণকথায় তৎপর
নিদ্রাস্নানাহারে অতি অল্পকাল কাটে
বাকী হরিনামে আর ভক্তিগ্রন্থপাঠে।
রাজকার্য্য সেহ শ্রীমন্দির অধ্যক্ষতা
খাইতে শুইতে সদা হয় হরিকথা।
কভু 'টোটা গোপীনাথ'-মন্দিরপ্রাঙ্গণে
মহাপ্রভুপদচিহ্ন আছেন যেখানে।
হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠেতে
ভক্তিবন্যা বহাইলা হরিকথা-স্রোতে।
যাইতে সমাধি-বাটী পথে সাতাসন
অনেক বৈষ্ণব তথা করেন ভজন।

স্বরূপদাসের অতি অপূর্ব্ব ভজন
সমস্ত দিবস তিঁহ কুটীরেতে র'ন।
সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণে আসি তুলসীপ্রণাম
নাচিয়া কাঁদিয়া করেন হরিনাম গান।
একমুষ্টি যদি কেহ আনিয়া যোগান
সেইকালে করে মহাপ্রসাদ সম্মান
কৃষ্ণ-আলোচনা তথা হয় মনোমত
কেহ শুনায়েন শ্রীচৈতন্যভাগবত।
নিশার তৃতীয় যাম হৈলে উপনীত
ভজনকার্য্যেতে পুনঃ তিঁহ মন দিত।
কুটীর ছাড়িয়া পুনঃ নিশাশেষ যামে
হাত মুখ ধুই পিছে সমুদ্রেতে নামে।
কিমতে সম্ভব যাঁর দুই চক্ষু অন্ধ
শ্রীভক্তিবিনোদ জানেন তাঁহার প্রবন্ধ।
বিষয়চিন্তার লেশ না হয় তাঁহার
আগন্তুক সঙ্গে বড় মিষ্ট ব্যবহার।
শ্রীভক্তিবিনোদপ্রীতি তাঁহার বিশেষ
কৃষ্ণ ভুলিবে না তিঁহ কৈল উপদেশ।
সেই উপদেশে চিত্তে বৈরাগ্য হইল
নিত্য মঙ্গলের তরে আকুতি পড়িল।

শ্রীমন্দির দরশন প্রত্যহ সন্ধ্যায়
মহানন্দ লাভ মহাপ্রসাদসেবায়।
মন্দিরের এক পাশে 'মুকুতিমণ্ডপ'
শাসন ব্রাহ্মণ বৈসে মায়াবাদী সব।
সেই স্থানে অপরের অধিকার নাই
শ্রীভক্তিবিনোদ কভু সেথা নাহি যায়।
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দির-সন্নিকটে
মহাপ্রভুপাদ-পদ্ম প্রিয়তম বটে।
'ভক্তিমণ্ডপ' বলি হৈল খ্যাতি তার
সেইখানে ভক্তিতত্ত্ব করেন বিচার।
অনেক পণ্ডিত আইসে বহু ভক্ত জন
বহিঃ কভু, কভু অন্তরঙ্গ-সম্মিলন।
গৃহে অন্নপ্রাশনাদি শুভকর্ম্ম যত।
প্রসাদান্নে সমাপন হৈল যথাযথ
হইয়া প্রসাদনিষ্ঠ কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ
বান্ধব সপিণ্ডগণে করে অনুরাগ।
কিছুদিনে পুরী হইতে ফিরেন বঙ্গদেশে
যাহা যা'ন তাহা ভাসে হরিকথা-রসে।
কভু বা উড়িষ্যা কভু যায়েন বিহার
বহুস্থান কর্ম্মসূত্রে করেন উদ্ধার।

অতীব পবিত্র মহাপুরুষ জীবন
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন।
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন কর্ম্মফলবাধ্য নহে
সদা কৃষ্ণসেবাচেষ্টা যথা কেন রহে।
চিদচিদ্ জগতের ইহা এক নয়।
অচিৎ জগতে সেব্যসংখ্যা বহু হয়।
পত্নী করে পতিসেবা সেহ ব্যভিচারী
সেব্য একমাত্র কৃষ্ণ সেই বুদ্ধি ছাড়ি'
হৈতুক অনৈকান্তিক হয় সর্ব্ব কর্ম্ম
পুত্র পিতা ভজে সেহ দেহমনোধর্ম্ম।
শক্তিমৎতত্ত্ব এক, শক্তি বহুবিধা
চিজ্জগতে স্বসম্বন্ধে নাই কোন দ্বিধা।
বিকৃত প্রতিফলন অচিৎ জগতে
বহুসেব্য বহুদাস স্বার্থ-সম্বন্ধেতে।
কেহ বা ধার্ম্মিক, কেহ নীতিপরায়ণ
স্পৃহা স্থূল সূক্ষ্ম কিম্বা ইন্দ্রিয়তর্পণ।
চিদ্ধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন
একাকী পুরুষ তিঁহ ভোক্তা একজন।
দ্বিতীয় পুরুষ নাহি, নাহি ব্যভিচার
স্বরূপসম্প্রাপ্ত সবে, সবে দাসী তাঁর।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানভোগ্য এই দেবীধামে
স্বরূপবিস্মৃত জীব মগ্ন জড়কামে।
জীব বিভিন্নাংশ, কৃষ্ণ একলে বিষয়
বৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয়।
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীসম্পন্ন হইয়া তবু
শ্রীভক্তিবিনোদ তাহা না ভুলিলা কভু।
পদ্মপত্রে জল সম মহাজনগণ
অনাসক্ত রহি' করেন নিজত্ব রক্ষণ।
কভু কোটীপতি কভু কপর্দ্দকশূন্য
প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সম রহেন অক্ষুণ্ণ।
করিলেন সেই লীলা তিঁহ প্রদর্শন
বুঝিতে না পারে তাহা বদ্ধ জীবগণ।
চিদ্বিলাসবিচিত্রতা ক্রমবর্দ্ধমান
পাপিষ্ঠ অভক্ত দলে নাহি হয় জ্ঞান।
অপ্রাকৃত রাজ্য কিবা শক্তিমত্ত্ব
বুঝিতে না পারে বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত।
বৈষ্ণবশরীরে বৈসে সর্ব্ব মহাগুণ
নির্ম্মল করিতে চিত্ত হয়েন নিপুণ।
অমন্দ-উদয়া দয়া করে বিতরণ
টুটায়েন কর্ম্ম, জ্ঞান আদি আবরণ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন হয় বৈষ্ণব উত্তম
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন।
বেশ্যা-বেশ সম যত বাহ্যিক আচার
লোক ভুলাইতে চেষ্টা না হয় তাঁহার
বলী শ্রীবলদেব প্রভুর চিদ্‌বলে
স্থানে স্থানে প্রচারেন যাই কর্ম্মছলে।
বিষয়ে আসক্তি নাহি সংসারেতে থাকি
দারাসুতপরিবৃত নিস্পৃহ বৈরাগী।
যুক্তবৈরাগ্যের তিঁহ আদর্শ মহান্
(১)বিষয়-মাধব-সেবন-চেষ্টা মূর্ত্তিমান্।
(২)আর্জ্জবগুণপ্রকাশে ব্রাহ্মণের বৃত্তি
শুদ্ধ বৈষ্ণবের (৩)অধোক্ষজ-অনুভূতি।
নিরন্তকুহক পূর্ণ বৈকুণ্ঠ দর্শন
রাধাদাস্যে ভাবসেবা তাঁহার অনুক্ষণ।

---

(১)'বিষয় মাধব'—শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর 'বৈষ্ণব কে' শীর্ষক গীতি কবিতায় গাহিয়াছেন—'আসক্তি-রহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।'

(২)'আর্জ্জবগুণ'—সরলতা; ইহা গীতোক্ত ব্রাহ্মণ-স্বভাবের বৃত্তি (গীতা ১৮।৪২)

(৩)অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীভগবান্।

কবিরাজপুত্র নাহি কবিরাজ হয়
কবিরাজ হইতে বাধা নাহিক নিশ্চয়।
বিদ্বান্ পিতার হয় মূর্খ পুত্রগণ
সাধু দেখা যায় কভু তস্করনন্দন।
অবৈষ্ণবগৃহে আপনার আবির্ভাব
প্রকাশিল দৈববর্ণাশ্রমের প্রভাব।
তবে কিছুদিনে তাঁর আনা মহাজন(১)
(২)দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম করিলা স্থাপন।
শ্রীমান্, ধীমান্ আর সর্ব্বগুণযুত
শ্রীল সরস্বতী তাঁর গৃহে আবির্ভূত।
ঠাকুর রাখিল নাম বিমলাপ্রসাদ
বিমলাপ্রসাদ প্রভু কর আশীর্ব্বাদ।
আচার্য্যদুহিতোচিত গুণে বিভূষিতা
ভক্তিমতী কাদম্বিনী সদা সেবারতা।

---

(১)'তাঁর আনা মহাজন'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।

(২)'দৈববর্ণাশ্রম'—স্বভাব বা গুণকর্ম্ম অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমের নির্ণয়।

পরিজনে বাঁটি তিঁহ (ঠাকুর) দিলা ভক্তিধন
ভজননিরত গৃহে গোলোক দর্শন (১)।
ভক্তিধনে ধনী হই সেবেন ঠাকুর,
তাঁরা সবে নিত্য হন নমস্য প্রচুর।
নমস্য আমার সবে এই চরাচরে
স্থাবর জঙ্গম আদি যে দেহ বা ধরে।
বিভু চৈতন্যের অংশ অণু তারে কয়
বিভুর প্রকাশরূপ পূজ্য সুনিশ্চয়।
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারকগণ
কালের প্রভাবে যবে অপ্রকট হন।
গৌড়ীয়গগনে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা
ঘনঘটা-আচ্ছাদিত, নাহি যায় দেখা।
গৌরবিহিতকীর্ত্তন-কিরণ-বঞ্চিত
জীব সব ক্লেশ পায় হইয়া শঙ্কিত।
গাঢ় অজ্ঞানান্ধকার করিবারে নাশ
ভকতিবিনোদ বিশ্বে হয়েন প্রকাশ।

---

(১)গোলোকদর্শন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শরণাগতি' গীতি গ্রন্থে ৩১ সংখ্যক গানে গাহিয়াছেন, 'যেদিন গৃহে ভজন দেখি' গৃহেতে গোলোক ভায়'।

কৃপালু হইয়া দয়া করে বিতরণ
(১)অন্য-অভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান আবরণ।
নাশি' বদ্ধজীবচিত্ত করেন নির্ম্মল
সুমার্জ্জিত রম্য—ঈশ্বরের বাসস্থান।
প্রজল্প বিবাদ আদি করি' প্রশমিত
অনুগত জনে শিখায়েন 'তত্ত্বসূত্র'।
(২)নিগম-কল্পতরুর ফল চমৎকার
গলিত ফলের নির্য্যাস বিতরে তাহার।
সেই সূত্রে 'জৈবধর্ম্ম'-আদি গ্রন্থ দান
সারগ্রাহি-সুধীজনে করে রসপান।
ঐহিক পারমার্থিক চেষ্টা সম নয়
ভক্তিব্যতিরেকে পরমার্থ নাহি হয়।
দুঃসঙ্গস্পৃহা ত্যাগ, কৃষ্ণানুশীলন,
ভজন নিরপরাধে হয়েত নির্জ্জন।
সাধুকে অসাধু জ্ঞান অথবা উপেক্ষা
সাধুজনসঙ্গ ত্যাগ নহে তাঁর শিক্ষা।

---

(১)শুদ্ধা ভক্তি অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদিকর্ত্তৃক অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন।

(২)শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।৩ শ্লোকের মর্ম্ম।

জড়রস-ভোগ-চেষ্টা পরিত্যাগ হ'লে
সমদর্শী হয় জীব সেবালাভ ফলে।
হ্লাদিনী কৃপায় ঘুচে মনস্তাপ যত
কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হয়ে আমোদিত।
(১)দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় দূরে যায়
ভেদজ হিংসাদি গেলে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি পায়।
কৃষ্ণমাধুর্য্যমর্য্যাদায় নিত্য অবস্থিত
চরম মঙ্গল জীবের তবেত নিশ্চিত।
আচারে প্রচারে তিঁহ কৈলা প্রদর্শন
অবাস্তব-হেতুবাক্য সর্ব্বত্র গর্হণ।
অনেক পাষণ্ড তাঁর ভজনচেষ্টায়
বহুবিধ বৃথা বাধা উদ্বেগ জন্মায়।
(২)ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায় দ্রোহ নাহি করে
সদা চেষ্টান্বিত সবার সুকৃতির তরে।

---

(১)'দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়'—শ্রীভগবানের সেবায় অভিনিবিষ্ট না হইয়া তদিতর বস্তুতে আসক্তিই ভয়ের কারণ (ভাঃ ১১।২।৩৫)।

(২)ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে বালক ও বয়স্কগণ নানারূপ অত্যাচারে অতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সমস্তই সহ্য করিয়া ভগবদ্ভজন বিষয়ে অটল ছিলেন।

বজ্রকঠোর সত্যনিষ্ঠ তিঁহ রূপানুগ
যাঁহার প্রাকট্যে ধন্য দেশ আর যুগ।
দ্বন্দ্বভাবপরিশূন্য দোষহীন সম
কৃষ্ণসেবা-অভিষিক্ত তিঁহ সর্ব্বক্ষণ।
কিবা আ-শ্ব-গো-খর-চণ্ডাল ব্রাহ্মণ
হরিদাসজ্ঞানে সবে করেন প্রণাম।
হরিসম্বন্ধীয় আর মায়াসম্বন্ধীয়
ভিন্ন বস্তু নাহি করে কভু সমন্বয়।
প্রাতঃস্মরণীয় তিঁহ আদর্শ নির্দ্দোষ
দূরতঃ প্রণাম করে দুর্নীতি কলুষ।
অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম আর অপধর্ম্ম যত
শুদ্ধভক্ত্যাকাশ যবে করে আচ্ছাদিত।
সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন সুপ্ত জীবকুল
প্রবুদ্ধ করিয়া তিঁহ কৈল জাগরূক।
বদান্য হইয়া তমঃ কৈলা যেবা দূর
জয় জয় সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
সর্ব্বোপকারক, শুচি, তিঁহ অকিঞ্চন,(১)
অকাম, নিরীহ, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ,

(১)শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।২৯-৩১) বর্ণিত সাধু বৈষ্ণবের ২৬টী গুণ।

ষড়গুণজয়ী তিঁহ, স্থির, অপ্রমত্ত,
মিতভুক্, নাহি জিহ্বা-উদর-লাম্পট্য।
প্রকৃত গোস্বামী, কবি, দক্ষ, জাড্যহীন,
অমানী, মানদ, মৈত্রী, গম্ভীর, করুণ।
নাহি প্রতিষ্ঠাশা, লোভ, সম নিন্দা গ্লানি
ভক্তি ঐকান্তিকী আর অব্যভিচারিণী।
কৃষ্ণসেবেতর বৃত্তি না করে চঞ্চল
ভোগমত্ত জগতের যাচেন কুশল।
ধন্য তেরশত সাল হইল সংযোগ
গৌর-আবির্ভাবে যৈছে তৈছে শুভযোগ
শ্রীগৌরপূর্ণিমা দিনে হইল গ্রহণ
হরিনামস্রোতে পুনঃ ভরিল ভুবন।
মহাসমারোহে যোগপীঠ মায়াপুরে
শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে।
নিস্তারিতে বদ্ধতৃষ্ণ গৃহমেধিগণ
উত্তরকালেতে বেষ করেন গ্রহণ।
সূর্য্য যৈছে সর্ব্বস্থানে বিতরে কিরণ
লভিল তাঁহার কৃপা শত্রুমিত্রগণ।
ছায়া দিতে বৃক্ষ নাহি করে কৃপণতা
তৈছে সবাকারে শুনায়েন হরিকথা।

কিবা ম্লেচ্ছ, কর্ম্মজড়, চণ্ডাল, বিধর্ম্মী
কনক-কামিনীলুব্ধ, পাপী শুষ্কজ্ঞানী।
ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন ইহা কামমূলা
ঐছে চেষ্টা কর ত্যাগ সবারে কহিলা।
সুকৃতি থাকিলে কারে দেন নামাশ্রয়
বৃন্দাবনপথে যান আমলাযোড়ায়।
তথায় বৈসেন শ্রীল জগন্নাথ দাস
শ্রীহরিবাসর দোঁহে করেন প্রকাশ।
নামহট্ট কার্য্য চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
কর্ম্মে অবসর লইয়া আইলা গোদ্রুমে।
তেরশ একুশ সালে আষাঢ় নবম
আগতে (১)অয়ন সন্ধি লীলা-সংগোপন।
ভক্তগণ তাঁর লীলা-সুধা আস্বাদয়
বদন ভরিয়া বলে সরস্বতী জয়।

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী-বিজয় গ্রন্থে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদপ্রসঙ্গ-নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---

(১)'অয়নসন্ধি'—উত্তরায়ণ অন্তে দক্ষিণায়নের প্রবৃত্তিকাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রকাশাধ্যায়

"বন্দে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভোঃ পদে।
স্থাপকোহি প্রচারার্থং শ্রীগৌড়ীয়মঠস্য যঃ॥"*

জয় জয় সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রকাশকবর।
মহাকল্যাণ-কল্পতরু শ্রীচৈতন্যমঠ
বিশ্ব-হিতে তাহা যিঁহ করিলা প্রকট।
নবধা ভক্তির স্থান নবদ্বীপ ধাম।
তঁহি অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদন-স্থান॥
চন্দ্রশেখরাচার্য্যভবন তথা শোভে।
যথা নৃত্য করে গৌর রুক্মিণীর ভাবে॥
হেন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকট।
তাহার প্রধান স্কন্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠ॥
সদ্‌গুরু-বৈদ্যরাজ-রূপে তথা হৈতে
'কৃষ্ণনাম' মহৌষধ বিতরে জগতে।

---

*(শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের) প্রচার জন্য যিনি গৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর চরণে প্রণাম করি।

'মহাপ্রসাদ' পথ্য-পূর্ণ অমন্দ-উদয়
প্রদান করেন স্থাপি' চিকিৎসা-আলয়।
প্রচার করেন ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য
সম্প্রদায়-ইতিহাস-বৈভবের তত্ত্ব।
শ্রীভাগবত-বেদান্ত-একায়নাসন(১)
যিঁহ সারস্বত পুনঃ করিলা স্থাপন।
পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপের সেবা
স্বরাজ্য-প্রচারের স্থাপেন রাজসভা।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে পূর্ণ সমন্বয়
প্রদর্শনী প্রকটিলা বিশ্বের বিস্ময়।
যথা হৈতে স্বরাট্ ব্রজেন্দ্রনন্দন-
ধাম-নাম-কাম-সেবা করে প্রচারণ।
(২)কলিস্থানপঞ্চক করিয়া বর্জ্জন
(৩)ভক্ত্যঙ্গ পঞ্চকে শ্রেষ্ঠ এ সেবাসদন।

---

(১)'একায়ন'—৯৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

(২)'কলিস্থানপঞ্চক'—রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে বিতাড়িত করিয়া কেবল পাঁচটী স্থানে আবদ্ধ রাখেন, যথা—দ্যূত পান, স্ত্রী, সূনা ও জাতরূপ (স্বর্ণ)—(ভাঃ ১।১৭।৩৭-৮)।

(৩)'ভক্ত্যঙ্গপঞ্চক'—(ক) শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, (খ) রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতালোচনা (গ) 'আপন হইতে

সর্ব্ব বসুন্ধরা অজ্ঞরূঢ়িবিপ্লাবিত
শব্দের (৪)বিদ্বদ্রূঢ়ির অবতার-পীঠ।
কলি-কোলাহল-পূর্ণ এই ধরণীর
কৃষ্ণ-কোলাহল-মুখরিত শ্রীমন্দির।
যথা হৈতে প্রকাশেন সজ্জনতোষণী
'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' সিদ্ধান্তবাহিনী।
বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের সে উদয়াচল
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরম নির্ম্মল।
অন্যঅভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-আদি
নির্ম্মুক্ত করিয়া সর্ব্ব চেষ্টা-রূপ ব্যাধি।
অনুক্ষণ অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন
রূপানুগ সারস্বততীর্থ প্রকটন

শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, (ঘ) নামসংকীর্ত্তন ও (ঙ) মথুরাবাস—শ্রীরূপ গোস্বামিবর্ণিত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে এই পাঁচটী শ্রেষ্ঠ।

(৪)'বিদ্বদ্রূঢ়ি'—শব্দের শুদ্ধভক্তিনির্দ্দেশক যে অর্থ প্রকৃত বিদ্বান্ ঐকান্তিক সাধুভক্ত অনুমোদিত। ইহার বিপরীত জড়ীয় কর্ম্মজ্ঞানোত্থ যে অর্থ, তাহা 'অজ্ঞরূঢ়ি'।

(১)আধ্যক্ষিক-অভিজ্ঞতা-তর্কাদিধিক্কারী
(২)অধোক্ষজ-অবরোহ-জ্ঞান-দানকারী
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান
প্রয়োজন, অভিধেয় সম্বন্ধ শিক্ষণ
অকৈতব অবরোহ-বাদানুসন্ধান
শ্রৌত-গবেষণা যাঁহা বাস্তব বিজ্ঞান।
নির্ম্মৎসর, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছাহীন
নিষ্কপট সাধুজনের নিবাস নির্গুণ।
কৃষ্ণার্থে অখিলোদ্যম অখিল বিষয়
অর্থনীতি শিখাইতে মহাবিদ্যালয়।
ফল্গুত্যাগ-নিষেধক মূল মন্ত্রাঙ্কিত
যুক্ত বৈরাগ্যের পীঠ মহাচূড়াযুক্ত।
শ্রীগৌরবিহিত নাম-রূপ-গুণ-লীলা
বিনোদকীর্ত্তনকুঞ্জ প্রকট করিলা।
শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-মধ্ব-নিত্যানন্দ
আশ্রিত-আশ্রয়গণে পূজ্যপীঠবন্দ্য।

---

(১)'আধ্যক্ষিক অভিজ্ঞতা'—অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

(২)'অধোক্ষজ-অবরোহ'—অক্ষজজ্ঞানের অতীত সেবোন্মুখতাক্রমে আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রীভগবান্ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান।

কেবল অদ্বৈতবাদ নিরসনপর
শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত আর
বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ চিৎসমন্বয়
(১)অচিন্ত্য অভেদ-ভেদ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।
সুদর্শন-বৈজয়ন্তী জগতে প্রকাশ
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসাধুর ত্রাস।
(২)শূন্যায়ন শাখী বহ্বায়ন শাখিগণ
মনোধর্ম্ম বহুমত কল্পনা দূষণ
অসৎসাম্প্রদায়িকতা করি' নিরসন
শ্রীনামৈকসাধ্যসাধন যাঁহা বিচারণ
সংকীর্ত্তনে যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ যাজন
যথায় করেন একায়ন স্কন্ধিগণ

---

(১)'অচিন্ত্য অভেদ-ভেদ'—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত, শ্রীভগবান্ ও জীবে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, ইহা অপ্রাকৃত, চিন্তার অতীত।

(২)'শূন্যায়ন-বহ্বায়ন'—একপক্ষে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ, অপর দিকে বেদের কর্ম্মকাণ্ডবর্ণিত বহ্বীশ্বরবাদ। কিন্তু বেদের একায়ন স্কন্ধ উপনিষদে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ভগবানেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাযজ্ঞবেদী জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ
জয় মোর প্রভু যিঁহ করিলা প্রকট।
শ্রবণকীর্ত্তনাধীন ভাগবতপুরে
শ্রীনামভজনে রূপ-গুণ-লীলা স্ফুরে।
গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্নরাজির সম্পুট
সেব্য অদ্বয়-জ্ঞান তদ্রূপবৈভব।
অচিন্ত্যশক্তিমৎপরতত্ত্বের স্বরূপ
সেব্য, নহে বীর শ্রেষ্ঠ কিম্বা রাজা ভূপ।
বিচারাচার প্রচার-পর প্রতিষ্ঠান
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ, জয় যাঁর দান।
সৎসঙ্গ সেবামৃত কামধেনু গণি
শুদ্ধভক্তি সুসিদ্ধান্ত সন্মণির খনি।
ভোগী মায়াবাদী আর ইতরাভিলাষী
দুঃসঙ্গ-দমন-হেতু দুর্গ অবিনাশী।
নাম, নামাভাস আর নাম-অপরাধ
প্রেম আর কামে হয় অনেক প্রভেদ।
মুক্ত, বদ্ধ, ভক্তি, ভুক্তি, আত্ম মনোধর্ম্ম
কৃষ্ণ, কৃষ্ণমায়া, আর শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ কর্ম্ম
নির্ণয়ের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ত্রুটীহীন
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্বতন্ত্র স্বাধীন।

অপ্রাকৃত প্রাকৃত ও জড় চিদ্‌রস
বিচারিতে একমাত্র প্রস্তর নিকষ।
কৃষ্ণ-অভিলাষ আর পুণ্য-অভিলাষ
শূন্য অভিলাষে কিবা প্রভেদপ্রকাশ।
শুদ্ধভক্তি, বিদ্ধভক্তি, মিছা ভক্তি আর
নির্ণয়ের নিরপেক্ষ তুলাদণ্ড সার।
গৃহব্রত, কৃষ্ণব্রত, গোদাস, গোস্বামী
কারে গুরু আর কারে (১)গুরুব্রুব জানি।
অনর্থসংযুক্ত, মুক্ত, শিষ্য, (২)শিষ্যব্রুব
বিচারের একমাত্র মানদণ্ড ধ্রুব।
সহজ ধর্ম্মের অর্থ দেখাইতে নির্ম্মল
অন্তর্ভেদী অতিমর্ত্ত্য আলোক উজ্জ্বল।
অনুকূল প্রতিকূল অর্থ ও অনর্থ
মায়া কি অমায়া ব্যবহার পরমার্থ।
সুসূক্ষ্ম পার্থক্য করিবারে প্রদর্শন
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বীক্ষণের যন্ত্র হন।

---

(১)'গুরুব্রুব'—যে নিজেকে গুরু বলিয়া স্থাপন করিতে সচেষ্ট।

(২)'শিষ্যব্রুব'—সাধু গুরুর যোজনা করিয়া যে আপনাকে শিষ্য নামে পরিচিত করে।

অনুসরণেতে আর অনুকরণেতে
নিত্য অনিত্যেতে হয় পার্থক্য কিমতে।
বস্তু কি অবস্তু সত্য কুহক নির্ণয়
দূরবীক্ষণের তরে যন্ত্র সুনিশ্চয়।
চিদিন্দ্রিয় নিরিন্দ্রিয় জড়েন্দ্রিয় আর
তত্ত্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাগার।
কৃষ্ণরস-সেবা-ফল দিতে কল্পদ্রুম
সম্ভোগনিরাসপর শিক্ষক নিপুণ।
পাঞ্চরাত্রিক বিধানেতে বর্ণ বৃত্তিগত
শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবত-ভারত-বিহিত।
সুনির্ম্মল অধোক্ষজ-ভজন-আগার
শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তের এ মহাভাণ্ডার।
কনিষ্ঠ, মধ্যম আর মহাভাগবতে
আদর, প্রণতি, সেবা যথা বিধানেতে।
বালিশ বিদ্বেষী জনে কৃপা ও উপেক্ষা
ভক্তিদা ভক্তিবিনোদা গঙ্গা কীর্ত্তনাখ্যা
হইয়া গৌড়ীয়মঠ করেন শিক্ষণ
জয় যেবা প্রকাশিলা সেই মহাজন।
জয় সরস্বতী, জয় শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর
জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ তারিতে পামর।

কিবা কাশী কি কাশ্মীর কিবা দাক্ষিণাত্য
আজি শ্রীমঠের কথা নহে অবিদিত।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আর ক্ষেত্রমণ্ডলেতে
ব্রজমণ্ডলেতে সবে জানে ভাল মতে।
ভারত বাহিরে সর্ব্ব ইউরোপ জানে
জড়জ্ঞানান্বেষী যাচে বস্তুর সন্ধানে।
ব্যতিরেকান্বয়ভাবে সত্য প্রচারিত
তৈছে শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতে বিদিত।
কৃষ্ণকে প্রচারে বেশী শিশুপাল কংস
শ্রীরামচন্দ্রকে যৈছে রাবণের বংশ।
গৌর-নিত্যানন্দে যৈছে জগাই মাধাই
অমিত্র রূপেতে বেশী প্রচারে সদায়।
অন্বয়ভাবেতে প্রচারয়ে ভক্তজনে
ব্যতিরেকভাবে বেশী করে শত্রুগণে।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ সত্য এরূপে বিস্তার
তবু নানা প্রশ্ন লোকে করে বার বার।
কি কার্য্য গৌড়ীয়মঠ করেন সাধন ?
হিতকারী মণ্ডলীর একি অন্যতম ?
জগতের করে কোন হিতকর কার্য্য
মাতা পিতা ভ্রাতা সম করে কি সাহায্য ?

জগতের কি কল্যাণ সমাজের হিত
মানব জাতির উপকার সুনিশ্চিত ;
শুনাইলা বিশ্বে কিবা নূতন বারতা
সুসভ্য মানব কেন শুনিবেক কথা ?
এজগতে বহু বহু আছে সম্প্রদায়
তৈছে শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেত নিশ্চয়।
হিত বা অহিত ভোগযুক্ত ধারণার
শ্রীগৌড়য়মঠ কভু করে না কাহার।
অক্ষজ জীবের সেবা জীবের ধরম
শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহা মানে না চরম।
যাহা সাধ্য একমাত্র তাহাই সাধন
পরস্পর ভিন্ন নহে জানে সর্ব্বক্ষণ।
বিশ্ব-প্রেমিকতা আর একতা প্রভৃতি
সে কেবল দেহমনোধর্ম্মেতে আসক্তি।
আকাশকুসুমবৎ বস্তু কিছু নয়
ঐক্যতান আত্মধর্ম্মে সম্ভাবিত হয়।
অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণ ভগবান্
তাঁর সেবা নহে দেহ-মনের তর্পণ।
যথেচ্ছ বিহার হৈলে মন তৃপ্ত হয়
বিরোধ ঘটিলে অক্ষজের সেবা কয়।

মুক্ত-বায়ু-সেবনেতে দেহের তর্পণ
মুক্ত নীল নভে চাহি প্রমাথি এ মন
নির্ব্বিশেষ ভাব তার হয় বিপরীত
তুহো অক্ষজের সেবা নহে ত ঈপ্সিত
অক্ষজের সেবাকারী মৃত্যু ভুলি থাকে
উষ্ট্র যৈছে নাসা-অগ্র লুকাইয়া রাখে।
বালক মুদিয়া আঁখি ভাবে অদর্শন
প্রত্যক্ষ ভুলয়ে অমৃতের পুত্রগণ।
অমৃতের তরে চেষ্টা না থাকে কাহার
নিজ সম্পত্তিতে নাহি মাগে অধিকার।
পিতারে হইয়া কেহ বিশ্বাসঘাতক
পিতৃসিংহাসন তরে করে অভিমত।
হইতে উত্তরাধিকারী বৎসল সন্তান
নিত্য পিতৃসেবা তরে চেষ্টান্বিত হন।
নিত্য-পিতা-প্রীতি শুধু সাধ্য ও সাধন
এহি শ্রীমঠের পন্থা সুষ্ঠু সনাতন।
অপ্রাকৃত তত্ত্ব কথা যে করে শ্রবণ
আপনে শ্রীকৃষ্ণ তার হৃদি-লগ্ন হন।
সমূলে করেন ধ্বংস পাপবীজ নানা
অবিদ্যা সংসার হেতু পাপের বাসনা।

গৌড়ীয়ের পন্থা এহি অতএব সুষ্ঠু
সনাতন পন্থা পাইতে অধোক্ষজ বস্তু।
অধোক্ষজ ভগবানে সর্ব্ব মুনি লোকে
ঐছে ভজিলেন প্রাগ্ বদ্ধ পূর্ব্ব যুগে।
অতএব এই পন্থা হয় সনাতন
আনন্দ-উদয়া দয়া উদয় কারণ।
মন্দফল নাহি গণি যদি বাঞ্ছা করে।
সুবৈদ্য অপথ্য যৈছে না দেন রোগীরে
তৈছে যার হইয়াছে জ্ঞাত নিঃশ্রেয়স
অজ্ঞ জনে নাহি দেয় কর্ম্ম উপদেশ।
রোগের নিদান নাহি যায় কর্ম্ম হৈতে
সমগ্র জগত ভাসে অভক্তির স্রোতে।
সে বন্যা সঙ্কট ত্রাণ করিবার তরে
শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভু প্রকাশিত করে।
আর্ত্তের বেদনা দূর করেন সমূলে
অধম পতিত জনে হস্ত ধরি তুলে।
হরিকথা দুর্ভিক্ষের না রাখেন চিহ্ন
দারিদ্র্যের নাগপাশ করি ছিন্ন ভিন্ন।
স্বগৃহ সন্ধান দেন বিমুখী জনেরে
চেষ্টা যাতে করে আত্মমঙ্গলের তরে।

বন্যায় অধিকতর তাপগ্রস্ত হৈতে
ভোগমত্ত জনে চেষ্টা করে বিধিমতে।
ভোগের দুর্ভিক্ষে ব্যথা পায় সর্ব্বদায়
নিদান করিতে দূর না করে উপায়।
প্রমাণ করিতে নিজে বুদ্ধিমান্ বলি
কেহ বলে—শ্রীমন্দিরে কেন দীপাবলী?
যাত্রা মহোৎসবাদিতে বিগ্রহ সেবায়
এই দেশে বহু অর্থ হয় অপব্যয়।
তুলসীবৃক্ষেতে কিবা ফল জল দিলে
ছায়া নাহি দেয় গাছ, ফল নাহি মিলে।
যদি করে ম্যালেরিয়া বীজ বিনাশন
অন্ততঃ বা ঔষধের হয় অনুপান।
ঐছে কোনরূপে যদি ভোগযোগ্য হয়
তবে তুলসীতে জল দানিব নিশ্চয়।
ঐছে হেরি জগতের হীন মতি গতি
মনে চিন্তিলেন তবে প্রভু সরস্বতী।
গ্রন্থ বিরচিল বহু শ্রীভক্তিবিনোদ
সজ্জনগণের যাহে প্রচুর প্রমোদ।
আমিহ লিখিনু গ্রন্থ সজ্জনতোষণে
তবু নিজহিত নাহি বুঝে সর্ব্বজনে।

সকলের বিদ্যা নাহি গ্রন্থ বুঝিবারে
গ্রন্থ নাহি পঁহুচায় সর্ব্বজনদ্বারে।
কৈছে সর্ব্বজন হিত হয় সংঘটন
বিনষ্ট কি মতে হয় সংসার কারণ।
পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য বিলাইলা প্রেমফল
আপনি দিলেন কত বৈষ্ণব সকল।
তবু অজ্ঞানান্ধকারে ডুবি রহে লোক
চিত্তের গুহায় নাহি পশয়ে আলোক।
আরো কিছুদিনে সবে হৈল বহির্ম্মুখ
শ্রীভক্তিবিনোদ দেখি' পাইলেন দুঃখ।
তাঁর উপদেশ কেহ সাগ্রহে না নিল
আপন মঙ্গলচিন্তা চিত্তে না পশিল।
আমি এক পাতি নব কৃষ্ণের সংসার
শ্রীচৈতন্যমঠ নামে সংজ্ঞা হোক তার।
এত ভাবি প্রকাশিলা গৌরজন্মস্থলে
শ্রীব্রজপত্তনে রাধাকুণ্ড কুতূহলে
তথাপি না হইল সর্ব্ব জীবের নিস্তার
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিরচিলা চমৎকার।
কলি রাজত্বের কেন্দ্র হয় কলিকাতা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ তিঁহ স্থাপিলেন তথা

সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম করিতে প্রচার
আপনে গ্রহণ করেন সর্ব্ব সদাচার।
মহাভাগবতে নাহি বিধি ও নিষেধ
লোকশিক্ষণের তরে আচরে বিশেষ।
উপদেশে কার্য্যে তার করেন সঙ্গতি
গীতায় শ্রীমুখে বলিলেন যদুপতি।
শ্রেষ্ঠ জন যে আদর্শ করে প্রদর্শন
অনুকরণিবে তাহা জন সাধারণ
অনুসরণেতে কারো হবে অনুরাগ
যার যৈছে চিত্ত বৃত্তি তৈছে হবে লাভ।
হরিকথা বলে নিজে, শিষ্যগণ-দ্বারে
সর্ব্ব জগতের তাপ যাহাতে নিস্তারে।
মায়ার প্রভাব ঐছে সবে নাহি লয়
বহুভাগ্যে শ্রৌতবাণী শুশ্রূষু মিলয়।
জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্ব করয়ে বিচার
অবগত হয় সাধ্যসাধনের সার।
নির্ব্বন্ধে করয়ে তবে শ্রীনামগ্রহণ
আপনিহ তবে অন্যে করেন তারণ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অনন্ত সংসারে
ঐছে বৈষ্ণবেরা সবে আচরি প্রচারে।

ভজনাঙ্গ মাত্র হয় শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনে
নববিধা ভক্তি যজে শুদ্ধ ভক্তগণে।
ঐছে শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব করিতে নির্দ্দেশ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বে করিলা প্রকাশ।
গ্রাম্য কথা সাহিত্যের যুগে যেই জন
বৈকুণ্ঠ-কথা-সাহিত্য করে বিতরণ।
*শ্রীভক্তিরঞ্জনে কৃপা প্রচুর তাঁহার
বাণীহট্টে রম্য সৌধ নির্ম্মাণ যাহার।
বহির্দ্দর্শনেতে দেখি ইষ্টক প্রস্তর
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
অপ্রাকৃত বস্তু তত্ত্ব যে দেন সন্ধান
সেই সরস্বতী জয় কর সবে গান।

ইতি 'শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়' গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রকাশাধ্যায় নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

---

*'শ্রীভক্তিরঞ্জন'—শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন; ইনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূর্ত্তিজন্য শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের বাণী প্রচারের জন্য উত্তর কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠালয় স্বব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-প্রকাশাধ্যায়

কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ কাশ্যাং মায়াপুরে তথা
কলিকাতানগর্য্যাঞ্চ ঢাকা-পাটলিপুত্রয়োঃ ॥
শিক্ষাপ্রদর্শনীভির্হি শ্রীমদ্ভাগবতীং কথাম্।
অভিনবেন ভাবেন ব্যতনোদ্বিমুখেষু যঃ ॥
আচার্য্যভাস্করো দেবো লোকত্রয়োপকারকঃ।
স জীয়াদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুর্হি মে ॥
অহৈতুকী কৃপা তস্য জীবসংসার-নাশনী।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥

পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য বাণী-মূর্ত্তি
অষ্টোত্তরশতশ্রীক জয় সরস্বতী

কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, কাশী, মায়াপুর, কলিকাতা নগরী, ঢাকা, পাটলিপুত্র (পাটনা) প্রভৃতিস্থানে শিক্ষা প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়া অভিনবভাবে ভগবদ্ভক্তিবিমুখ জনগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যভাস্কর, ত্রিলোকের উপকারক আমার প্রভু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীদেব জয়যুক্ত হউন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা জীবের সংসার বন্ধন নাশ করে। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

পর উপকার তরে সদা উৎকণ্ঠিত
সদা চেষ্টা জড়জীবে কৈছে হয় হিত।
সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী তাহে উদ্‌ঘাটন
সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব যাহে বুঝে অজ্ঞজন।
বাহ্যদৃষ্টে প্রতিভাত রূপ স্থূল হেন
ভাব উদ্দীপনা হয় সারগ্রাহী জনে।
যাহা নিত্যকাল রহে সৎ তারে কয়
জড়পিণ্ড ভূতাকাশ চিরস্থায়ী নয়।
নিত্যস্থিতিশীল হয় পরাৎপর তত্ত্ব
নিত্যস্থিতিশীলে তাই সৎ কহি সত্য।
শ্রীচৈতন্যদেব এই তত্ত্ব শিক্ষা দিলা
পরবিদ্যাবধূপ্রাণ এভাবে কহিলা।
শ্রেয়স্কামী সুমেধারা সে শিক্ষা-বন্ধন
আপন মস্তকোপরি করেন ধারণ।
অনর্থ ধূলিতে যার আঁখি রহে আধি
তৈছে জড়জীব শিরে পুনঃ দেয় বান্ধি।
গ্রন্থবদ্ধা সেই শিক্ষা সজ্জনতোষণী
রূপসজ্জা দিয়া তত্ত্ব করে সাধারণী।
দশ প্রদর্শনী তিঁহ কৈলা প্রকটন
কুরুক্ষেত্রে প্রদর্শনী হইল প্রথম।

ষষ্ঠ ও দশম কুরুক্ষেত্রে পুনঃ তার
দ্বিতীয় শ্রীমায়াপুরে করেন প্রচার।
নবম প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে
তৃতীয় চতুর্থ কলিকাতা কলি-স্থানে।
কলিহত জীবে কলি করিতে বিনাশ
পঞ্চম হইল ঢাকা নগরে প্রকাশ।
সপ্তম পাটলীপুত্রে কাশীতে অষ্টম
সৎশিক্ষাতত্ত্ব রূপে কৈলা প্রদর্শন।
কুরুক্ষেত্র কলিকাতা কাশী পাট্‌নায়
ধাম মায়াপুরে আর প্রয়াগ ঢাকায়
সপ্তস্থানে প্রকটিলা প্রদর্শনী দশ
সর্ব্বজনে বিতরিলা তত্ত্বসুধারস।
সার্ব্বকালিক সার্ব্বলৌকিক সার্ব্বত্রিক
সৎশিক্ষা তরে দিব্য জ্বালিলা বর্ত্তিক।
পৃথক্ পৃথক্ পথ প্রবেশ নির্গমে
দর্শনার্থী প্রদর্শনী দেখে ক্রমে ক্রমে।
লোকের সংঘট্ট কত কহনে না যায়
কেহ চিত্র-ছবি দেখে তত্ত্ব নাহি চায়।
সুকৃতি থাকিলে কারো পুছে অর্থ তার
প্রদর্শক অর্থ সব করে পরিষ্কার

প্রতিকক্ষে প্রদর্শক রহে সর্ব্বক্ষণ
প্রদর্শন ছলে করে তত্ত্বাদি শিক্ষণ।
একেলা বলিবে কত প্রভু সরস্বতী
প্রদর্শকগণ তাঁর হৈল প্রতিনিধি।
সেবা অনুসারে তাঁর প্রতিনিধিগণ
বৈষ্ণব বলিয়া সবে সম্পূজিত হন।
এক গৃহে প্রদর্শিত দশ অবতার
মৎস্য অবতারে করেন বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম-অবতারে পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ
বরাহাবতারে ঊর্দ্ধে করে উত্তোলন।
হিরণ্যকশিপুবধ নৃসিংহাবতারে
বামনাবতারে ছলে বলি বদ্ধ করে।
জামদগ্ন্যরূপে বসুন্ধরা নিক্ষত্রিয়া
রাবণ নিধন কৈলা দাশরথি হৈয়া।
বলরামরূপে হল করেন ধারণ
যাঁর কলা 'শেষ' সেই মূল সঙ্কর্ষণ।
বুদ্ধ অবতারে করে অহিংসা প্রচার
ম্লেচ্ছমোহনের লাগি' কল্কি অবতার।
সবে অংশ কলা—কেহ নহয়ে সমস্ত
"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" তিহ মূল বস্তু।

নিরঙ্কুশ পারতম্যে তিঁহ প্রতিষ্ঠিত
গোপবেশ বেণুকর মূর্ত্তি প্রকাশিত।
করুণা করিয়া জীবে হন অবতার
তাহে চিদ্‌বৈজ্ঞানিক রয়েছে বিচার।
প্রথমে অদণ্ডাবস্থা মৎস্যরূপধারী
কূর্ম্মে বজ্রদণ্ডাবস্থা দ্বিতীয়ে বিচারী
মেরুদণ্ডাবস্থা হয় তৃতীয়ে বরাহে
তদুত্থিতাবস্থা পরে নরপশু দেহে।
নরপশ্ববস্থা তারে কহে বুধগণ
ক্ষুদ্র নরাবস্থা হয় পঞ্চমে বামন।
অসভ্য ও সভ্য নর ষষ্ঠ ও সপ্তম
কল্পে কল্পে যৈছে হয় জীবসৃষ্টিক্রম।
জ্ঞানাবস্থা অষ্টমেতে জীবের হইল
নবমেতে অতিজ্ঞান ক্রমে প্রকাশিল।
দশমে প্রলয়াবস্থাবোধক বিচার
যেইকালে জীব যৈছে, যৈছে অধিকার।
দ্বিতীয় গৃহেতে চিত্রে কৈলা প্রদর্শন
বৈশিষ্ট্য যেমতে অবরোহ আরোহণে।
ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত মনীষা সম্বল
আপনারে অসম্পূর্ণ না মানি' কেবল।

ইন্দ্রিয় অতীত তত্ত্বে না হইয়া প্রপন্ন
সবলে বুঝিয়া ল'বে ঐছে করে মন।
ঐছে চেষ্টা আরোহণ নামে অভিহিত
আরোহণ পন্থা সাধু-শাস্ত্রের নিন্দিত।
অবরোহ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কৃপা করি'
পরমোচ্চ হইতে স্বয়ং আইসে অবতরি'।
মেঘাবৃত হৈলে যথা কিম্বা রাত্রিকালে
আলোর সাহায্যে সূর্য্যে দেখা নাহি মিলে।
কৃষ্ণতত্ত্ব স্বপ্রকাশ ঐছে এজগতে
"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন" শ্লোকে কহে ভাগবতে।
তৃতীয় গৃহেতে তাহা দেখাইলা রূপে
রাবণের সিঁড়ি লইলা দৃষ্টান্তস্বরূপে।
গমনাগমন স্বর্গে করিতে সুগম
নির্ম্মাণ করিতে সিঁড়ি করিলা মনন।
চেষ্টা মনোরম বটে, নিরালম্ব তবু
মুহ্যমান উচ্চাশির আপতন ধ্রুব।
তাহে কষ্ট দুর্ভাগ্যের সীমা নাহি থাকে
শরণাগতেরে কৃষ্ণ অপতিত রাখে।
কোথা কোথা দেখাইলা পূত-কৃষ্ণলীলা
শ্রীচৈতন্যলীলা সব কোথা দেখাইলা

মায়াবাদী অতীন্দ্রিয়ে চায় মাপিবারে
ব্রহ্মে প্রকৃতিতে কিছু ভেদ না বিচারে।
আকাশ স্বরূপ অবকাশে নিরাকার
আকাশস্থ জড়পিণ্ডে বলয়ে সাকার।
ঘটাকাশ মহাকাশ আধেয় আধার
নির্ব্বিশেষবাদী ঐছে করয়ে বিচার।
কাটয়ে *প্রকাশানন্দ বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ
তরবারি হয় তার কুতর্ক প্রসঙ্গ।
ঐছে চেষ্টা কাঁচভাণ্ডে রক্ষিত মধুরে
বহিঃস্থ মক্ষিকা ছুঁইনু যৈছে মনে করে।
বিবর্ত্তে পড়য়ে শুধু মধুস্পর্শ নয়,
রাবণের রামলক্ষ্মী হরণ না হয়।
সীতা অঙ্গ স্পর্শ থাক্ দর্শন না পায়
নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ ঐছে সুনিশ্চয়।
এক গৃহে দেখাইলা শ্রীধরের সাথে
অধ্যাপক শ্রীচৈতন্য রহস্যেতে মাতে।

---

* 'প্রকাশানন্দ'—কাশীর শাঙ্কর সন্ন্যাসী ব্রহ্ম নিরাকার ইহা স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানের চিদ্রূপকে নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অবশেষে পরাস্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রয় লইয়াছিলেন।

শ্রীধরের নাহি ভক্তিভিন্ন অন্য ধন
তাই তাঁ'র প্রীতিবদ্ধ শ্রীশচীনন্দন।
এক গৃহে দেখাইল কালা কৃষ্ণদাস
দাক্ষিণাত্যে ভ্রমে রহি' মহাপ্রভু পাশ।
তাঁ'র সঙ্গে রহি' তবু ভট্টথারি দেশে
বুদ্ধি নাশ হইয়া তার দুঃসঙ্গে প্রবেশে।
স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস সেহ হয়
তটস্থেতে পতনের যোগ্যতা রহয়।
নিজ স্বতন্ত্রতা কৈলে অপব্যবহার
শ্রীচৈতন্য-সেবা তার নাহি মিলে আর।
নিত্যানন্দপ্রভু তারে তবু কৃপা কৈল
সাংবাদিকরূপে নবদ্বীপে পাঠাইল।
আর গৃহে সুবুদ্ধি রায়ের প্রায়শ্চিত্ত
তপ্তঘৃত পানে মৃত্যু বিধি দিলা স্মার্ত্ত।
নানা জনে নানা বিধি নাহি করি আস্থা
শ্রীচৈতন্য-স্থানে আসি মাগেন ব্যবস্থা।
তিঁহ বলিলেন তুমি যাহ বৃন্দাবন
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামানুশীলন।
অরুণ উদয়ে অন্ধকার নাহি রয়
নামাভাসে পাপরাশি দূরীভূত হয়।

প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ চিরতরে যায়
কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হয় নামসূর্য্যোদয়ে।
কৃষ্ণস্থানে স্থিতি কৃষ্ণপ্রেমা হয় লাভ
কর্ম্মবীজ নাশ ঐছে নামের প্রভাব।
আর স্থানে মালাকাররূপে শ্রীচৈতন্য
নির্ব্বিচারে প্রেমফল দিয়া কৈলা ধন্য।
গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে বদান্য হইয়া
অযাচকেরেও দিলা আপনে যাচিয়া।
অপর প্রকোষ্ঠে চিত্র ঝারিখণ্ড-পথে
পশুপক্ষিবৃন্দে প্রেম দিলেন কিমতে।
ভক্তিলতা আর স্থানে কৈলা প্রদর্শন
শ্রীরূপ-শিক্ষায় যৈছে করিলা কীর্ত্তন।
ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য আর
ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধলোক সপ্ত পরচার।
সপ্তাবরলোক তল অতল বিতল
তলাতল মহাতল সুতল পাতাল।
এই চতুর্দ্দশলোকে গমনাগমন
স্বরূপ বিস্মৃত জীব করে অনুক্ষণ।
উচ্চাবচযোনি সদসৎকর্ম্মফলে
তপস্যা কৃচ্ছ্র সাধনে ঊর্দ্ধলোক মিলে

সদা আবর্ত্তন কোথা নাহি হয় স্থিতি
সুকৃতিপ্রভাবে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্তি।
চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ঊনবিংশে
বলিলেন সেই বীজ উপজয় কিসে।
বিরজা পরিখা রহে ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া
ভক্তিলতা সে পরিখা যায় পার হৈয়া।
ত্রিগুণের ক্ষুব্ধাবস্থা হয় বিরজায়
তদুপরি ভক্তিলতা ব্রহ্মলোক পায়।
ব্রহ্মলোক জ্যোতিঃ হেরি হৈলো আত্মহারা
সন্ধান পরব্যোমের না পায় তাহারা।
ব্রহ্মলোক অতিক্রমি' ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ
তথায় মর্য্যাদা ভাব রস দাস্য শান্ত।
গৌরবসখ্যার্দ্ধ এই আড়াইটি রস
পূজ্য নারায়ণ বিষ্ণু অবতার দশ।
বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বৈসে সীতা লক্ষ্মী রমা
সর্ব্বোচ্চে রুক্মিণীদেবী আর সত্যভামা।
গরুড় বিষ্বক্সেন বৈসয়ে তথায়
নিম্ন হৈতে এর বেশী দেখা নাহি যায়।
বৈকুণ্ঠে স্বকীয় রস ঐশ্বর্য্য প্রবল
নারায়ণচন্দ্র তথা রাজরাজেশ্বর।

শ্রী-ভূ-নীলা শক্তিগণ স্বকীয়া স্ত্রীরূপে
সেবেন মহিষীগণ বনিতাস্বরূপে।
বিশ্রম্ভ সখ্য বাৎসল্য মধুর সহিতে
সর্ব্ব পঞ্চরসে কৃষ্ণসেব্য গোলোকেতে।
কৃষ্ণের বিভূতি হয় পূর্ণ চতুষ্পাদে
জড়ে একপাদ পাদত্রয় চিজ্জগতে।
শ্রীমাথুরমণ্ডলেতে হয় বৃন্দাবন
প্রকটলীলায় প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী ধাম।
অভেদ গোলোক আর মাথুর মণ্ডল
প্রকটাপ্রকটলীলা প্রভেদ কেবল।
গোলোকে ঐশ্বর্য্যহীন শান্ত দাস্য সখ্য
বিশ্রম্ভ বাৎসল্য পারকীয় মধুরাখ্য।
শান্তের আশ্রয়ক্ষেত্র গো বেণু বিষাণ
কদম্ব যামুনতট বংশী এরা হন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একেলা বিষয়
রক্তক-পত্রক-আদি দাস্যের আশ্রয়।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ বিষয় দাস্যের
বিশ্রম্ভ সখ্যের বিষয় শ্রীনন্দকুমার।
আশ্রয় শ্রীদাম দাম আদি সখাগণ
স্তোককৃষ্ণ বসুদাম সুদামাদি হন।

বিশ্রম্ভ বাৎসল্যে বিষয় নন্দগোপাল
আশ্রয় যশোদা নন্দ উপানন্দ আর।
শ্রীমতী রাধিকা আর গোপবালাগণ
আশ্রয় মধুর রসে পারকীয় হন।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ বিষয় একমাত্র
চিত্রে দেখাইলা সর্ব্বভক্তিলতা তত্ত্ব।
অচিন্ত্য অজত্বের বিপরীত ধর্ম্মে
মথুরা বৈকুণ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণজন্মে।
নন্দনন্দনের রাসোৎসব নিবন্ধন
মথুরানগরী হ'তে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন।
রমণের স্থান গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম মথুরামণ্ডলে।
প্রেমামৃতের প্লাবনক্ষেত্র পূর্ণতম
প্রকটাপ্রকট-লীলায় নাহি তাঁর সম।
লতাসহ উপশাখা যদি বৃদ্ধি পায়
ভোগ-মোক্ষ-বিষয়েচ্ছা প্রতিষ্ঠা-আশায়।
বৈষ্ণবাপরাধ লতা সমূলে ছিঁড়িবে
অতএব উপশাখা প্রথমে ছেদিবে।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করি' আরোহণ
তবে লতা প্রেমফল করিবে প্রদান।

আদর্শ নির্ম্মিয়া তত্ত্ব কৈলা পরিষ্কার
অন্য গৃহে চিত্র হরিদাস বহিষ্কার।
বৈষ্ণবী মাধবী দেবী বৃদ্ধা তপস্বিনী
সাড়ে তিনজন মধ্যে যাঁরে অর্দ্ধ গণি।
মহাপ্রভুতরে ভিক্ষা করিয়া ছলনা
ছোট হরিদাস তথা করে আনাগোনা।
যুবতী বিধবা এক গৃহে হয় তার
আন্তরিক কাম্য ছিল দর্শন তাঁহার।
মহাপ্রভু ত্যজে তারে সেই অপরাধে
কপটতা মনোভাবে কৃষ্ণসেবা বাধে।
বহুদিনে মহাপ্রভু না হৈল প্রসাদ
প্রায়শ্চিত্ত কৈলা প্রয়াগেতে তনুত্যাগ।
তবু সহজিয়াগণে না হয় চৈতন্য
আউল বাউলে নাহি চিন্তাস্রোত অন্য।
বহুমান করে ঘৃণ্য জড়কাম-রস
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আঁকয়ে স্ত্রীবশ।
পরদারী যেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস
তারে না আদরে সত্য মহাপ্রভুদাস।
বৈষ্ণব হয়েন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি
মহাপ্রভু শ্রবণ করেন যাঁর গীতি।

অন্যত্র গোস্বামী নামাচার্য্য হরিদাস
বারবনিতার কৈলা পাপমল নাশ।
বৈষ্ণববিদ্বেষী দুষ্ট রামচন্দ্র খান
সহিতে না পারে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্মান।
জাগতিক সাধুসঙ্গে সমশীল জ্ঞানে
প্রলুব্ধ করিতে বেশ্যা করেন প্রেরণে।
তিঁহ চৈতন্যানুরাগী হরিপরায়ণ
মোহিনী করিতে নারে তাঁহার মোহন:
তাঁ'র সঙ্গফলে বেশ্যা সুকৃতি লভিল
আদর্শ দ্বারায় এই তত্ত্ব প্রকাশিল।
বৃন্দাবনে রটে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকটিত
পথেঘাটে লোকে তাহা গাহি বেড়াইত।
বহু লোক তবে একদিন প্রাতঃকালে
অক্রূরতীর্থেতে আইসে করি' কোলাহলে।
মহাপ্রভু পুছে লোকসংঘট্টকারণ
তাহারা কহিল কৃষ্ণ হইল প্রকটন।
কালীয় নাগের শিরে নাচেন কালীদহে
স্বচক্ষে দেখিল লোক নাহিক সন্দেহ।
দেখিল স্বরূপ ফণিরত্ন প্রজ্জ্বলিত
হাসি' মহাপ্রভু কহেন ঐছে হবে সত্য।

বিবর্ত্ত-আশ্রিত ঐছে গণগড্ডালিকা
*বলভদ্র মনে কৌতূহল দিল দেখা।
সাক্ষাৎ বাস্তব কৃষ্ণ সেবন ছাড়িয়া
অনুমতি চাহিলেক কৃষ্ণ দেখি গিয়া।
তিঁহ বলেন ভট্টাচার্য্যে মারিয়া চাপড়
মূর্খ বাক্যে মূর্খ হৈলে ঐছে বুদ্ধি ধর।
আসিয়া জনেক শিষ্টব্যক্তি পরদিনে
প্রকৃত ব্যাপার যাহা করিল জ্ঞাপনে।
নৌকা লৈয়া জেলে এক প্রদীপ জ্বালিয়া
মৎস্য ধরে কালীদহে প্রত্যহ আসিয়া।
নৌকাকে কালীয় নাগ, ফণিরত্ন দীপে
ধীবরকে কৃষ্ণ মনে করে অজ্ঞ লোকে।
ঐছে গণড্ডালিকা চালিত যে হয়
সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া পরে বিবর্ত্তে নিশ্চয়
আর স্থানে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু
অসুরস্বভাবে প্রহ্লাদেরে কৈলা রিপু।
কনককামিনীরত ভোগী নাহি হইল
তেহি নির্য্যাতনে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিল।

---

* 'বলভদ্র'—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতিকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভট্ট।

ভক্ত নাহি বিদ্যা ছাড়ি ভজে অবিদ্যারে
ভগবৎপ্রপন্ন হৈলে বিষ্ণু রক্ষা করে।
ভক্তেরে প্রতিষ্ঠা হৈতে করিতে পাতিত
পাষণ্ডসকল চেষ্টা করে সর্ব্বমত।
অভক্ত-বিক্রম কভু নহে ভক্তস্থানে
সর্ব্ব অবস্থায় বিষ্ণু রক্ষে ভক্তগণে।
দ্বেষী ভক্ষণার্থ ভক্তে দেয় বিষ নিয়া
সম্বন্ধ জ্ঞানেতে ভক্ত মানেন অমিয়া।
হরিসম্বন্ধী বিষয়ে নাহি মন্দ ক্রিয়া
দেখি' শুনি' তবু নাহি বুঝে সহজিয়া।
কল্পনা করয়ে যদি ভক্তি ব্যভিচারে
আরোপে অন্ধ-বিশ্বাসে ভোগবুদ্ধি বাড়ে।
চিজ্জড় সমন্বয়ে ভক্তি লভ্য নয়
ভক্তে জর্জ্জরিত কভু না করে বিষয়।
কারাগারে পর্ব্বতে কিম্বা হস্তিপদতলে
শরণাগতেরে বিষ্ণু রক্ষে সর্ব্বস্থলে।
হিরণ্যকশিপু ভোগী, আছে সর্ব্বস্থানে,
স্ববলে বিশ্বাসী নাস্তিক, বিষ্ণু নাহি মানে।
ভয়ত্রাতা শ্রীনৃসিংহ ভক্তদ্রোহী জনে
আসুর স্বভাব দৈত্যে করেন নিধনে।

শাবক নিকটে যৈছে প্রমত্ত কেশরী
ভক্তে বরাভয়প্রদ অসুরের অরি।
হিরণ্যকশিপুগণে উগ্র ভয়ঙ্কর
সর্বস্থানে সর্বকালে রাজরাজেশ্বর।
অন্যত্র বামন বলিযজ্ঞে মাগে দান
শুক্রাচার্য্য বাধা তাহে করয়ে প্রদান।
সর্বস্ব বিষ্ণুকে দিলে ভোগ নাহি হয়
বিনষ্ট হইবে ভোগ আশঙ্কা করয়।
স্বরূপতঃ বলি জীব নিত্য সমর্পিত
ভক্ত-ভগবৎকৃপা হইলে আবির্ভূত।
প্রাকৃত-শাস্ত্রাদি ছাড়ে প্রাকৃত গুরুরে
সদ্‌গুরু বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করে।
যোগিগণ করিবারে ইন্দ্রিয় সংযম
কত মত করে কত প্রাণায়ামাসন।
যদি কোন রিপু-ব্যাঘ্র প্রাণ বধ করে
সিদ্ধির সঙ্কল্প তার কোন্ মূল্য ধরে?
ভক্ত ভগবৎসেবা উপায় উপেয়
সে অমোঘ মন্ত্রে শান্ত সকল ইন্দ্রিয়।
তুষাঘাত করি' নাহি মিলয়ে তণ্ডুল
নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ঐছে পরিশ্রম স্থূল।

বিতর্ক-ধারণা-ধ্যান-নিদিধ্যাসনাদি
নাস্তিকতা হয় লাভ কৃষ্ণ-সেবা বাধে।
তণ্ডুলেতে তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধার নিবৃত্তি
তুষভানা বৃথা আত্মবঞ্চনা-প্রবৃত্তি।
ভগবৎসেবা-জ্ঞান-প্রতীক তণ্ডুল
তণ্ডুল ছাড়িলে শুধু তুষভানা স্থূল।
ভবাব্ধিতে কাম ক্রোধ নক্র মকর
আবর্ত্ত অসৎসঙ্গ বাত্যা অনর্থের
মায়া নাগপাশে জীব হস্তপদ বদ্ধ
পার হওয়া নাহি যায় ধরি' লঘু বস্তু।
লঘুবস্তুনিষ্ঠজন ব্যস্ত কাম কর্ম্মে
সদ্‌গুরু স্নাত শব্দ-ব্রহ্মে পরব্রহ্মে।
তাঁর পাদপদ্ম—ভেলা, তিঁহ—কর্ণধার
যে আশ্রয়ে অনায়াসে ভবসিন্ধু পার।
ঐছে কত কত চিত্র আদর্শ স্থাপিয়া
সুসূক্ষ্ম ধর্ম্মের তত্ত্ব দিলা দেখাইয়া।
সতীদেহ-ত্যাগ স্বর্ণ-লঙ্কা দাহন
দেখাইলা পাষণ্ডতা দুর্ব্বুদ্ধি-দূষণ।
বৈষ্ণবনিন্দক দ্রোহী জনে শাস্তি দিতে
ভক্তে নাহি বাধে তৃণাদপি সুনীচেতে।

দুর্দ্দান্ত করয়ে কেহ প্রভুর নিন্দন
সামর্থ্য থাকিলে জিহ্বা করিবে ছেদন।
অসামর্থ্যে স্থান ত্যাগ কর্ণ আচ্ছাদনে
সতীদেবী করিলেন ত্যাগ স্বজীবনে।
শ্রীগৌড়ীয়মঠরূপ চিকিৎসা-আগারে
কর্ণপাত না করিয়া রোগীর চিৎকারে।
নিত্যমঙ্গলানভিজ্ঞ বহির্ম্মুখ জনে
করেন অস্ত্রোপচার শ্রেয়স্কামীগণে।
প্রেয়-মহারোগ-মুক্তি বিশ্বে বিলাইয়া
ফিরয়ে শরণাগত আনন্দে নাচিয়া।
জলে ছায়াচন্দ্র কাঁপে জলের কম্পনে
অস্থির না হয় চন্দ্র, ভ্রময়ে গগনে।
তৈছে জড়ে সদা মিশ্র বিক্ষুব্ধ ত্রিগুণ
চিজ্জগতে কদাপিহ না ঘটে কম্পন।
কেবল বিবর্ত্ত মায়াবাদী অনুমান
এ আদর্শ চিত্রযোগে কৈলা প্রদর্শন।
মূর্খ শুধু রাত্রিকালে সূর্য্য গেলে অস্ত
প্রমাণ করিতে চাহে তার অনস্তিত্ব।
তৈছে প্রকটাপ্রকট লীলা করে ভগবান্
প্রকট আত্মপ্রকাশ, অপ্রকট গোপন।

সর্ব্ব কালে আছে নিত্য নৈমিত্তিক লীলা
একগৃহে সে আদর্শ প্রকট করিলা।
গোলোকেতে ব্যতিরেকে বস্তুতঃ প্রপঞ্চে
কালীয়-দমন-আদি দেখাইলা মঞ্চে।
অঘ বকাসুর বধ পূতনা নিধন
খলতা ক্রূরতা রূপ কালীয় দমন।
শিষ্যের কোমল শ্রদ্ধা অসদ্‌গুরুগণে
অভিসন্ধি গুপ্ত রাখি বিযস্তন্যে হনে।
তৈছে পূতনারে ত্যাগ করিবে সর্ব্বথা
ত্যজে কুটিনাটি বক শাঠ্য ও ধূর্ত্ততা।
রজক মলিন বস্ত্র করে পরিষ্কার
অর্থ বিনিময়ে তৈছে করে বার বার।
কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ঐছে সুনিশ্চয়
অহংগ্রহোপাসকের অনুচর হয়।
কৃষ্ণের রজকবধ স্মার্ত্তবাদ-ত্যাগ
কংসানুচরের নহে শুদ্ধভক্তি লাভ।
শকট অসুর জাড্য অভিমান আদি
স্ত্রীসঙ্গ যমলার্জ্জুন আসব-আসক্তি।
শকট যমলার্জ্জুন করিয়া ভঞ্জন
ভগবান্ করে ভক্তদ্বেষী বিদূরণ।

গোবর্দ্ধন ধারণ আর নন্দ মোচন
স-গ্রহ সূর্য্যের কাল-চক্রেতে ভ্রমণ।
ছায়াশক্তি মহামায়া গণ-প্রেয়ঃ-দাত্রী
মায়াশক্তিযুক্ত রুদ্র তমঃ-অধিষ্ঠাতৃ।
গোবিন্দ ইচ্ছায় তন্ত্র আগম-প্রচার
ধর্ম্মতত্ত্ব দেন শিক্ষা জানি' অধিকার।
জীবের পঞ্চাশ গুণ তাহাতে প্রচুর
আংশিক আছয়ে আরো পঞ্চ মহাগুণ।
'গোবিন্দ আদি পুরুষ' ভজন তৎপর
'বিভিন্নাংশ গত' তিঁহ হয়েন ঈশ্বর।
নবধা ভক্তির পীঠ নবদ্বীপ ধাম
পদ্ম গড়ি' তত্ত্ব কৈলা চিত্রেতে সংস্থান।
জাগতিকসিদ্ধিদাতা হন বিনায়ক
শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশক।
অতএব সত্যসিদ্ধি যে জন যাচিবে
গণেশমস্তকে শ্রীশ্রীনৃসিংহ ভাবিবে।
বাক্ মন কায় দণ্ড ত্রিদণ্ডী মানিয়া
ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন নিরপেক্ষ হৈয়া।
ঐছে তত্ত্ব সব চিত্রে যে কৈলা প্রচার
সেই সরস্বতী করুন কল্যাণ সবার।

ভারবাহিরূপে পণ্ডিতাভিমানিগণ
শাস্ত্রার্থ না বুঝি' করে কদর্থ কথন।
ফল্গু তপস্বীর কঠোর তপশ্চরণ
ভণ্ড যোগীর কৃত্রিম মনঃসংযম।
তত্ত্ববিরোধী চেষ্টায় নাহি হয় অর্থ
বন্ধ্যাপুত্রস্নেহসম সকলই ব্যর্থ।
অসুর তপস্যা যৈছে কৈবল্যের হেতু
জড়ীয়-প্রতিষ্ঠা আত্মবিনাশের সেতু।
'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং' ভাগবতে কয়
তৈছে গুহ্য জ্ঞান চিত্রে প্রদর্শিত হয়।
সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী যে কৈলা বিধান
সেই সরস্বতী প্রভুর কর জয়গান।

ইতি 'শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়' গ্রন্থে সৎশিষ্য-প্রদর্শনী প্রকাশাধ্যায়' নাম সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীভক্তিরঞ্জনপ্রসঙ্গাধ্যায়

বান্ধবোঽস্যা জগত্যা য আত্মকল্যাণলোলুপঃ।
শ্রেষ্ঠ্যার্য্যঃ শ্রীজগবন্ধু র্যো হি সার্থকনামধৃক্ ॥ ১ ॥
বাণ্যাঃ শ্রীপ্রভুপাদস্য শিক্ষায়াশ্চ মহাপ্রভোঃ
সুবিপুলপ্রচারার্থং সমগ্রজগতীতলে ॥ ২ ॥
নগর্য্যাং কলিকাতায়াং প্রচারকেন্দ্রভূমিকা-
গৌড়ীয়মঠসৌধস্য ব্যয়ভারমুবাহ যঃ ॥ ৩ ॥
গৌরবময়কীর্ত্তিঞ্চ বিশুদ্ধভক্তমণ্ডলে।
যোঽস্থাপয়ৎ সুধীর্ধীরঃ সতীর্থো নো মহাশয়ঃ ॥ ৪ ॥
জগবন্ধু র্জগদ্বন্ধু র্জীয়াৎ স ভক্তিরঞ্জনঃ।
আত্মকল্যাণকামানাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোপকারকঃ ॥ ৫ ॥

আত্মার (দেহ বা মনের নহে) কল্যাণ সাধন লুব্ধ হইয়া যে সার্থকনামা শ্রীজগবন্ধু শ্রেষ্ঠ্যার্য্য এই জগতের প্রকৃত বান্ধব, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সুবিপুলভাবে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারজন্য কলিকাতানগরীতে প্রচারকেন্দ্রভূমি শ্রীগৌড়ীয়মঠসৌধ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার যিনি বহন করিয়াছিলেন, যে

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীরূপানুগবর্য্য
শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়াচার্য্য।
জয় ধর্ম্মপাল পরমার্থপ্রচারক
জয় জয় জয় সম্প্রদায় সংরক্ষক।
বিষ্ণুপাদ চিদ্বিলাস গোস্বামিপ্রবর
শ্রীভক্তিরঞ্জনে কৃপা যাঁহার প্রচুর।
গৌড়ীয়ার প্রাণধন শুদ্ধ বাণীমূর্ত্তি
অষ্টোত্তরশতশ্রীক জয় সরস্বতী।
দেহারামী জীবন্মৃত, মুক্ত কৃষ্ণকামী
কৃষ্ণকামী হরিদাস্যে রহে দিবা-যামী।
দেহারামী ঘুমঘোরে কাটায় জীবন
কৃষ্ণকামী সেবা-সুখী শ্রীভক্তিরঞ্জন।
ভগবৎ সেবা হয় সর্ব্বোত্তম কার্য্য
সাধুসঙ্গক্রমে তাহা বুঝিলা শ্রেষ্ঠার্য্য।
অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
দুর্ব্বুদ্ধি পিশাচী যাচে সবি কালক্ষোভ্য।

ধীরস্বভাব প্রকৃত বুদ্ধিমান্ আমাদের সতীর্থ বিশুদ্ধভক্তগণমধ্যে গৌরবময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আত্মকল্যাণপ্রার্থিগণের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক জগতের বন্ধু জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ১—৫ ॥

সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে পিশাচী ছাড়য়
কৃষ্ণশক্তি বিক্রমের দেয় পরিচয়।
নিঃশক্তিক জীব ব্রহ্ম শক্ত্যে শক্তিমান্
সহজিয়াগণে শুধু করে ভক্তিভাণ।
সেবা আনুগত্য ছাড়া, রহে অভিপ্রায়
ক্ষুদ্র লোভে মুগ্ধ হয় বৃথা বঞ্চনায়।
অপূর্ণ প্রার্থনা তবু পূর্ণ বস্তু দান
কপটতা না থাকিলে দেন ভগবান্।
তৈছে পূর্ণ লাভ জগবন্ধুর জীবনে
যাঁর কীর্ত্তি বদ্ধজীব মঙ্গল বিধানে।
যাঁহার চেষ্টার ফলে শুদ্ধ ভক্তগণ
শুদ্ধ সজ্ঘারামে করে তত্ত্ব আলোচন।
আত্মমঙ্গলের কথা শুনায়ে জীবেরে
হরিকথা কীর্ত্তনের সহায়তা করে।
নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তিঁহ পিতৃস্থানীয়
পরম বান্ধব হৈলা পরম আত্মীয়।
পিতা সম সর্ব্বজীবে যাচিয়া মঙ্গল
রচিলেন রম্য ভগবদ্‌বাসস্থল।
না করিয়া দেহ মন স্বাচ্ছন্দ্য বিধান
সত্য স্বাচ্ছন্দ্যের তরে হই যত্নবান্।

নিত্য মঙ্গলের লাগি' পায়নি কাহার
মানব সমাজে এছে বড় উপকার।
অভক্ত তাহার মর্ম্ম নারিবে বুঝিতে
মগ্ন যারা রহে আবিলতা-চিন্তাস্রোতে।
অপহৃতজ্ঞান ভোগ-চিন্তায় আপ্লুত
শ্রীহরিকৈঙ্কর্য্যে যারা নহে চেষ্টান্বিত।
পরতত্ত্ব ব্যূহতত্ত্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব আর
অন্তর্য্যামী তত্ত্ব আর অর্চ্চাবতার।
পঞ্চপরকাশ সর্ব্বারাধ্য ভগবানে
বৈকুণ্ঠে তুরীয় বস্তু পরতত্ত্ব জানি।
ব্যূহতত্ত্ব বাসুদেব, দেব সঙ্কর্ষণ
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিজন।
এই সব তত্ত্বে নাহি যোগ্যতা যাহার
পঞ্চম অধিষ্ঠান হয় অর্চ্চা অবতার।
ভগবৎকীর্ত্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে
ইন্দ্রিয় সংযত হয় সৎপথে চলে
শ্রবণের ফল হয় আত্মসমর্পণ
অমানী মানদ হয়ে করয়ে কীর্ত্তন।
ভোগময় দার্শনিক না বহে বিচার
ঠাকুর মাটির কাঠের দৃষ্টি নহে তার

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণসেবা তরে
বিশ্রম্ভ সেবার লাগি' সর্ব্ব চেষ্টা করে
যোগী সম ধ্যান করি না মাগে দর্শন
বৈরাগ্য তপস্যা নাহি করে গোপীগণ।
সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে কান্ত কৃষ্ণের ভজন
সর্ব্বকালে সর্ব্বরসে কৃষ্ণানুশীলন।
জ্ঞানীর কি কথা যোগী রহে বহুদূরে
কৃষ্ণের সংসার গোপী পাতয়ে অন্তরে
তাহে নিষ্ঠ হইলে সর্ব্বকাম তৃপ্ত হয়
ক্ষুদ্র আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি চেষ্টা নাহি রয়।
আর চারি তত্ত্ব সহ অর্চ্চা অবতারে
বিলাস বৈচিত্র্য শুধু প্রভেদ বিচারে।
অর্চ্চক না হয় কভু পৌত্তলিকগণ
না করে কল্পনা কিম্বা ধ্বংস বিসর্জ্জন।
অর্চ্চা নিজ নিত্যরূপ নাম-গুণ-লীলা
জীবেরে করুণা করি, প্রকট করিলা।
জয় জগবন্ধু জয় শ্রীভক্তিরঞ্জন
শ্রীগৌড়ীয় মঠ জয় ভক্তপ্রাণধন।
প্রসিদ্ধ বানরীপাড়া গ্রাম বরিশালে
সেথা জন্ম বারশত ঊন আশি সালে।

গন্ধবণিক্‌কুল করিলা উদ্ধার
বাল্যে আত্ম-হত্যা চেষ্টা করে দুইবার
তাহে কেন জীবনের হরে অবসান
এই বিশ্বে যে করিবে এত বড় দান।
জাগতিক লেখা পড়া কিছু না শিখিলা
চৌদ্দ টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিলা।
কালির দ্বারায় বহু অর্থ উপার্জ্জন
জীবনসংগ্রামে লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন।
ক্রমশঃ অন্যান্য দ্রব্য করে আবিষ্কার
'জে বি ডি'র নাম হইল সর্ব্বত্র প্রচার।
দেখিয়া বাউলাদির জঘণ্য আচার
বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধা কিছু না ছিল তাঁহার।
গৌড়ীয় মঠের নাম জানে সারা বঙ্গে
সাক্ষাৎকার হয় দুই সেবকের সঙ্গে।
তবে কৃপা হৈল তাঁরে বৈষ্ণব সকলে
প্রভুরে ভেটিতে তিঁহ গেলা নীলাচলে।
বৈষ্ণবসঙ্গের ফলে ভ্রান্তি হৈল দূরে
প্রপন্ন হইলা তবে বৈষ্ণব ঠাকুরে।
শ্রীমণীন্দ্র নন্দী মহারাজা মাননীয়
প্রভুস্থানে হরিকথা শুনিতেন তিঁহ।

দেখিলেন মহারাজা অতি দীন বেশে
হরিকথা শুনে নিত্য প্রভুর সকাশে
তাহে বিচূর্ণিত হইলে সর্ব্ব অহঙ্কার
প্রভু তবে করিলেন তাঁহে অঙ্গীকার।
কলিকাতা ফিরি, ঐছে হইল নির্ব্বন্ধ
দিলেন পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা মহামন্ত্র।
একদা দৈন্যেতে আসি, যাচে প্রভুস্থানে
হরিনামে জন্মভূমি করিতে প্লাবনে।
স্বয়ং প্রভুপাদ তাহা করিলা নিশ্চয়
লইয়া ছত্রিশ ভক্ত করিলা বিজয়।
ভাসিল বানরীপাড়া ভক্তির বন্যায়
দেখিয়া শুনিয়া লোকে মানিল বিস্ময়।
বৈষ্ণব জন্মের ফলে ধন্য হইল বংশ
সজ্জনেরা শতমুখে ভাগ্যের প্রশংসে।
ভাগবতরত্ন প্রভু বান্ধব তাঁহার
শিক্ষাগুরুরূপে তাঁরে করে অঙ্গীকার।
গলিল হৃদয় তাঁর উপদেশগুণে
রচিতে মন্দির রম্য বিচারয়ে মনে।
তেরশত পঁয়ত্রিশ দশই আশ্বিন
বাণীহট্ট ভরি উঠে মহাসঙ্কীর্ত্তন।

বলির মতন দেখি তাঁর চিত্তবৃত্তি
প্রভুপাদ মন্দিরের স্থাপিলেন ভিত্তি।
পরবর্ষে যথাকালে কার্য্য আরম্ভন
মন্দির নির্ম্মাণ তরে হইল ধ্যান জ্ঞান।
শ্রবণ সদন শ্রীমন্দির সঙ্ঘারাম
পরবর্ষে রম্য সব হইল নির্ম্মাণ।
পুণ্যা ত্রয়োদশী তিথি আঠারো আশ্বিন
শ্রীগৌড়ীয় মঠে উঠে মহাসঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরে
নব শ্রীমন্দিরে আনে শোভা-যাত্রা ক'রে।
দুই পত্নী লক্ষ্মীমণি ক্ষীরোদাসুন্দরী
তাঁর সেবাকার্য্যে দুহে হইল সহকারী।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারেতে হয়ে যত্নশীলা
সর্ব্ব জগতের তাঁরা মাতৃসম হৈলা।
ভাগবতরত্ন প্রভু আনন্দে ভাসিল
ভক্তিরঞ্জনে প্রেম ভরে আলিঙ্গিল।
অতীব প্রসন্ন তাঁরে হইলা প্রভুপাদ
স্বচরণামৃত দিয়া করিলা প্রসাদ।
মধ্যরাত্রে উৎসবান্তে তেসরা অঘ্রাণ
ব্রত উদ্‌যাপন হইলে গেলা নিত্যধাম

শ্রীগুরুসম্মুখে তার ঘটিল নির্য্যাণ
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরা মিলি করে হরি নাম।
প্রভু সরস্বতী মোর ঐছে কৃপাময়
বদন ভরিয়া সবে বল তাঁর জয়॥

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী বিজয়-গ্রন্থে
'শ্রীভক্তিরঞ্জন'-প্রসঙ্গাধ্যায়' নাম
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

মঠ-প্রবেশাধ্যায়

জীয়াচ্ছ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুর্হি নঃ।
প্রভুপাদ ইতি খ্যাতঃ শুদ্ধভক্তেষু যঃ সদা ॥ ১ ॥
বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠস্য নবমন্দিরে।
প্রবেশসময়ে যোহি তৎপার্থক্যমদর্শয়ৎ ॥ ২ ॥
যদ্ধিস্যাদুভয়োর্মধ্যে মঠে গৃহে প্রবেশয়োঃ।
ভোগমূলং গৃহে বাসঃ মঠবাসস্তু নির্গুণঃ ॥ ৩ ॥
আহ্বয়ামাস যঃ সর্ব্বান্ জগতাং বাসিনো মঠে।
গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরি-ধৃগ্‌ভজনালয়ে ॥ ৪ ॥
আত্মসমর্পণং কৃত্বা পাদাংস্তেষাং হি সেবিতুম্।
তৎপাদয়ো র্নিপত্যৈব তং নমামো জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

শুদ্ধভক্তগণমধ্যে যিনি সর্ব্বদা প্রভুপাদ বলিয়া খ্যাত, সেই আমাদিগের প্রভু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়যুক্ত হউন। যিনি বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের নবমন্দির প্রবেশকালে মঠে ও গৃহে প্রবেশের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রদর্শনমুখে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে গৃহে বাস ভোগমূল, কিন্তু মঠে বাস নির্গুণ; যিনি জগদ্‌বাসিগণকে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা (রাধা)-গিরি-ধারীর ভজনালয় মঠে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পাদ-পদ্ম সেবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহার পদ-যুগলে পতিত হইয়া সেই জগদ্‌গুরু (প্রভুপাদকে) আমরা প্রণাম করি ॥ ১—৫ ॥

স্থানকালাতীত জয় গৌড়ীয়ার গণ
অপ্রাকৃত অধোক্ষজ যাঁদের দর্শন।
জয় সরস্বতী গৌড়ীয়ার পাত্ররাজ
যাঁর কার্য্য কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-রাশি নাশ।
অভিজ্ঞতা লব্ধ-জ্ঞানে খণ্ডত্ব প্রমাণ
গৌড়ীয় দর্শন বিশ্বে যে করিলা দান।
অর্হৎ ক্ষণিকবাদী নাস্তিক্য দর্শন
বুদ্ধ চার্ব্বাকের মত যে কৈল খণ্ডন
মীমাংসক নৈয়ায়িক বৈশেষিক আর
সাংখ্য পাতঞ্জল আদি যে কৈল বিচার।
বিশ্ব দর্শনেতে আর গৌড়ীয় দর্শনে
পার্থক্য যে মতে তাহা যে কৈল বর্ণনে।
ডারুইন বাদ কৈছে ব্যক্ত ভাগবতে
গৌড়ীয় দর্শন সর্ব্বশীর্ষেতে কি মতে।
ক্লৈব্যবিচারপর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে
কৈছে ক্রম-বিকশিত হৈল কাল-ধর্ম্মে।
সেবাবৃত্তি-বিকাশেতে স্ত্রীভাববর্জ্জিত
একল বাসুদেবের উপাসক যত।
পরে বৈকুণ্ঠেতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
পুং স্ত্রী-ভাব-পুষ্ট যৈছে সম্পূজিত হন।

পরে সীতারাম একপত্নীব্রতধর
বহু-ভর্ত্তা দ্বারকেশ-ভজন-তৎপর।
মথুরানাথের উপাসনা তদুপরে
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা শীর্ষস্থান ধরে।
ঐছে পরমোচ্চ তত্ত্ব আর নাহি হয়
ব্রজের মধুর রতি সর্ব্বোচ্চ নিশ্চয়।
অচিৎ জগতে শান্ত রতি সর্ব্বোচ্চতে
শান্ত রতি সর্ব্বনিম্নে হয় চিজ্জগতে।
গৌড়ীয়-দর্শন দেশ-কাল-পাত্র-গত-
সাম্প্রদায়িকতাশূন্য যে কৈলা বিবৃত।
সার্ব্বভৌম-দর্শন-আচার্য্যপাদ জয়
অবিচল মতি যেন তাঁর পদে রয়।
গৌড়ীয়গণেরে এই মাগি আশীর্ব্বাদ
কৃপালু হইয়া সবে করুন প্রসাদ।
মানবেতে নৈসর্গিক পশুহিংসা-বৃত্তি
সঙ্কোচন তরে নৈমিত্তিক-শাস্ত্র-উক্তি।
যজ্ঞ বিনা পশুবধ নিষেধ যে হেতু
গৃহব্রত-ধর্ম্ম নহে কল্যাণের সেতু।
গৃহব্রত-গৃহস্থেতে প্রভেদ বিস্তর
গৃহব্রত পত্নী-পুত্র-সেবন-তৎপর।

গৃহস্থ সগণে করে কৃষ্ণের সেবন
ভাগবতকথা করে শ্রদ্ধায় শ্রবণ।
নিদ্রান্তে স্বপ্নের মত দেহে আত্মমনে
পরিত্যাগ করে অহং-মম-অভিমানে।
লভি' নর-জন্ম যৈছে কপোতী-কপোতে
রহয়ে অস্থির-চিত্ত আসক্ত গৃহেতে।
সেই মত গৃহমেধী ভোগাসক্ত সদা
পুরুষ অজিতেন্দ্রিয় রহু' যথা তথা।
শিষ্যগণ যত্র থাকে শাস্ত্রপাঠ তরে
'মঠ'-নামে খ্যাত তাহা বিদিত সংসারে।
শুদ্ধভক্তি আলোচন যে স্থানেতে হয়,
'শুদ্ধভক্তি-মঠ' তাহা সাধুগণ কয়।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য অভিলাষ নাই,
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কোন স্থান নাই,
আছে মাত্র অনুকূল কৃষ্ণের সেবন,
'শুদ্ধভক্তি'-নাম তার জানে বুধগণ।
হেন শুদ্ধভক্তি-প্রচারক প্রভুপাদ,
পাষণ্ড পালায় শুনি যাঁর সিংহনাদ।
'মঠপ্রবেশ'-লীলায় তিঁহ শিখাইলা—
"কৃষ্ণভজ জীব ছাড়ি' ভবাটবী-খেলা।

ভব-সিন্ধু তরিবার যদি ইচ্ছা হয়,
গোলোকের প্রেমানন্দ তরে বাঞ্ছা রয়,
শুদ্ধভক্তি মঠে তবে করহ প্রবেশ,
ভক্তিপথে নাহি ভাই ত্রিতাপের লেশ।
শ্রদ্ধাসহ সাধুস্থানে করহ প্রবেশ,
জীবন হইবে ধন্য, নাহি রবে ক্লেশ।"
মঠপ্রবেশ মাহাত্ম্য বর্ণিয়া ঠাকুর
প্রবেশিলা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিপুর।
বিশ্বব্যাপী 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠান
ঘোষিছে যাঁহার কীর্ত্তি, গাহি তাঁর গান,—
"জয় প্রভুপাদ জয় সকরুণ-মতি,
প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
তব দয়া, প্রভুপাদ, প্রেমভক্তিপ্রদা
অমন্দ-উদয়া তাই জানে বিজ্ঞ সদা।
জয় ওঁশ্রীভকতিসিদ্ধান্তসরস্বতী
তব পাদপদ্মে মোর রহু নিত্য মতি।"
গৃহ-প্রবেশেতে আর মঠ-প্রবেশেতে
আকাশ-পাতাল-ভেদ জান সর্ব্বমতে।
ভোগ তরে যথা হয় গৃহের নির্ম্মাণ,
তাহাতে প্রবেশ 'গৃহ-প্রবেশ' আখ্যান।

গৃহ-প্রবেশেতে হয় ত্রিগুণ-বন্ধন
দৃঢ়তর, ফলে লাভ ত্রিতাপ-যাতন।
কভু স্বর্গে উঠে, কভু নরকে পড়য়,
গৃহপ্রবেশীর ভাই এই ত ঘটয়।
সত্যাবধি কত লোক ব্রহ্মাণ্ডেতে রয়
ত্রিগুণ-অতীত তার কোনটী না হয়।
ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ গৃহাসক্ত জন
গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বে মঠবাসী র'ন।
ভক্তির আলোকে যেই আলোকিত নয়
প্রস্তর-মন্দির-বাসে মঠবাসী নয়।
গৃহে থাকে, বনে থাকে, শুদ্ধভক্ত জন
সর্ব্ব-অবস্থায় তিঁহ মঠবাসী হ'ন।
শুদ্ধসত্ত্ব—মঠ, মঠবাসী—ভক্তজন,
তাঁহার সঙ্গেতে হয় শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
(এই) শিক্ষামূলে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকাশ।
শ্রীচৈতন্যসেবকের সেবা মাত্র আশ।
চারিশত একত্রিশ গৌরাব্দ সুন্দর
তাহার পূর্ণাপ্তি—শ্রীগৌরজন্মবাসর;
হেন পুণ্য দিনে প্রভু সন্ন্যাস করিলা,
মূল-কেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিলা।

নবদ্বীপে অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর-ধাম।
তাহে শোভে 'যোগপীঠ' গৌরজন্মস্থান।
যোগপীঠ-উত্তরেতে শত ধনু দূরে
"শ্রীবাস-অঙ্গন" শোভে ধাম মায়াপুরে।
তথা হৈতে দশ ধনু উত্তরেতে রাজে
'অদ্বৈতভবন' রম্য ভক্তের সমাজে।
তার পঞ্চধনু পূর্ব্বে 'গদাধর-গৃহ'
অদ্যাপি না হইয়াছে প্রকাশিত ইহ।
তাহা হৈতে তিন শত ধনু উত্তরেতে
'শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহ', জানি শাস্ত্রমতে।
'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠানের আকর
শ্রীচৈতন্যমঠরাজ তথায় সুন্দর।
'শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-বিনোদপ্রাণ'
প্রকাশ করিলা তথা যিনি মম প্রাণ।
ঊনত্রিশ চূড়াযুত মন্দিরের মাঝে
অন্তঃকক্ষে এই সব বিগ্রহ বিরাজে।
চারি পার্শ্বে চারি কক্ষে দেখহ ধীমান্,
মধ্বাদি আচার্য্য চারি জন বিদ্যমান।
শ্রীমধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ—
সেব্যসহ চারিজন আছে যুক্তভুজ।

মঠরাজ-প্রকাশের বর্ষকাল মাঝে
গৌড়ীয়মঠ প্রকাশিলা সজ্জন-সমাজে।
রাজধানী কলিকাতা বঙ্গোদেশে বটে,
এক নম্বর উল্টাডাঙ্গা জংশন রোডে,
নিত্য প্রেষ্ঠ ভাগবতরত্নের আগ্রহে,
প্রকাশিলা শ্রীগৌড়ীয়মঠ পুরগেহে।
'শ্রীভক্তিবিনোদাসন' নাম আগে দিলা,
'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' নাম পরে প্রকাশিলা।
'বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা' পুনঃ প্রকাশিলা,
সনাতন-রূপ-জীব মহিমা জানাইলা।
দ্বাদশ বর্ষের অন্তে সুরধুনী তটে,
কলিকাতার 'বাগবাজার' খরবটে,
নির্ম্মিত হইল এক রম্য শ্রীমন্দির,
প্রবেশিলা প্রভুপাদ, নেত্রে প্রেমনীর।
উল্টাডাঙ্গা হৈতে হেথা আসিবার কালে,
সজ্জিত হইল রথ, শ্রীবিগ্রহ কোলে।
অর্দ্ধক্রোশব্যাপী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা.
উড়িল পতাকা, হর্ষের নাহিক মাত্রা।
"শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল,
মধুর মৃদঙ্গ বাজে, শুনিতে রসাল।"

শত শত কীর্ত্তনীয়া মহানন্দে গায়—
বহিল প্রেমের বন্যা, থাই নাহি পায়।
অসংখ্য জনতা দেখে নির্নিমেষ হৈয়া,
ভক্তগণ নেচে যায় সেব্য ধন লৈয়া।
সে আনন্দ বর্ণিবার সাধ্য আছে কার,
সেই সে ধন্য যে দেখিয়াছে একবার।
লোকের সংঘটে পথ চলা মহা দায়,
নাহি কোন ক্লেশ তবু, হৃষ্ট সবে হয়।
কলিকাতা ইতিহাসে এ নব অধ্যায়;
সিনেমা লৈল ফিলিম, মানিল বিস্ময়।
হেন শোভাযাত্রা, হেন সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি,
কোথা নাহি দেখি ভাই, কোথা নাহি শুনি।
এই রঙ্গে আচণ্ডালে দিয়া হরিনাম,
প্রবেশিলা শ্রীমন্দিরে প্রভু গুণধাম।
ধন্য প্রভুপাদ ধন্য তব সব লীলা,
জীব উদ্ধারিতে তব অভিনব ভেলা।
'শ্রীমঠপ্রবেশ' নামে এই মহোৎসব
দেখিতে আসিল সবে শুনি' কৃষ্ণরব।
সবেই মাতিল ভাই কীর্ত্তন-তরঙ্গে,
বৈষ্ণবের আনুগত্যে গাহে মহারঙ্গে।

ঢাক, জয়ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা আর তুরী,
নানাবিধ বাঁশী আর শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী—
ঐক্যতানে বাজে সব, উচ্চ ধ্বনি তার,
গগন ভেদিয়া যায়, কিবা চমৎকার।
সহস্র কণ্ঠেতে গাহে,—"জয় প্রভুপাদ,
জয় বিশ্বম্ভর জয় রাধা রাধানাথ।
প্রভু-মনোভীষ্ট-স্থাপক ধন্য কুঞ্জদা,
ধন্য ভকতিরঞ্জন জগবন্ধু সদা।
যতদিন গৌড়ীয়মঠ প্রকট রহিবে,
প্রভুসেবকের কীর্ত্তি ভুবন গাহিবে।
প্রভুর সেবক রূপে তোমাদের খ্যাতি,
সুধীজন গাহিবেক আনন্দেতে মাতি'।"
সুপ্রশস্ত সারস্বত-শ্রবণসদনে
নৃত্য কীর্ত্তনরত ত্রিদণ্ডিপাদগণে।
মৃদঙ্গের ধ্বনিসহ সঙ্কীর্ত্তন-রোলে,
সুধার সুধারা কর্ণ-বিবরেতে ঢালে
"কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ সেবা কর ভাই।
রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই।"
এই শিক্ষা ত্রিদণ্ডীর কীর্ত্তনেতে পাই—
ভক্তি ছাড়া প্রেমলাভে অন্য গতি নাই।

মহাপ্রসাদবৈচিত্র্য কি কহিব ভাই,
সন্দেশাদি মিষ্ট অন্ন যার যত চাই।
দধি, দুগ্ধ, রসগোল্লা, ছানা, গজা, সর,
পানতোয়া, মালপোয়া, লাড্ডু আর ক্ষীর,
আরো কত মিষ্টি ভাই নাহি জানি নাম,
ভার ভার রহিয়াছে মন-অভিরাম।
প্রসাদ-সেবনে হয় প্রপঞ্চের জয়—
প্রসাদ মাহাত্ম্য এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

"শীর অবিদ্যা-জাল ষড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে
তারমধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি
তাকে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অমৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥
যোগে যোগী পায় যাহা ভোগে আজি হবে তাহা
হরি বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন ত্রিজগৎ করে ধন্য
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই॥"

দয়ালু বৈষ্ণবগণ এই ধ্বনি সহ
বিতরিলা প্রসাদান্ন সুখে অহরহ।
উৎসবের মুখ্য অঙ্গ প্রভু-হরি-কথা
পাঞা ধন্য হৈল জীব জানিহ সর্বথা।
সম্বন্ধাভিধেয় আর প্রয়োজন তত্ত্ব
ভাগ্যবান্ লাভ করি' হৈল শুদ্ধসত্ত্ব
অপ্রাকৃত তত্ত্ব বস্তু যাঁর অবদান।
সেই সরস্বতী জয় কর সবে গান॥

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী-বিজয় গ্রন্থে 'মঠ প্রবেশাধ্যায়' নাম নবম পরিচ্ছেদ।

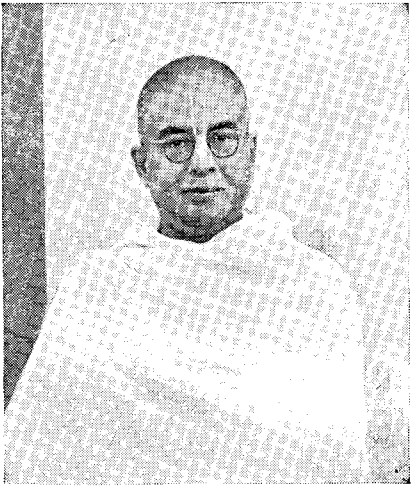

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

(বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য)

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ-প্রসঙ্গাধ্যায়

বিজয়তাং প্রভুঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
শুদ্ধভক্তি-প্রচারেণ যোঽসাবাসীজ্জগদ্‌গুরুঃ ॥ ১ ॥
আত্মসংগোপনাৎপূর্বং সর্বান্ স্বানুগতাংশ্চ যঃ।
আদিদেশানুবর্ত্তুং হি শ্রীলকুঞ্জবিহারিণম্ ॥ ২ ॥
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদানাং শুদ্ধভক্তিপ্রচারণে।
প্রধানীভূতসাহায্যং যঃ প্রাদাদবিকুণ্ঠিতঃ ॥ ৩ ॥
তস্মাচ্চৈব প্রিয়শ্চাসীচ্ছ্রীগুরোর্যো বিশেষতঃ।
শ্রীলকুঞ্জবিহারীতি বিদ্যাভূষণ নামধৃক্ ॥ ৪ ॥
শ্রীভাগবতরত্নশ্চ মহামহোপদেশকঃ।

যে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু শুদ্ধভক্তি-প্রচার বিষয়ে জগদ্‌গুরু ছিলেন, তিনি বিশেষ জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

যিনি আত্মসংগোপন (অর্থাৎ নিত্যলীলা-প্রবেশ) করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অনুগত সমস্ত ভক্তকে শ্রীল কুঞ্জ-বিহারীর অনুবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তি-প্রচারক্ষেত্রে যিনি প্রধানীভূত সাহায্য দান অবিকুণ্ঠিতভাবে করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ নামধারী যিনি সেই কারণে শ্রীগুরুদেবের বিশেষভাবে প্রিয়পাত্র ছিলেন ॥ ৪ ॥

আচার্য্যত্রিকনামা চ শাস্ত্রাধ্যায়ন গৌরবাৎ ॥ ৫ ॥
শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তু গুরোরিষ্টমসাধয়ৎ।
তেন জ্ঞাতো গুরুপ্রেষ্ঠঃ সতীর্থ-সজ্জনেষু হি ॥ ৬ ॥
ভক্তিবিলাসতীর্থোঽয়ং সন্ন্যাস গ্রহণাৎ পরম্।
শ্রীমায়াপুরধাম্নোহি সেবায়াং ব্যাকুলঃ সদা ॥ ৭ ॥
তস্যানুগ্রহপ্রাপ্ত্যর্থং যাচেঽহং তং প্রযত্নতঃ।
যেন শ্রীগুরুসেবায়াং প্রবৃত্তঃ স্যামকণ্টকঃ ॥ ৮ ॥
জয় শ্রীল সরস্বতী প্রভু জয় জয়
নিত্যানন্দাভিন্ন তনু কৃপার নিলয়
জয় জয় ভগবৎ প্রকাশ বিগ্রহ
তাঁহার মহিমা যেন গাই অহরহঃ।

যিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন-গৌরবজন্য শ্রীভাগবতরত্ন মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক নামে পরিচিত ॥ ৫ ॥

যেহেতু তিনি শুদ্ধভক্তি-প্রচারবিষয়ে শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য সতীর্থ সজ্জনসমাজে তিনি গুরুপ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ॥ ৬ ॥

এক্ষণে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ নামে পরিচিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন ॥ ৭ ॥

যাহাতে নির্বিঘ্নে গুরুসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারি, সেই নিমিত্ত অতি যত্নের সহিত তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তিজন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি ॥ ৮ ॥

তেরশত তেতাল্লিশ ষোলই পউষে
কৃষ্ণ চতুর্থীর অন্ত্য যামে নিশা শেষে
মর্ত্ত্যে অপ্রকট-লীলা করি আবিষ্কার
নিশান্ত লীলায় হৈল প্রকাশ যাঁহার।
যাঁহার অকৃপা হৈলে কোথা গতি নাই
বৈষ্ণব আজ্ঞায় তাঁর কিছু গুণ গাই।
পূর্ব্বে কিছু গাহিয়াছি তাঁহার কৃপায়
সমাপ্ত না হৈল গ্রন্থ দৈবের ইচ্ছায়
বর্ষ ছয় বাস মোর বহু দূর দেশ
আরো বহু বিঘ্ন মধ্যে করিল প্রবেশ
বৈষ্ণবেরা লীলা-মুখে করে ছদ্ম রণ
পাক্ষিক গৌড়ীয় আদি অপ্রকট হন
দশমাদি না হইল অধ্যায় লিখন
এবে গুরুপ্রেষ্ঠ কথা কীর্ত্তনে মনন।
মনে লয় কাল পূর্ণ তবে না হইল
যথা কালে এবে তার সুযোগ মিলিল।
বৈষ্ণব আজ্ঞায় মুঁই দন্তে তৃণ ধরি
সেই গুরুপ্রেষ্ঠে কোটি দণ্ডবৎ করি
ও ভু যাহা কহিলেন তাই পুনরায়
ছন্দে গাঁথি রাখিলাম ভক্তের ইচ্ছায়।

বুঝিতে নারিয়া করি দোষ অপরাধ
মূঢ় মুঁই বৈষ্ণবের মাগিয়ে প্রসাদ।
যাঁহার কৃপায় ভক্তিরসামৃত কণ
সুদুর্ল্লভ নরলোকে পায় আস্বাদন
মহান্তস্বরূপে সেই ভক্তলীল জয়
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হউন বিজয়।
নিখিল জীবের যাতে সংসার মোচন
যেই লাগি স্বাংশ কলা অবতারগণ
যাঁহার প্রসাদে তত্ত্ব প্রকাশিত হন
জয় জয় শ্রীরাধা শ্রীমদনমোহন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু মুখ বিনিঃসৃত
দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক যেই মহামন্ত্র
যে নামে রসিকজন প্রেমে নিমগন
সর্ব্বোপরি সেই নাম জয়যুক্ত হ'ন।
গৃহস্থ লীলায় নাম শ্রীকুঞ্জবিহারী
শ্রীল প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ সেবা অধিকারী।
শ্রীগুরু-সেবক-সেবাব্রত অভিমান
শ্রীচৈতন্যমঠসেবা-প্রতিষ্ঠান প্রাণ
যিঁহ শ্রীগৌড়ীয়জন-বন্ধুবর হন
হরিগুরু-সেবাতরে বিশ্ব নিমন্ত্রণ

আদি শিল্পী যিঁহ কৈলা মঠাদি রচনা
ভাগবত-রত্নমালা মধ্যমণিগণ।
শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠ মূর্ত্তি যিঁহ হয়
সেই ভাগবতরত্ন প্রভু জয় জয়
গুরুপাদপদ্মবাণী যে কৈল পোষণ
শ্রীআচার্য্যত্রিক পরবিদ্যাভূষণ
যিঁহ হরিভজনের কুঞ্জদানকারী
'কুঞ্জদা' প্রখ্যাত জয় শ্রীকুঞ্জবিহারী।
হরি-কীর্ত্তনের কুঞ্জ করিয়া প্রকাশ
সভে আকর্ষণ যেই করে প্রভুপাশ
যাঁহার প্রকট-ভূমি জেলা যশোহর
ধন্য পুরুলিয়া নামে গ্রাম মনোহর।
অকৈতব সত্যনিষ্ঠ স্বয়ং সসঙ্ঘ
যিঁহ হন শ্রীগৌড়ীয় মঠ মেরুদণ্ড
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ এবে স্বামিপাদ
গুরু আনুগত্যে সভে করেন প্রসাদ।
জয় গুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীল সরস্বতী জয়,
সপার্ষদ মহাপ্রভু হউন বিজয়।
জয় সর্ব্ব সারস্বত গৌড়ীয়ার গণ
ভাগবতরত্নমালায় যাঁদের গণন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে কৈল নির্দ্দেশে
সর্ব্ব কবিজগতের সুরপতি সম
জয় পূজ্য শ্রীল রূপ গোস্বামি-চরণ।
জয় শ্রীল রঘুনাথ, জয় সরস্বতী
জয় তাঁর প্রেষ্ঠভক্ত শ্রেষ্ঠ মহামতি।
শান্তাদি দ্বাদশ রস যাঁহা বিদ্যমান
পরমানন্দ স্বরূপ মূরতি প্রমাণ
চৌদিক প্রসারী, কান্তি দ্বারা বশ করি'
রাখেন তারকা পালি দুই যূথেশ্বরী,
শ্যামলা ললিতা দোঁহে আত্মসাৎকারী,
সম্পাদেন শ্রীরাধার প্রীতি সর্ব্বোপরি।
সেই সর্ব্বদুঃখহারী সুখ-বিধায়ক
বিধুকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করুক।
অভিধানে বিধুশব্দে শ্রীবৎসলাঞ্ছন
তাতে সর্ব্বভগবৎস্বরূপবাচন
তথাপি 'রাধা প্রেয়ান্' এই বিশেষণ
অসাধারণত্বে স্থাপে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তিঁহ ভিন্ন সম্পাদিতে প্রীতি রাধিকার
অন্য সব ভগবানে যোগ্যতা কাহার ?

এই তত্ত্ব শ্রীল রূপ গোস্বামি-চরণে
সবিচার উঘাড়িয়া করিলা স্থাপনে
সেই ধারা বহাইতে সর্ব্ব আয়োজন
যাঁর সেই তীর্থ স্বামী জয়যুক্ত হ'ন।
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর
হাস্য করুণ রৌদ্র ভয়ানক বীর
অদ্ভুত বীভৎস বার রস একত্রেতে
অখিলরসামৃতমূর্ত্তি উপাধি সেমতে
পরমানন্দ স্বরূপ মূরতি প্রমাণ
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেতে হয় বিদ্যমান।
অখিলরসামৃতমূর্ত্তি যদিও স্বয়ং
রস বিশেষ বিশিষ্ট পরিকর গণ।
বৈশিষ্ট্যেই তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য
মধুর রসের পরিকরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।
তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন
পরিকর সম্বন্ধেতে হয় সংঘটন।
ভাগবত দশমেতে আছয়ে বর্ণন
ব্রজগোপীগণ-ভাগ্য করি' বহুমান
মথুরা-রমণী আত্ম ধিক্কার করয়
স্বল্পপুণ্যে কৃষ্ণে মোরা দেখি অসময়।

অনির্বচনীয় তপঃ করি গোপীগণ
নবনবায়মান রূপ দেখে প্রতিক্ষণ।
অতুল কৃষ্ণের রূপ লাবণ্যের সার
সাম্য ও আধিক্য শূন্য অতি চমৎকার।
অনন্যসিদ্ধ দুষ্প্রাপ্য লক্ষ্মীগণেরও
অব্যভিচারী আশ্রয় যশঃ শ্রী আদির।
ঐছে রূপ নয়নেতে নিরন্তর পান
কোন্ তপস্যার ফলে করে গোপীগণ ?
পুনঃ শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-চরণ
কহেন শ্রীশঙ্করাদি যোগেশ্বরগণ
হৃদয় আসনে যাঁর করেন কল্পন
যিঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বশক্তিমান্
সেই কৃষ্ণ যবে গোপী সভা প্রবেশিলা
আপন ঐশ্বর্য্য কিছু নাহি প্রকাশিলা।
কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত নিজ উত্তরীয় দিয়া
বহু সমাদরে তথা আসন রচিয়া
গোপীগণ করিলেন কৃষ্ণের সম্মান
গোপী-সভা মধ্যে কৃষ্ণ হন শোভমান।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্ব শোভাময়
পুনঃ সর্ব্বাতিশয় রূপে শোভিত নিশ্চয়।

ব্রজ-গোপীগণ সঙ্গে শ্রীরাস-মণ্ডলে
মদনমোহনরূপ সরাধা একলে।
গোপালী পালিকা ধন্যা ধনিষ্ঠা বিশাখা
রাধা অনুরাধা আর সোমাভা তারকা
মুখ্যা গোপী দশ জনে দশমী দশমী
ভবিষ্য উত্তর খণ্ডে কহে এই শুনি।
স্কন্ধ পুরাণোক্ত মুখ্য গোপী পঞ্চজন
ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রা হন।
তারকা ও পালী দুই মুখ্যা কনিষ্ঠা
শ্যামলা ললিতা দুই মধ্যমা গরিষ্ঠা।
বশীভূত চৌদিক প্রসারী কান্তি দিয়ে
তারকা ও পালি দুই যূথেশ্বরী হয়ে।
যাঁহার সংসর্গ গুণে মাধুর্য্য আধিক্য
ললিতা শ্যামলা তাহে সে মধ্যমা মুখ্য।
অতএব এ দোঁহারে কৈলা আত্মসাৎ
শ্রেষ্ঠ মুখ্যা শ্রীরাধার উল্লেখ পশ্চাৎ।
শ্রীরাধার সহযোগে সর্ব্বাধিক মাধুর্য্য
'রাধা প্রেয়ান্' শব্দে ইহাই উদ্দিষ্ট।
সর্ব্বাতিশয়রূপে প্রীতি রাধা বিনে
কৃষ্ণের না হয় কভু অন্য গোপীগণে।

পুনঃ প্রীতি রস করাইয়া আস্বাদন
ভুবনমনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের মন
বিমুগ্ধিয়া আনন্দিতে সামর্থ্য যাহার
আনন্দ বিধান করি সেই রাধিকার
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধৈর্য্য করি প্রকটন
রাধা সহ ভাতি হয় মদনমোহন।
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পাদনে
গোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা নহে সাধারণে।
মৎস্য পুরাণেও ঐছে আছয়ে বর্ণনে
রুক্মিণী দ্বারকাপুরে, রাধা বৃন্দাবনে।
দ্বারকার সহিত বৃন্দাবন সম নয়
অতএব শ্রীরাধিকা সর্ব্বোচ্চ নিশ্চয়।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-মঙ্গলাচরণে
শ্লোকে শ্রীল রূপ তত্ত্ব করিলা বর্ণনে :—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-
রুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণনে
শ্রীরাধায় 'কৃষ্ণময়ী' 'পরা' বলি গণে

'সর্ব্বকান্তি' 'সম্মোহিনী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী'
ইহাতেও শ্রীরাধিকা সর্ব্বোচ্চ নিশ্চয়।
"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥
পুনঃ ঋক্ পরিশিষ্টে শ্রুতিতেও উক্ত
সর্ব্বাপেক্ষা শোভে কৃষ্ণ শ্রীরাধা সংযুক্ত।
ঐছে রাধা সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণ সঙ্গে শোভে
মাধবে রাধায় আর রাধায় মাধবে।
রাধা আরাধনা বশ শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে
রাধায় মিলেন ছাড়ি' অন্য গোপীগণে।
লৌকিক ও অলৌকিক বস্তুর অতীত
রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব বস্তু করিতে প্রতীত।
তাহে লোকে কৈছে হয় বুদ্ধির প্রবেশ
বিধু উপমান তাই করিলা নির্দ্দেশ।
সর্ব্ব অংশে চন্দ্র কভু নহে উপমান
মঙ্গলাচরণে বিধু তাহাতে প্রমাণ।
চন্দ্র নাশে অন্ধকার উত্তাপের দুঃখ
পীযূষ আধার তাহে আছে সর্ব্বসুখ
চতুর্দ্দিকে বিরাজিত তারকা মণ্ডলী
অন্ধকার নাশি আলো করে নভস্থলী

ঐছে অর্থে বিশেষণ প্রয়োগ করিলা
তত্ত্বজ্ঞানী গূঢ় অর্থ রস আস্বাদিলা।
এই সব তত্ত্ব যিঁহ করে প্রচারণ
জয় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-চরণ।
শ্রীগুরু সাক্ষাৎ হরি শাস্ত্রের কীর্ত্তন
শ্রীগুরু শ্রীহরিপ্রেষ্ঠ ভাবে সাধুগণ
গুরু-সেবা-অধিকার সাধুশাস্ত্রে কয়
তদীয় প্রেষ্ঠের আনুগত্য বিনা নয়।
আপনি সাজিয়া দ্রষ্টা করি বহুমান
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে যেই করে দৃশ্যজ্ঞান
প্রকৃত স্বরূপ তার উপলব্ধি নয়
সম্যক্ দর্শন গুরু-প্রসাদেই হয়।
অতএব গুরু-প্রেষ্ঠ করিতে বিচার
গুরুপাদপদ্ম বিনা নাই অধিকার।
অলৌকিক ক্রিয়া মুদ্রা অদ্ভুত কথন
তাঁর বাণী করিয়াছে দিগ্‌দরশন।
কাহার সামীপ্য হার্দ্দী আকাঙ্ক্ষা প্রভুর
কাহার বিরহে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রচুর
গরিমা কীর্ত্তন শুনি আনন্দাশ্রুময়
কার সেবা-চেষ্টা করে উদ্বেল হৃদয় ?

যাহারে করিলা প্রভু সুপ্রচুর স্নেহ
সেই গুরুপ্রেষ্ঠ ইথে কি আছে সন্দেহ ?
শ্রীবার্ষভানবী দেবী দয়িতের প্রেষ্ঠ
তাঁর প্রেষ্ঠ হন সর্ব বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ।
বৈষ্ণব সেবার ঋণ শুধিবার তরে
যবে তিঁহ ছিলা দূর বসরা নগরে !
পুনঃ দর্শনের প্রভু প্রতিশ্রুতি দিলা
মহাপ্রভু সনাতনে যৈছে আদেশিলা।
তৈছে পুনঃ চারি কার্য্য লুপ্ত তীর্থোদ্ধার
দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচার।
তৃতীয় বৈষ্ণব-স্মৃতি সমাজ স্থাপন
মদনমোহন মূর্ত্তি লোকে প্রকটন।
প্রিয় এই চারি কার্য্য যত্নে সম্পাদিবে
নিঃসংশয়ে গৌর-কৃষ্ণ সেবা লাভ হবে।
পুনঃ পুনঃ ঐছে স্নেহ প্রকাশি বিশেষ
যথাযোগ্য ভাব সেবা দেন উপদেশ ঃ—
"কোন এক অনিপুণা গোপ ললনায়
শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সদা কাছে চায়।
মূঢ়া সে নয়নমণি পতি প্রবঞ্চন—
কার্য্যে অসমর্থা তাই বাহ্য কৃত্যে রন।

কিন্তু তবু সুশোভনা বিমল মঞ্জরী
বিনোদিনীরও সঙ্গ দূরে পরিহরি'
নয়নমণির সঙ্গ বিমুখা হইয়া
বসতি করিছে দূরে প্রয়াস করিয়া।
তাই যাতে বার্ষভানবীর অন্বেষণ
করিতে নয়নমণি করেন যতন
বিমল মঞ্জরী কৃত্য এহি সর্ব্বথায়
এসব ক্রিয়ার মধ্যে পাইবে আমায়। *
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী সেবা চেষ্টাময়
ধন্য শ্রীকুঞ্জবিহারী প্রভু জয় জয়।

---

*"শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কোন একটি অনিপুণা গোপললনাকে নয়নমণিমঞ্জরী বলিয়া ডাকেন এবং সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিতে চান, কিন্তু সেই মূঢ়া পতিবঞ্চনাকার্য্যে অসমর্থা বলিয়া নানা প্রকার বাহ্যে কৃত্যে সময় যাপন করে, কিন্তু পরম সুশোভনা বিমলমঞ্জরী বিনোদিনীর সঙ্গ বিমুখা হইয়া নয়নমণির সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নয়নমণি বার্ষভানবীর অন্বেষণে যাহাতে একান্তমনে যত্ন করিতে পারেন, উহাও বিমলমঞ্জরীর কৃত্য। * *আমার দেখা পাও ভালই, নতুবা এই সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আমাকে পাইতে পারিবে"।

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাংশ

কুলিয়ায় যবে তিঁহ প্রভুরে মিলিলা
শ্রীগৌরকিশোর প্রভু অপ্রকট হৈলা
দ্বিতীয় স্বরূপ রূপে যাঁহার বর্ণন
করিলেন দেখি তাঁর সেবা অনুপম
আদি শিল্পী শ্রীগৌড়ীয় মঠ রচনার
মধ্যমণি ভাগবত রত্নমালার
গোপী মধ্যে যৈছে রাধা শোভে বৃন্দাবনে
তৈছে শোভে সারস্বত গৌড়ীয়ার গণে।
শ্রীহরি গুরু সেবায় বিশ্ব নিমন্ত্রণ
শ্রীগুরু-সেবক-সেবা-ব্রত অনুক্ষণ
গৌড়ীয়ের বন্ধুবর শিক্ষক অগ্রণী
মূল স্তম্ভ তিহ, সহিষ্ণু-শিরোমণি
অভিলাষ গুরুমনোঽভীষ্ট পরিপূর্ত্তি
ধন্য শ্রীগুরুদেবের যিঁহ প্রেষ্ঠমূর্ত্তি।
পতিতপাবন গুরু বৈষ্ণবের গণ
সে সভার কৃপা-কথা না যায় কথন
সে সভা চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি
চেষ্টা তারি কিছু কিছু রাখি ছন্দে ধরি।
এতে যত দোষ ত্রুটি সকলি আমার
কৃপা শক্ত্যে নাহি হয় যোগ্যতা বিচার।

যে মহাপুরুষ অকৈতব সত্যনিষ্ঠ
জয় শ্রীকুঞ্জবিহারী জয় গুরু-প্রেষ্ঠ
স্বয়ং 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ' যাঁহার বর্ণন
কায়ব্যূহ সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধগণ।
নিত্যসিদ্ধভাবে সর্ব্ব সদ্‌গুণ আশ্রয়
কুঞ্জদা নামেতে যাঁর স্থূল পরিচয়।
শ্রীচৈতন্য সরস্বতী হরি কীর্ত্তনের
'কুঞ্জদা' নামেতে কুঞ্জ প্রকাশ করেন।
সেই কুঞ্জে স্থান দিতে সভে আকর্ষেণ
ঐছেই কুঞ্জদা শব্দ শুদ্ধ ব্যাকরণ।
নবীন প্রবীণ শ্রীল জগন্নাথ সম
গৌরকিশোরের বহির্ম্মুখ প্রবঞ্চন
ভক্তিবিনোদের যুক্ত বৈরাগ্য যাহাতে
প্রকাশ পাইল যথা সব এক সাথে।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু সম
ভকতবৎসল তিঁহ সেবা বিচক্ষণ।
গুরুপ্রেষ্ঠ জয়, জয় শ্রীল সরস্বতী
জয় সর্ব্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামতি
জয় চারিধাম, সর্ব্ব তীর্থ, সর্ব্ব মঠ
জয় শ্রীমঠের সেবক সকল নিষ্কপট।

বৈষ্ণব ধরিয়া বক্ষে ধন্যা এ ধরণী
পবিত্রা হয়েন কুল কৃতার্থা জননী
স্বর্গেতে আনন্দে নৃত্য করে পিতৃগণ
শোচ্য দেশ শোচ্য কুল সব পূজ্য হন।
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ আবির্ভাব স্থান
জেলা যশোহর পুরুলিয়া গ্রাম।
দৈব-বর্ণাশ্রম হয় সর্ব্বথা স্বীকার্য্য
বৃত্ত দরশনে তাহা নির্দ্দেশে আচার্য্য।
বৃত্ত অনুসারে সত্যকাম জাবালীরে
গৌতম নির্দ্দেশে বর্ণ হরিষ অন্তরে।
বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ভার্য্যা নাহি হয়
ব্রহ্মণ্য কোথায় বিনা গুরু পাদাশ্রয়?
হরিভজনেচ্ছারূপ সরলতা আর
সংযোগ হইলে বৃত্ত সত্যবাদিতার
অধিকারী হইতে পারমার্থিক ব্রাহ্মণ
বৈষ্ণব আচার্য্য স্থানে উপনীত হন।
সদ্‌গুরু তবে ঐছে অধিকারি-জনে
বৈদিক সংস্কার দেন সাত্বত বিধানে।
কাংস্য যৈছে স্বর্ণ হয় কৈলে রসায়ন
দীক্ষা বিধানেতে বিপ্র হয় নরগণ।

সমাধান হৈলে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার
দ্বিজত্ব লক্ষণাভাব নাহি রহে আর।
শৌক্র বিচারের পক্ষপাতী স্মার্ত্তগণ
সংস্কারের পূর্ব্বে ঐছে না দেখে লক্ষণ।
যদি কেহ ব্রাহ্মণের বৃত্তি নাহি চায়
তারেও সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ বলয়।
পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াদি যোগবলে তপস্যায়
নিমিত্ত কারণে কিবা ব্রাহ্মণতা পায়।
নহে শুধু হৈলে শৌক্র ব্রাহ্মণ সন্তান
শাস্ত্রে তার ভূরি ভূরি আছয়ে প্রমাণ।
সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক সমুদিত হন
তবু নহে পূর্ব্বদিকে উদয় কারণ।
তৈছে বৈষ্ণবের কুল নহে ত কারণ
বৈষ্ণব হইলে আর নহে অব্রাহ্মণ।
ঋষভ দেবকে ইন্দ্র জয়ন্তীরে দিল
কালক্রমে তাঁহাদের শত পুত্র হৈল
প্রথম ভরত মহাযোগী নরপতি
ক্ষাত্রধর্ম্মী নয় ভ্রাতা তার পরবর্ত্তী।
বৈষ্ণব নবযোগীন্দ্র আর নয়জন
অবশিষ্ট একাশীতি হয়েন ব্রাহ্মণ।

অতএব শৌক্র জন্মে ব্রহ্মণ্য না হয়
সর্ব্ব কবিরাজ পুত্র কবিরাজ নয়।
ঐছে বিচারিয়া গুণ বৃত্ত অনুসারে
বর্ণাশ্রম বিনির্ণয় যোগ্যতা বিচারে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি
সন্ন্যাসী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী।
ব্রাহ্মণ না হই নারে বৈষ্ণব হইতে
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাহি হয় সর্ব্বত্রেতে।
ঐছনে বৈষ্ণবস্মৃতি-সমাজ-স্থাপন
মদনমোহন মূর্ত্তি লোকে প্রকটন।
লুপ্ত তীর্থোদ্ধার ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার
অসম্পূর্ণ কার্য্য যত ছিল আপনার
কুঞ্জদাকে দিলা প্রভু সেই সব ভার।
সকল সেবকগণে দেন উপদেশ
আপনি করিলে নিত্যলীলায় প্রবেশ।
কার আনুগত্যে হবে পরম মঙ্গল
আপন চরম পত্রে নির্দ্দেশ সকল।
সে কুঞ্জবিহারী প্রভু জয়যুক্ত হৌন
জয় তাঁর অনুগামী সহকারিগণ।

তেরশত এক সাল চৈত্রের উনিশে
মীনে রাহুযুক্ত রবি জাগে পূর্ব্বাকাশে।
মেষে শুক্র তুঙ্গী শনি বৈসয়ে তূলায়
সকুজ চন্দ্রমা বৃষে মীন লগ্ন পায়
কেন্দ্রীগুরু মিথুনেতে বুধ কুম্ভে স্থিত
সোমবারে শুভক্ষণে হইলা উদিত
সারস্বত গৌড়ীয়ার পরম আশ্রয়
শ্রীল সরস্বতী-প্রেষ্ঠ তীর্থ স্বামী জয়।
করিতে জগত জনে অশেষ কল্যাণ
গুরু-মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হয়ে মূর্ত্তিমান
জাগতিক মাতৃক্রোড়ে প্রকাশ যাঁহার
হোক সেই গুরুপ্রেষ্ঠে জয় জয়কার।
সামর্থ্য নাহিক তবু তাঁর গুণ গান
আপনা স্খালন তরে কিছু করিলাম।
মাতা গুরুদাসী মোর ঈশ্বর জনক
শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ বর্ত্মপ্রদর্শক।
শিক্ষাগুরু প্রভু-প্রেষ্ঠ তীর্থ স্বামিপাদ
সর্ব্বথা মাগিয়ে মুঞি যাঁহার প্রসাদ।
এই আশাবন্ধ করি হৃদয়ে পোষণ
যত যত সারস্বত গৌড়ীয়ার গণ।

সভার চরণ-পদ্ম করি সম্বাহন
তাঁ সভার গুণ কিছু করিব বর্ণন।
তাঁহাদের সকলেরে করিয়ে বিনয়
বদন ভরিয়া বল সরস্বতী জয়।

ইতি শ্রীশ্রীসরস্বতী বিজয়গ্রন্থে 'শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ-প্রসঙ্গ' নাম দশম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্ত